পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1656, Saturday, November 22, 2025 *FREE* www.parichoy.com

স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান, ৫৪ বছর পর বললেন ড. ইউনুস

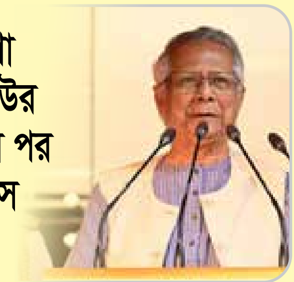

বিস্তারিত ১৩ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ট্রাম্প-মামদানির বিস্ময়কর বৈঠকে যা ঘটল, হঠাৎ মামদানির এত প্রশংসার কারণ কী-৪র্থ পাতায়
- যেভাবে ট্রাম্পের মন জয় করলেন মামদানি - ৬ষ্ঠ পাতায়
- খাশোগি ‘অত্যন্ত বিতর্কিত’, যুবরাজ সালমান নির্দোষ: মানবাধিকার নিয়ে ট্রাম্পের যত বিতর্কিত অবস্থান - ১০ম পাতায়
- শান্তি প্রস্তাব মেনে নিতে ইউক্রেনকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিলেন ট্রাম্প - ১১ পাতায়
- নারী সাংবাদিককে ‘শূকরছানা’ বললেন ট্রাম্প, ব্যাখ্যা দিল হোয়াইট হাউস-১১ পাতায়
- এমবিএসের সম্মানে ট্রাম্পের নৈশভোজে হাজির মাস্ক, সম্পর্কের বরফ গলছে কি-১১ পাতায়
- বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচন বর্তমান সরকারের অধীনে, তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা পরবর্তী নির্বাচনে কার্যকর বললেন আসিফ নজরুল-১২ পাতায়
- মানিলন্ডারিং মামলায় সাকিব আল হাসানসহ ১৫ আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুদকে তলব-১২ পাতায়
- বিচার বিভাগ ব্যর্থ হলে রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় বললেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি-১৩ পাতায়
- ঢাকায় রাতের আঁধারে সাংবাদিক ও ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ, টিআইবির প্রতিক্রিয়া-১৩ পাতায়
- ট্রাম্পের শুল্কারোপের পর যুক্তরাষ্ট্রে কমেছে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি-১৪ পাতায়

আমি তার সাফল্যে আনন্দিত হব

‘সমাজতান্ত্রিক’ মেয়র মামদানির সঙ্গে বৈঠকের পর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

Asef Bari (Tutul) C.E.O

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE YOUR HEALTH OUR CARE

Passion for Seniors of NY Inc.

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি

আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি

মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০

চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100

JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163

BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000

LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি

Aasha Home Care LHCSA

(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

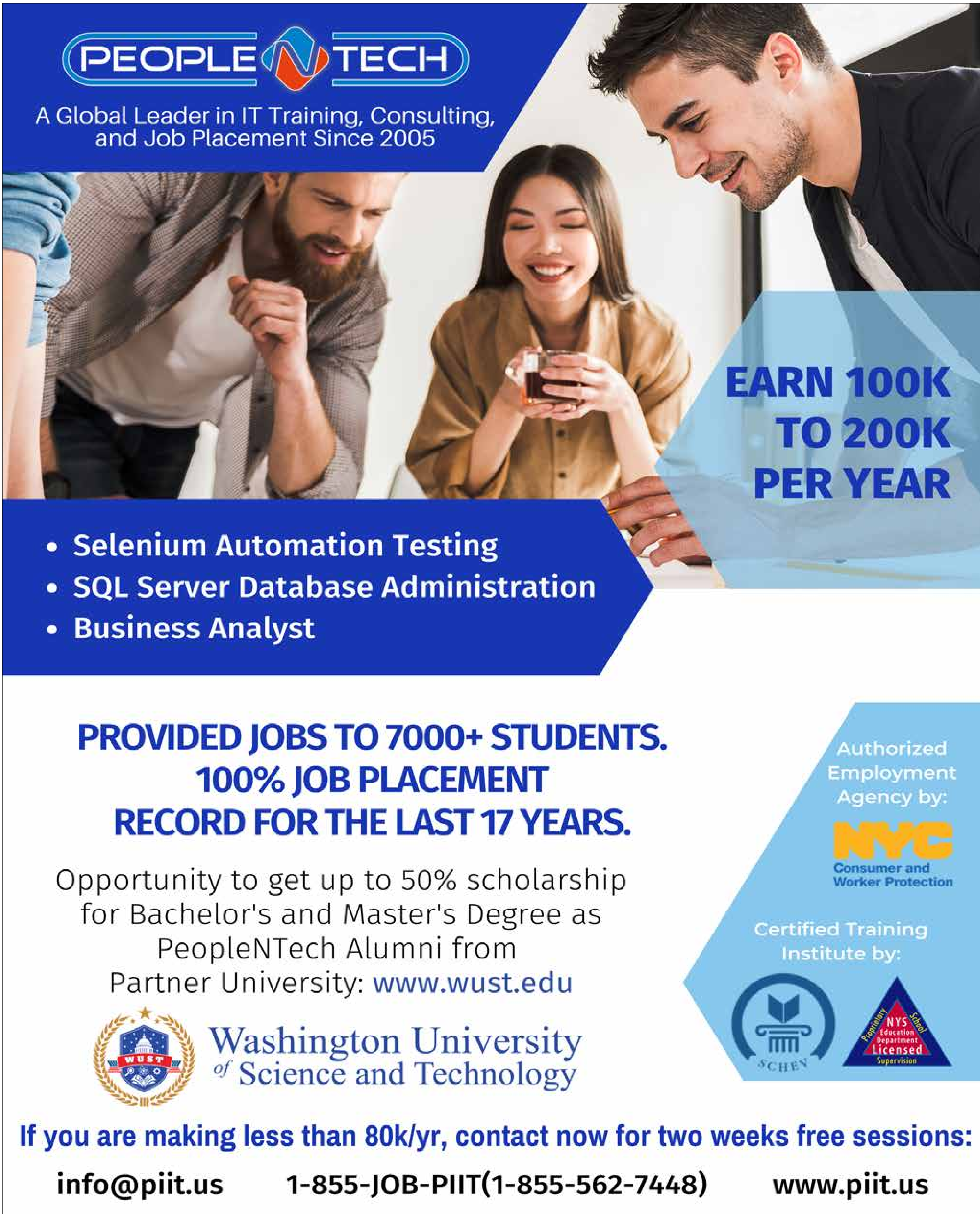
PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

ট্রাম্প-মামদানির বিস্ময়কর বৈঠকে যা ঘটল, হঠাৎ মামদানির এত প্রশংসার কারণ কী

পরিচয় ডেস্ক: দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওভাল অফিসের বৈঠকগুলো এখন নিয়মিত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

তবে গত ২১ নভেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানিকে ট্রাম্প স্বাগত জানানোর সময় যে ধরনের আগ্রহ তৈরি হয়েছিল, তা খুব কম বৈঠকেই দেখা গেছে।

অনেকেই ভেবেছিলেন, রিপাবলিকানরা যে তরুণ রাজনীতিবিদকে ভবিষ্যতের 'খলনায়ক' বানানোর চেষ্টায় ছিলেন, সেই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী মামদানির সঙ্গে ট্রাম্পের হয়তো তীব্র বাক্‌যুদ্ধ হবে, তেমনটাই মনে করা হচ্ছিল ব্যাপকভাবে।

কিন্তু যা হলো, মোটেও তা নয়। নিচে অদ্ভুত এ বন্ধুসুলভ বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হলো। এটি ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত বন্ধুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ

এমন কিছু হতে পারে, কেউ কেউ আগে থেকেই ধারণা করেছিলেন। তবুও ঘটনাটি ছিল খানিকটা বিস্ময়কর; বিশেষ করে এ সাক্ষাৎ যখন হোয়াইট হাউসে ডেকে নিয়ে ট্রাম্পের মতো কারও সঙ্গে হয়। সংবাদকর্মীরা দুই রাজনীতিককে বারবার তাঁদের মতপার্থক্য ও একে অপরের সম্পর্কে কঠোর মন্তব্যের কথা মনে করিয়ে প্রশ্ন করছিলেন। কিন্তু দুজনই সেই সুযোগ এড়িয়ে গিয়ে মিলের জায়গাগুলোই তুলে ধরছিলেন।

ট্রাম্পের কয়েকটি মন্তব্য ছিল এমন:

'আমি মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তিনি (মামদানি) কিছু রক্ষণশীল মানুষকে চমকে দেবেন।'

'ওনার কিছু ভাবনা সত্যি আমার ভাবনার মতোই।'

'আমার ভাবনার চেয়েও বেশি বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি।'

'আমি মনে করি, এই মেয়র কিছু দারুণ কাজ করবেন।'

বৈঠকে এক সাংবাদিক মনে করিয়ে দেন, মামদানি নির্বাচিত হলে ট্রাম্প নাকি নিউইয়র্ক সিটির তহবিল কাটার হুমকি দিয়েছিলেন। ট্রাম্প বলেন, প্রয়োজন হলে সেই কার্ড তিনি খেলবেন। তবে এখন এতে সম্ভাবনা কম মনে হচ্ছে।

ট্রাম্প বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, তাকে সাহায্যই করব; ক্ষতি নয়।'

দুই নেতার সাক্ষাতে প্রশংসা বেশি এসেছিল ট্রাম্পের দিক থেকে। তবে মামদানিও ট্রাম্পকে আক্রমণ করার সুযোগ নেননি।

ট্রাম্পের সঙ্গে মতভিন্নতা নিয়ে কথা না বলে মামদানি বেশি মন দেন তাঁর প্রিয় ইস্যুড়জীবনযাত্রার খরচে।

গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যায় মার্কিন সরকার জড়িতড়এমন মন্তব্য করার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে মামদানি তা অস্বীকার করেননি। কিন্তু দ্রুত কথাটিকে আবারও জীবনযাত্রার ব্যয়ের দিকে নিয়ে যান তিনি।

বৈঠকের শেষ দিকে একজন সাংবাদিক ট্রাম্পকে নিউইয়র্কবাসী ভালোবাসেন কি না, প্রশ্ন করেন। মামদানি তখন ট্রাম্পের পক্ষেই সুর মেলান।

মামদানি বলেন, 'আপনাকে আমি বলতে পারি, সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে তাঁর মনোযোগের কারণেই বেশি নিউইয়র্কবাসী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন। আমরা দুজনে মিলে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর বিষয়ে কাজ করব, সেদিকে আমি তাকিয়ে আছি।'

মামদানিকে রক্ষায় যেন ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন ট্রাম্প

বৈঠকে দুই নেতা শুধু একে অপরের প্রশংসা করাই নয়; মনে হচ্ছিল, ট্রাম্প যেন মামদানির হয়ে রক্ষাকবচের ভূমিকাও পালন করছেন।

এক সাংবাদিক মামদানিকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি আগে ট্রাম্পকে 'ফ্যাসিস্ট' বলেছেন কি না। ট্রাম্প নিজেই তাঁকে 'হ্যাঁ' বলতে পরামর্শ দেন।

ট্রাম্প বলেন, 'ঠিক আছে, আপনি ''হ্যাঁ'' বললেই হলো। ব্যাখ্যা করার চেয়ে এটা সহজ।'

আরেকজন সাংবাদিক বলেন, মামদানি নাকি তাঁকে 'স্বৈরাচারী' বলেছিলেন। ট্রাম্প হেসে বলেন, 'আমাকে তো স্বৈরাচারীর চেয়ে অনেক খারাপও বলা হয়েছে।'

আবার যখন একজন প্রশ্ন করেন, মামদানি ট্রাম্পের অভিবাসী বহিষ্কার অভিযানের সমালোচনা করেছিলেন, তখন ট্রাম্প বলেন, এটি তাঁদের আলোচনার বড় বিষয় ছিল না। যদিও গত বছর এ বহিষ্কার অভিযানই ছিল নিউইয়র্ক সিটি নিয়ে ট্রাম্পের বড় রাজনৈতিক উদ্বেগের বিষয়।

ট্রাম্প বলেন, 'তিনি (মামদানি) অপরাধ দেখতে চান না, আমিও চাই না। আর এ বিষয়ে আমাদের সমস্যা হবে বলে আমার মনে হয় না।'

মানুষ চেনেন ট্রাম্প

তাহলে ট্রাম্পমামদানির এত বন্ধুসুলভ আচরণের কারণ কী?

ঘটনাটি সেই পুরোনো ট্রাম্প-ধারার মতোই। রাজনৈতিক দ্বিমত থাকলেও শক্তিমান রাজনীতিবিদ ও সফল মানুষকে ট্রাম্প সাধারণত সম্মান করেন। আর এখন মামদানি ঠিক সেই রকম ব্যক্তিই। তিনি একজন বিজয়ী।

মামদানি এমনিতেই একজন প্রতিভাবান রাজনীতিক। তার ওপর তিনি দেশের এমন এক জায়গায় সফল হয়েছেন, যা ট্রাম্পের খুবই প্রিয়ড়নিউইয়র্কের কুইন্স।

ট্রাম্প যে কুইন্সের এ তরুণ, সুদর্শন ও মেধাবী রাজনীতিককে পছন্দ করবেন, তা অস্বাভাবিক নয়।

রাজনৈতিক হিসাবের দিক থেকেও হোয়াইট হাউস হয়তো এখনই মামদানির সঙ্গে সংঘাতে যেতে চায়নি। কারণ, *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

❝ কে কি বললেন ❞

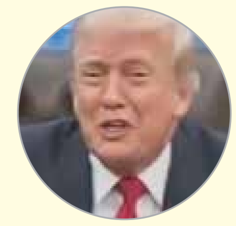

● তিনি (মামদানি) যত ভালো করবেন, আমি তত খুশি হবো। আমরা তাকে ভালো কাজ করতে সাহায্য করবো। তার অনেক ধারণা আমার ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। আমরা অনেক বিষয়ে একমত, যা আগে ভাবিনি। -ওভাল অফিসে বৈঠক শেষে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে মামদানির অবস্থান তার অনেক ভোটারের সঙ্গেও মিল রয়েছে। তার অনেক ভোটার আমাকেও সমর্থন করেছেন- এটা আমি স্বাগত জানাই।'- ওভাল অফিসে বৈঠক শেষে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে তাঁর মনোযোগের কারণেই বেশি নিউইয়র্কবাসী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন। মতাদর্শে ভিন্ন হলেও নিআমরা দুজন মিলে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর বিষয়ে কাজ করব, সেদিকে আমি তাকিয়ে আছি। - ওভাল অফিসে বৈঠক শেষে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র (নির্বাচিত) জোহরান মামদানী

● 'ডোনাল্ড ট্রাম্প, জানি আপনি আমাদের দেখছেন। আপনার জন্য চারটি শব্দ রেখেছি: 'টার্ন দ্য ভলিউম আপ'-শব্দ আরেকটু বাড়িয়ে দিন, যাতে সব কথা পরিষ্কার শুনতে পান। 'নিউইয়র্ক অভিবাসীদের শহর। এই শহর অভিবাসীরা গড়ে তুলেছেন। এই শহর অভিবাসীদের বলে বলীয়ান। এই শহরের নেতৃত্ব দেবেন একজন অভিবাসী। এখন একজনকে ধরে নিয়ে গেলে সবাইকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।'- ৪ঠা নভেম্বর নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র পদে নির্বাচনের পর জোহরান মামদানী

আমি তার সাফল্যে আনন্দিত হব

‘সমাজতান্ত্রিক’ মেয়র মামদানির সঙ্গে বৈঠকের পর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির মধ্যকার বৈঠকটি নিয়ে জল্পনা ছিল তুঙ্গে। হোয়াইট হাউসের এই বৈঠকটিকে বছরের অন্যতম বড় 'রাজনৈতিক সংঘাত' হিসেবে দেখা হচ্ছিল। কিন্তু বাস্তবে সংঘাতের বদলে ওভাল অফিসে দেখা গেল প্রশংসার বন্যা।

ট্রাম্প ও মামদানি দুই ভিন্ন রাজনৈতিক দল, ভিন্ন মতাদর্শ ও ভিন্ন প্রজন্মের প্রতিনিধি। রিপাবলিকান ট্রাম্প বিপুল সম্পদের মালিক; ডেমোক্র্যাট সোশ্যালিস্ট মামদানি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, বয়সে তরুণ। অভিবাসন নীতি থেকে অর্থনীতিড়বেশিরভাগ প্রশ্নেই দু'জনের অবস্থান বিপরীত মেরুতে। তবু প্রথম বৈঠকে তাদের আচরণে ছিল সৌহার্দ্যের ছাপ।

নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর দেওয়া ভাষণে নিজেকে 'গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক' হিসেবে পরিচয় দেওয়া মামদানি ট্রাম্পকে 'স্বৈরাচার' বলে অভিহিত করেছিলেন। অন্যদিকে, ২১ নভেম্বর শুক্রবারের এই বৈঠকের আগে প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠি এক রিপাবলিকান নেতা মামদানির সফরকে 'হোয়াইট হাউসে একজন কমিউনিস্টের আগমন' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

কিন্তু ২১ নভেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে ওভাল অফিসে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এই দুই ব্যক্তি বিস্ময়করভাবে আপসকামিতার সুর তুললেন।

তিক্ততা ভুলে প্রশংসায় ভাসালেন একে অন্যকে

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি হোয়াইট হাউসে বৈঠক করেছেন। অতীতে পারস্পরিক সমালোচনা সত্ত্বেও তারা ফলপ্রসূ ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার আশাবাদ জানিয়েছেন।

বৈঠকে মামদানিকে আক্রমণ করা তো দূরের কথা, উল্টো ট্রাম্প তাকে একাধিকবার প্রশংসা করলেন। ট্রাম্প আশা প্রকাশ করে বলেন, 'মামদানি সত্যিই একজন "চমৎকার মেয়র" হবেন। আমি আত্মবিশ্বাসী যে তিনি [মামদানি] খুব ভালো কাজ করতে পারবেন।'

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প মামদানির ভূয়সী প্রশংসা করেন। অথচ এই মুসলিম রাজনীতিককে তিনি কখনো জিহাদিস্ট, কখনো কমিউনিস্ট বলে সমালোচনা করেছিলেন। একসময় মামদানির নাগরিকত্ব বাতিলেরও হুমকি দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট।

বারবার তারা উভয়েই নিউইয়র্ক সিটির জীবনযাত্রার ব্যয় সংকট মোকাবিলার অভিন্ন স্বার্থের ওপর জোর দেন। তাদের প্রায়ই হাসতে দেখা যায় এবং মামদানির আগের রাজনৈতিক আক্রমণগুলো নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে ট্রাম্পকে বেশ আমোদপ্রবণ মনে হয়েছে।

বৈঠকের এই আবহাওয়া রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের হতবাক করে দিয়েছে। তবে এটি একটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, উভয় নেতাই বুঝতে পারছেন, জীবনযাত্রার ব্যয় সংকট মোকাবিলা করা তাদের রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী ১ জানুয়ারি মামদানি দায়িত্ব নেওয়ার পর এই 'যুদ্ধবিরতি' কতদিন টিকবে, তা সময়ই বলে দেবে। তবে আপাতত ট্রাম্প বলেছেন, 'আমি তার (মামদানির) জন্য আনন্দিত হবো ।'

জিহাদ ও ফ্যাসিবাদ নিয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া

মেয়র নির্বাচনের সময় মামদানি ও ট্রাম্প একে অপরের দিকে বহুবার রাজনৈতিক তীর ছুড়েছেন। কক্ষের একজন সাংবাদিক তাদের মনে করিয়ে দেন যে, ট্রাম্প মামদানিকে 'কমিউনিস্ট' বলেছিলেন এবং মামদানি প্রেসিডেন্টকে 'স্বৈরাচার' বলেছিলেন।

কিন্তু এদিন দুজনেই তাদের আগের বক্তব্য নিয়ে করা একাধিক প্রশ্ন এড়িয়ে যান এবং প্রশংসার দিকেই মনোযোগ দেন। এমনকি নবনির্বাচিত মেয়র প্রেসিডেন্টকে 'ফ্যাসিস্ট' মনে করেন কি নাড়এমন প্রশ্নের উত্তর মামদানিকে দেওয়ার সুযোগ করে দেন ট্রাম্প।

মামদানির বাহুতে আলতো চাপ দিয়ে হেসে ট্রাম্প মাঝপথে বলে ওঠেন, 'ঠিক আছে, আপনি শুধু "হ্যাঁ" বলতে পারেন। ব্যাখ্যা করার চেয়ে এটা সহজ।'

মামদানির রাজনীতি নিয়ে ট্রাম্পের সমালোচনার সর্বোচ্চ পর্যায় ছিল সাংবাদিকদের কাছে এইটুকু বলা যে, 'তার মতামতগুলো কিছুটা ভিন্নধাঁচের।'

সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল, নিউইয়র্কের গভর্নরের দৌড়ে থাকা ট্রাম্পের অন্যতম রাজনৈতিক মিত্র এলিস স্টেফানিকের একটি আক্রমণাত্মক মন্তব্যকে ট্রাম্পের উড়িয়ে দেওয়া। রিপাবলিকান কংগ্রেসওম্যান এলিস স্টেফানিকের উদ্ধৃতি দিয়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি মনে করেন আপনি এখন ওভাল অফিসে একজন 'জিহাদি'র পাশে দাঁড়িয়ে আছেন?'

ট্রাম্প দ্রুত উত্তর দেন, 'না, আমি তা মনে করি না।' স্টেফানিক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নির্বাচনী প্রচারণায় মাঝেমধ্যে মানুষ অনেক কিছুই বলে। সে খুবই দক্ষ একজন ব্যক্তি।'

নির্বাচনী প্রচারের সময় জোহরান মামদানিকে বিভিন্ন সময় বলতে শোনা গেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প একজন ফ্যাসিবাদী। এর সূত্র ধরেই এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি এখনো ট্রাম্পকে ফ্যাসিবাদী মনে করেন কি না। এমনপ্রশ্নের উত্তরে জোহরান বলতে শুরু করেন, ‘আমি এ বিষয়ে কথা বলেছি...। এতটুকু বলতেই ট্রাম্প তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ‘ঠিক আছে, আপনি শুধু হ্যাঁ বলেই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। ব্যাখ্যা দেওয়ার চেয়ে এটিই বেশি সহজ হবে। আমি কিছু মনে করব না।’

মামদানি একজন ডেমোক্র্যাটিক সমাজতন্ত্রী রাজনীতিক, যিনি নিউইয়র্ককে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা মানুষের সমন্বয়ে গঠিত এক বহুসাংস্কৃতিক কমিউনিটি হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকার রক্ষায় দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন।

এসব কারণে তার রাজনৈতিক অবস্থান ট্রাম্পের বিপরীত মেরুতে। ট্রাম্পের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বরাবরই অভিবাসীদের অভ্যন্তরীণ হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করেছে এবং তিনি একসময় মুসলিমদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষেও ছিলেন।

অভিবাসন আইন প্রয়োগের মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে ট্রাম্পের সঙ্গে মতবিরোধ নিয়ে জানতে চাইলে মামদানি বলেন, ভিন্নমত থাকলেও তিনি যৌথ লক্ষ্যগুলো সামনে রেখে একসঙ্গে কাজ করতে চান।

তিনি ২০২৪ সালের নভেম্বরে শেয়ার করা একটি ভিডিওর কথা উল্লেখ করেন। সেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শেষে তিনি ট্রাম্পপন্থী ভোটারদের সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় ও যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশি যুদ্ধগুলোতে জড়িত থাকার মতো বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলেন।

মামদানি জানান, এবার তিনি চান ট্রাম্পের সঙ্গে 'অন্তহীন যুদ্ধ' বন্ধ করা এবং জীবনযাত্রার খরচ কমানোর মতো বিষয়গুলোতে মিলের জায়গা খুঁজে বের করতে।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আর আমিড় আমরা দুজনই আমাদের অবস্থান নিয়ে খুবই স্পষ্ট। কিন্তু আমি যে বিষয়টির সত্যিই প্রশংসা করি, তা হলোড়বৈঠকটি মতবিরোধের জায়গায় না গিয়ে বরং নিউইয়র্কবাসীদের সেবা করার যে যৌথ লক্ষ্য, সেটিকে কেন্দ্র করেই হয়েছে।

তিনি আরও যোগ করেন, 'এসব লক্ষ্য বাস্তবায়িত হলে ৮৫ লাখ মানুষের জীবন বদলে যেতে পারে।' তাদের অনেকেই এখন জীবনযাত্রার খরচের তীব্র চাপে আছে, প্রতি চারজনের একজন দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

মার্কিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছেড়বিভিন্ন জরিপও এমনটা দেখাচ্ছে। এমন সময় অতীতে তিক্ততা থাকা সত্ত্বেও ট্রাম্প সম্প্রতি মামদানির জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে মনোযোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'তিনি (মামদানি) বললেন, আমার অনেক ভোটার আসলে তাকে ভোট দিয়েছেন। আর এ নিয়ে আমার কোনো অসন্তোষ নেই।'

চলতি বছরের শুরুতে দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতা গ্রহণের পর হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে কয়েকজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিব্রত বা ভর্ৎসনা করেছেন ট্রাম্প। মামদানির সঙ্গেও এমন কিছু হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। কিন্তু তেমন কিছু তো হয়নি; বরং উল্টো হয়েছে। তবে গতকাল বৈঠকের আগেই ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, মামদানির সঙ্গে তাঁর ‘অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ’ বৈঠক হতে চলেছে।

ট্রাম্প ও মামদানি নিউইয়র্কের দুই প্রজন্মের প্রতিনিধি। বৈঠক শেষে তাঁরা নীতিবিষয়ক কোনো ঘোষণা দেননি। কিন্তু বৈঠকের পর তাঁরা অপ্রত্যাশিতভাবে রাজনীতিতে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

সাংবাদিকদের মামদানি বলেন, ‘আমাদের মধ্যে অনেক মতবিরোধপূর্ণ বিষয় আছে। কিন্তু আমাদের বৈঠকে সেসব বিষয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়নি; বরং নিউইয়র্কবাসীর সেবা করার যে সাধারণ লক্ষ্য আমাদের আছে, তাকে কেন্দ্র করেই মূলত আমরা আলোচনা করেছি। (এমন একটি বৈঠকের জন্য) আমি প্রেসিডেন্টের সত্যিই খুব প্রশংসা করি।’

দলীয় মতপার্থক্য এক পাশে সরিয়ে রাখতে পেরে ট্রাম্পও খুশি। ট্রাম্প বলেন, ‘তিনি (মামদানি) যত ভালো কাজ করবেন, আমি ততই খুশি হব।’

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি শুক্রবার (২১ নভেম্বর) হোয়াইট হাউসে প্রথমবার মুখোমুখি বৈঠক করেন। দীর্ঘ মাস ধরে চলা তীব্র রাজনৈতিক সমালোচনা ও বিরোধিতার পর দুই নেতাই এই বৈঠকে একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

যেভাবে ট্রাম্পের মন জয় করলেন মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: শুরু হয়েছিল যুদ্ধং দেহি মেজাজে। নিউ ইয়র্কের মেয়র পদে দাঁড়াতেই জোহরান মামদানির উদ্দেশে কটাক্ষ করতে শুরু করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।’ ১০০ শতাংশ কমিউনিস্ট পাগল’ বলতেও ছাড়েননি। এমনকী, তিনি মেয়র হলে নিউ ইয়র্কের সমস্ত অনুদান বন্ধ করে দেবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছিলেন।

শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে নিউ ইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন মামদানি। তার পর থেকেই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। অবশ্য ট্রাম্প প্রথমে রাগ করেই ছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তারও মান ভাঙে।

আর শুক্রবার (২১ নভেম্বর) তো মামদানির সঙ্গে বৈঠকও করলেন ট্রাম্প। একেবারে ভিন্ন মেজাজে। হালকা ছলে, রঙ্গ-রসিকতায় জমে উঠল হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিস। যাকে বলে মধুরেণ সমাপয়েৎ। আর তা দেখে শুধু আমেরিকা নয়, গোটা বিশ্ব স্তম্ভিত। কেমন ছিল সেই প্রথম বৈঠক?

ওভাল অফিসের প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসে আছেন ট্রাম্প। মুখে মুচকি হাসি। পাশে একটু জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে নিউ ইয়র্কের সদ্য নির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি।

সাংবাদিকরা একের পর এক প্রশ্নবাণ ছুড়ে দিচ্ছেন। আর দক্ষতার সঙ্গে তার উত্তর দিচ্ছেন মামদানি। আচমকাই ধেয়ে এল সেই প্রশ্ন, ‘ট্রাম্পকে এখনও ফ্যাসিস্ট মনে করেন?’ মামদানি দু’হাত তুলে একটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে যাচ্ছিলেন, ‘আসলে ব্যাপারটা হলো...’। তাকে থামিয়ে দিলেন ট্রাম্প। মামদানির কনুইয়ের কাছটা ধরে একটু টেনে হালকা ছলে বললেন, ‘হ্যাঁ, বলে দিন। এটাই সবচেয়ে সহজ।’

গোটা বিশ্ব থ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মুখে কথা ফুটছে না। এমনও হয়! মেয়র নির্বাচনের সময়ে ডেমোক্র্যাটিক জোহরান আর মেয়র জোহরান কি আলাদা? নাকি ট্রাম্পই বদলে গেলেন? আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নিজের দলের সদস্যরাও কম বিস্মিত নন। রিপাবলিকান কংগ্রেসউইম্যান নিকোল মালিয়োটাকিস তো বলেই দিলেন, ‘দেখে তো ব্রোম্যান্স মনে হচ্ছিল। নির্বাচনের ফল দেখেই বুঝেছিলাম মামদানির ব্যক্তিত্বে আলাদা টান আছে। কিন্তু তিনি যে প্রেসিডেন্টকেও এ ভাবে মুগ্ধ করে রাখবেন, সত্যিই ভাবতে পারিনি।’

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক ঠিক হওয়ার পর থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল। নিউ ইয়র্ক প্রশাসন ধরেই নিয়েছিল, সংঘাত অনিবার্য। ট্রাম্প কী কী পদক্ষেপ করতে পারেন, তা আন্দাজ করে ঘুঁটি সাজাতেও শুরু করে দিয়েছিলেন তারা। অনুমান ছিল, ফেডেরাল বাহিনী আসছে। বাজেটেও কাটছাঁট হবে। নিউ ইয়র্কের প্রশাসন বিশেষ টিমও তৈরি করে ফেলেছিল। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেইও। ট্রাম্প তো শুধু বিরোধী নন, মামদানি যাতে জিততে না পারেন ব্যক্তিগত ভাবে সেই চেষ্টার কসুর রাখেননি তিনি। কিন্তু হোয়াইট হাউসের জল হাওয়ায় যেন সব বদলে গেল মুহূর্তে।

মামদানিকে পাশে নিয়ে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। নিউ ইয়র্কের বর্তমান পুলিশ কমিশনারকেই পদে বহাল রাখবেন বলে জানিয়ে দিলেন। মামদানির আবাসন এবং শহর সংক্রান্ত নীতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। অর্থাৎ, এক সময়ে মামদানির যে যে নীতির বিরোধিতা করেছিলেন, সবেতেই এখন তিনি রাজি। এমনকী এও বলে দিলেন, ‘ইসরাইল এবং গাজা নিয়ে আমাদের অবস্থান ভিন্ন হলেও কিছু ক্ষেত্রে মিলও রয়েছে।’

নিউ ইয়র্কে ঝড় উঠেছে। আশঙ্কার ঝড়। ট্রাম্পের হলো কী? রেডিও হোস্ট সিড রোজেনবার্গ কট্টর মামদানি বিরোধী বলেই পরিচিত। আগে একবার বলেছিলেন, ‘আমেরিকায় যদি ফের ৯/১১ হয়, তাহলে খুশিই হবেন মামদানি (পরে ভিডিয়ো ডিলিট করে দেন)।’

তার বিস্ময় এখনও কাটছে না। তবে শুধু বিস্মিত নন, তিনি বিরক্তও। সিডের কথায়, ‘ট্রাম্পকে ভালোবাসি। পারতপক্ষে তার সমালোচনা করি না। কিন্তু নিউ ইয়র্কের একজন ইহুদি হিসাবে এই লোকটাকে (জোহরান মামদানি) দেখলেই আমার গা রি রি করে ওঠে। আর তার সঙ্গে হাসিমুখে হাত মেলানো? অসহ্য।’

রাজনৈতিক বিশ্লেকদের একাংশের মতে, সকলের সঙ্গে মিশে যাওয়ার মানসিকতা আছে মামদানির। তিনি শিল্পপতি হোন কিংবা ট্যাক্সিচালক। তিনি সব ‘ক্লাস’-এর সঙ্গেই স্বচ্ছন্দ। তা ভালোই জানেন নিউইয়র্কের ওয়ার্কিং ফ্যামিলিস পার্টির সহ-পরিচালক আনা মারিয়া আর্কিলা। তাই বলেই ফেললেন, ‘যাকে দেশ থেকে তাড়ানোর হুমকি দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে...’।

কথা শেষ না করেই হাসতে শুরু করলেন তিনি। অনেকেরই মনে আছে, গত জুলাইয়ে মামদানিকে গ্রেপ্তার করবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। দাবি করেছিলেন, মামদানি নাকি অবৈধ ভাবে আমেরিকায় আছেন।

গোটা ঘটনায় বেশ মজা পেয়েছেন ফক্স নিউজ-এর হোস্ট ব্রায়ান কিলমেইড।

তিনি বলছেন, ‘আমার মনে হয় জেডি ভ্যান্সের হিংসা হচ্ছে। দু’জনের সত্যিই দারুণ জমেছে।’ সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজনৈতিক সংবাদদাতা রস বারকান লিখেছেন, ‘অবস্থা দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ট্রাম্প এ বার মামদানিকে সমর্থনও দেবেন।’

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এতটা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। বিশেষ করে যারা তাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চেনেন। তারা জানেন, ট্রাম্প যে কোনও সময়ে বদলে যেতে পারেন। আর সেটাই তার টঝচ বললে ভুল হবে না। ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার নিউইয়র্ক শাখার সহ-সভাপতি গ্রেস মাউসার যেমন বলছেন, ‘এ সব দেখে ভুললে চলবে না। আমাদের তৈরি থাকতে হবে।’ সোজা কথায়, ‘শেষ ভালো যার, সব ভালো তার’ এখনই বলা যাচ্ছে না।

হোয়াইট হাউজে ট্রাম্প - মামদানী বৈঠক

বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচন বর্তমান সরকারের অধীনে, তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা পরবর্তী নির্বাচনে কার্যকর বললেন আসিফ নজরুল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল জানিয়েছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহাল করে আপিল বিভাগের রায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কার্যকর হবে না, এটি কার্যকর হবে চতুর্দশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান।

আসিফ নজরুল বলেন,“আপিল বিভাগের রায়ের ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে পুনর্বহাল হলো। সংবিধান অনুযায়ী যেহেতু সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার ১৫ দিন আগে বা পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হয়, সে হিসেবে আগামী নির্বাচনে সংসদ গঠনের পর যখন সেটি ভেঙ্গে দেওয়া হবে, তার ১৫ দিন আগে বা পরে এ সরকার গঠন হবে। তাই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্তমান অন্তর্বতীকালীন সরকারের অধীনেই অনুষ্ঠিত হবে” তিনি আরও বলেন,“সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ২০১১ সালে সাবেক প্রধান বিচারপত এবিএম খায়রুল হক এক রায়ে সেটি বাতিল করেন। আমরা জানি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে নির্বাচানগুলো হয়েছে, সেগুলো মোটামুটি অবাধ হয়েছে। জনগন তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে এবং সবসময় ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে। খায়রুল সেই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে রায় দিয়ে দেশে গণন্ত্রের পথ রুদ্ধ করেছিলেন। বৃহস্পতির আপিল বিভাগ ঐতিহাসিক রায়ে আগের সেই সুন্দর ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন”

এদিকে জুলাইআগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে ফেরাতে অন্তর্বতী সরকার শিগগিরই ভারতকে চিঠি দেবে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন,“এ দুইজন এখন কনভিকটেড। ভারতের সাথে চুক্তি অনুযায়ী এ দুইজনকে ফেরত চেয়ে চিঠি দেওয়া হবে। ভারতের উচিত হাসিনাকে ফেরত দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানানো” এ ছাড়া তিনি আরও বলেন,“শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামালকে ফেরত আনতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে যাওয়ার কথাও ভাবছে সরকার”

হাসিনা-কামালকে ফেরাতে আইসিসিতে যাওয়ার কথা ভাবছে ইউনুস সরকার জানালেন আইন উপদেষ্টা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশর অন্তবর্তী সরকার ভারতের আশ্রয়ে থাকা দণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে দেশে ফেরত আনতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) যাওয়ার বিষয়ে ভাবছে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল।

তিনি বলেন,“এই [শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামাল[দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ফেরত আনার বিষয়ে আমরা রোমের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে যেতে পারি কি না-তা নিয়ে শিগগিরই একটি বৈঠক করব”

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) ফরেন সার্ভিস *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ ভুল ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের ধারাবাহিক আক্রমণের মুখোমুখি হচ্ছে-দিল্লীতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান বলেছেন, ‘‘সম্প্রতি আমরা ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্যেরধারাবাহিক আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছি। আমরা আমাদের নিজস্ব সাইবারস্পেস, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এবং প্রযুক্তি সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, শুধু আমাদের নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্যই নয়।’’

গত ২০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দিল্লিতে কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভের (সিএসসি) সপ্তম সম্মেলনে বক্তব্য দেন তিনি। ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ সামাজিক মাধ্যমে তার বক্তব্যের লিখিত কপি পোস্ট করেছেন। সন্ত্রাসবাদের প্রতি বাংলাদেশ শূন্য সহনশীলতা নীতি অনুসরণ করে উল্লেখ করে খলিলুর রহমান বলেন, ‘‘ক্রমবর্ধমান ডিজিটালাইজেশন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ সাইবার *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদনে বাংলাদেশিরা ৫ম সর্বোচ্চ

পরিচয় ডেস্ক: গত জুন পর্যন্ত এক বছরে যুক্তরাজ্যে সাড়ে ছয় হাজারের বেশি বাংলাদেশি রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন। যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সবশেষ উপাত্ত নিয়ে করা বার্তা সংস্থা ডিপিএ-এর প্রতিবেদন থেকে এমন তথ্য জানা গেছে।

উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত ১২ মাসে বিভিন্ন দেশের এক লাখ ১১ হাজার ৮৪ জন যুক্তরাজ্যে আশ্রয় আবেদন করেছেন। এটি ২০০১ সাল থেকে নথিবদ্ধ হিসাবে সর্বোচ্চ।

আবেদনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১১ হাজার ২৩৪ জন বা ১০ শতাংশ পাকিস্তানি। এছাড়া ৮২৮১ জন (৭.৫%) আফগান, ৭,৭৪৬ জন (৭%) ইরানিয়ান এবং ৭,৪৩৩ জন (৬,৭%) ইরিত্রিয়ান।

এই তালিকায় পঞ্চম অবস্থানে রয়েছেন বাংলাদেশিরা। চলতি বছর জুন পর্যন্ত ১২ মাসে ৬৬৪৯ জন বাংলাদেশি যুক্তরাজ্যে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন। মোট আশ্রয়আবেদনের হিসেবে বাংলাদেশিদের হার ছয় শতাংশ।

উল্লিখিত সময়ে ৯০ হাজার ৮১২ জন আশ্রয়আবেদনকারী প্রাথমিক ফলাফল জানার অপেক্ষায় ছিলেন। এর মধ্যে পাকিস্তানে আট হাজার ২০০ জন, সিরিয়ার রয়েছেন সাত হাজার ৩৩১ জন।

আশ্রয় আবেদনের ফলাফল জানার অপেক্ষমান তালিকায় বাংলাদেশিরা রয়েছেন তৃতীয় অবস্থানে। ছয় হাজার ৮৩৮ জন বাংলাদেশি গত জুন পর্যন্ত তাদের আশ্রয় আবেদনের প্রাথমিক ফলাফল জানতে পারেননি। অপেক্ষমান *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

মানিলন্ডারিং মামলায় সাকিব আল হাসানসহ ১৫ আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুদকে তলব

পরিচয় ডেস্ক: শেয়ার বাজার কারসাজি, অবৈধ লেনদেন ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় এজাহারভুক্ত বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও আওয়ামী লীগ মনোনীত সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানসহ ১৫ আসামিকে আগামী ২৫ ও ২৬ নভেম্বর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুদক প্রধান কার্যালয়ে এক নিয়মিত মিডিয়া ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান দুদক মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।

তাদের বিরুদ্ধে গত ১৭ জুন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ ধারা; দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা; এবং *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান, ৫৪ বছর পর বললেন ড. ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশেরঅন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তৎকালীন মেজর এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অবদান বাংলাদেশের ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকের এই বিশেষ দিনে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ, যুদ্ধাহত এবং অন্যান্য সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের; যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। একই সঙ্গে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানের সকল শহীদ, আহত এবং অংশগ্রহণকারী সর্বস্তরের মানুষের প্রতি; যাদের দুঃসাহসিক আত্মত্যাগ আমাদের দেশ পুনর্গঠনের একটি নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর সেনাকুঞ্জে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা। এ সময় সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান এবং বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় আসন্ন নির্বাচন নির্বিঘ্ন ও উৎসবমুখর করতে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা ও পেশাদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, গণতান্ত্রিক এবং নিয়মতান্ত্রিক নেতত্বের প্রতি অনুগত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী তাদের পেশাগত দক্ষতা ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে দেশের জন্য ত্যাগ ও তৎপরতার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখবে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে আসন্ন নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। নির্বিঘ্ন ও উৎসবমুখর নির্বাচন আয়োজনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা ও পেশাদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান তিনি।

মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি ও জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় সশস্ত্র বাহিনী সর্বদাই জনগণের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান, চলমান দেশ পুনর্গঠন ও সংস্কারের কাজেও সশস্ত্র বাহিনী বরাবরের মতোই মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অব্যাহতভাবে দেশের মানুষের আস্থার প্রতিদান দিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আজকের এই বিশেষ দিনে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের সব শহীদ, যুদ্ধাহত ও অন্যান্য সব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জির্ত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। একইসঙ্গে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, ২০২৪-এর জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সব শহীদ, আহত এবং অংশগ্রহণকারী সর্বস্তরের মানুষের প্রতি, যাদের দুঃসাহসিক আত্মত্যাগ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বিচার বিভাগ ব্যর্থ হলে রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় বললেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি

পরিচয় ডেস্ক: বিচার বিভাগ ব্যর্থ হলে রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। এ ছাড়া সংবিধান নির্বাচক হয়ে যায় এবং মানুষের আশা ধ্বংস হয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে 'বে অব বেঙ্গল কনভারসেশনে' তিনি এ মন্তব্য করেন। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'বিশ্বজুড়ে সংকট ও অস্থিরতার সময় বিচার বিভাগকে সবচেয়ে বড় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।বিচার বিভাগের সংস্কার শুধু সৌন্দর্যবর্ধন নয়এটি রাষ্ট্রের ন্যায় ও গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম।' তিনি আরো বলেন, 'জুলাই বিপ্লব সংবিধানকে উৎখাত করতে নয়। বরং এর সঙ্গে সম্পর্ককে বিশুদ্ধ করতে উদ্দীপ্ত হয়েছিল। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, জনসাড়া

এই তিন গুণ জনমানসে প্রধান সুর হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেন, '২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের সংস্কার রোডম্যাপ আদালতের প্রশাসনিক দুর্বলতা চিহ্নিত করে একটি আধুনিক, নৈতিক ও দক্ষ বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তুলেছে।'

বাংলাদেশে ফের ভূমিকম্প অনুভূত, উৎপত্তিস্থল সাভারের বাইপাইল

পরিচয় ডেস্ক: নরসিংদীর মাধবদীতে ভূমিকম্পের রেশ কাটতে না কাটতেই গাজীপুর ও সাভারের মাঝামাঝি বাইপাইল

এলাকায় মৃদৃ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে ২২ নভেম্বরশনিবার সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডের এই কম্পন রেকর্ড করা হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল তিন দশমিক তিন।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা রুবায়েত কবীর বলেন, সাভারের বাইপাইল ছিল ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। এটি ছিল অল্পমাত্রার ভূমিকম্প; রিখটার স্কেলে এটি ছিল ৩ দশমিক ৩ মাত্রার।

কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা পেশাগত সহকারী নিজাম উদ্দিন আহমেদ নিশ্চিত করেছেন, এটি "মাইনর ভূমিকম্প" এবং উৎপত্তিস্থল ছিল গাজীপুরের বাইপাইল। যদিও কম্পনটি ছোট। ভূমিকম্পটি স্বল্পমাত্রার হলেও স্থানীয়ভাবে অনেকে টের পেয়েছেন। শুক্রবার সকালে রাজধানী ঢাকা থেকে মাত্র ১৩ কিলোমিটার পূর্বে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মধ্যাঞ্চল। ভয়াবহ সেই ঝাঁকুনিতে দুই শিশুসহ ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকায় চারজন, নরসিংদীতে পাঁচজন এবং নারায়ণগঞ্জে একজন প্রাণ হারান। দেশের বিভিন্ন জেলায় আহত হয়েছেন ৬ শতাধিক মানুষ।

সেনাকুঞ্জে খালেদা জিয়া, প্রধান উপদেষ্টার একান্ত আলাপ

পরিচয় ডেস্ক: সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে সেনাকুঞ্জে অন্তর্বতী সরকারের প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ

ইউনূসের সঙ্গে একান্তে কথা বলেছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সেনাকুঞ্জে এ ঘটনা ঘটে।

বিএনপির *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ঢাকায় রাতের আঁধারে সাংবাদিক ও ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ, টিআইবির প্রতিক্রিয়া

পরিচয় ডেস্ক: সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া রাতের আঁধারে বাসা থেকে সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী নেতাকে তুলে নেওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটি এই ঘটনাকে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) একটি নীতি নিয়ে ভিন্নমত দমনের অপচেষ্টার অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছে। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টিআইবি তাদের এই উদ্বেগের কথা জানায়। টিআইবি তার বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, এ ধরনের অস্বচ্ছ ও জবাবদিহিহীন অভিযান পতিত কর্তৃত্ববাদী আমলের নজরদারি ও ভীতির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার হতাশাজনক পুনরাবৃত্তি। সংস্থাটি মনে করে, এই আচরণ অন্তর্বতী সরকারের ঘোষিত রাষ্ট্র সংস্কার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও আইনি সুরক্ষাকে গুরুতরভাবে হুমকির মুখে ফেলেছে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ভিন্নমত দমনে গভীর রাতে কারণ না জানিয়ে বাসা থেকে তুলে নেওয়া, অভিযোগ গোপন রাখা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর বক্তব্যে অসঙ্গতিড়কর্তৃত্ববাদী নিপীড়নমূলক চর্চা অব্যাহত রাখার উদ্বেগজনক দৃষ্টান্ত।

তিনি আরও বলেন, অভিযোগ থাকলে আইন অনুযায়ী সমন পাঠানো বা স্বাভাবিক সময়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার বাধ্যবাধকতাকে উপেক্ষা করে গভীর রাতে বাসা থেকে তুলে নেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, এনইআইআর নিয়ে সমালোচনার জেরে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ওই সাংবাদিক ও মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতাকে তুলে নেয়। ডিবির পক্ষ থেকে এই ঘটনায় পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা (তথ্য যাচাই, বা সংবাদ সম্মেলনের আমন্ত্রণপত্রে অসঙ্গতি) দেওয়া হয়েছে। ড. ইফতেখারুজ্জামান এ ধরনের পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা ও প্রকান্তরে মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলকে মনে করিয়ে দেন, সমালোচক মাত্রই শত্রুড়এ মনোভাব আত্মঘাতী। তিনি আরও বলেন, আমরা এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ বাংলাদেশের সকল গোয়েন্দা ও নজরদারি সংস্থার আমূল সংস্কারের আহ্বান জানাচ্ছি। সরকারি নীতির সমালোচনা করা নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার এবং এগুলো অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

খাশোগি ‘অত্যন্ত বিতর্কিত’, যুবরাজ সালমান নির্দোষ: মানবাধিকার নিয়ে ট্রাম্পের যত বিতর্কিত অবস্থান

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বরাবরই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, খাশোগি হত্যাকাণ্ড নিয়ে তিনি খুব একটা চিন্তিত নন। তবে মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সৌদি যুবরাজের পাশে দাঁড়িয়ে ট্রাম্প যেসব মন্তব্য করেছেন, তা তার অতীতের আচরণের নিরিখেও বিস্ময়কর। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন ট্রাম্প প্রশাসনের অধীন সিআইএ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) ব্যক্তিগতভাবে সাংবাদিক ও মার্কিন বাসিন্দা জামাল খাশোগিকে নৃশংসভাবে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সে সময় রিপাবলিকান নেতৃত্বাধীন সিনেট সর্বসম্মতিক্রমে যুবরাজের নিন্দা জানিয়ে ভোট দেয়। এমনকি একজন রিপাবলিকান সিনেটর মন্তব্য করেছিলেন, বিষয়টি যদি কোনো জুরির সামনে যেত, তবে ৩০ মিনিটের মধ্যেই যুবরাজ দোষী সাব্যস্ত হতেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বরাবরই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, খাশোগি হত্যাকাণ্ড নিয়ে তিনি খুব একটা চিন্তিত নন। তবে মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সৌদি যুবরাজের পাশে দাঁড়িয়ে ট্রাম্প যেসব মন্তব্য করেছেন, তা তার অতীতের আচরণের নিরিখেও বিস্ময়কর। ট্রাম্প এদিন খাশোগি হত্যাকে কেবল খাটো করেই দেখেননি, বরং যুবরাজের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন (যিনি ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেছেন)। এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, যুবরাজ দোষী কি না তা হয়তো আমরা কখনোই নিশ্চিতভাবে জানতে পারব না। কিন্তু এবার তিনি জোর দিয়ে বললেন, "প্রিন্স বিন সালমান এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না"। অতীতে ট্রাম্প রক্ষণশীলদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে খাশোগির সঙ্গে ইসলামপন্থী আন্দোলনের কথিত সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করতেন (যদিও প্রমাণ বলে খাশোগি সেই পথ ত্যাগ করেছিলেন)। কিন্তু এবার ট্রাম্প কার্যত বলেই দিলেন যে, এই সাংবাদিকের পরিণতি তার নিজের কর্মফল। খাশোগিকে "অত্যন্ত বিতর্কিত" আখ্যা দিয়ে ট্রাম্প বলেন, "তাকে আপনার পছন্দ হোক বা না হোক, এমন ঘটনা ঘটেই থাকে"।

তার এই মন্তব্যে মনে হয়েছে, হাড় কাটার করাত দিয়ে কাউকে টুকরো টুকরো করে ফেলার মতো নৃশংস ঘটনা যেন নিছকই একটি দুর্ঘটনা। সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল, যখন ট্রাম্প যুবরাজের উপস্থিতিতে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় এক সাংবাদিককে ধমক দেন। ওভাল অফিসে ট্রাম্প বলেন, "এমন প্রশ্ন করে আমাদের অতিথিকে বিব্রত করার কোনো প্রয়োজন নেই"। বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

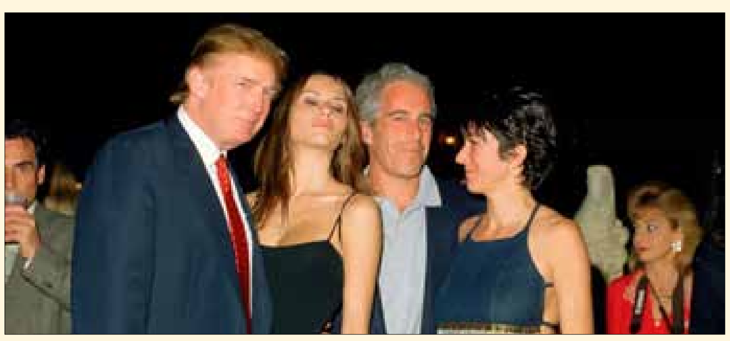

এপস্টেইনের ফাইল প্রকাশের বিলে স্বাক্ষর ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প ১৯ নভেম্বর বুধবার জানিয়েছেন, যৌন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জেফরি এপস্টেইনের ফাইল প্রকাশ করার জন্য কংগ্রেস অনুমোদিত বিলে তিনি স্বাক্ষর করেছেন।

ট্রাম্প তার সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোস্যালে লিখেছেন, "আমার নির্দেশের পর বিচার বিভাগ প্রায় ৫০ হাজার পাতার নথিপত্র কংগ্রেসকে দেবে"।

ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই ফাইল নিয়ে খবর বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘে ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা অনুমোদন, গঠন করা হবে আন্তর্জাতিক বাহিনী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও সোমালিয়াসহ পরিষদের ১৩টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। কোনো দেশই বিরোধিতা করেনি। রাশিয়া ও চীন ভোটদানে বিরত ছিলষ।

গাজা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ২০ দফা পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের করা একটি খসড়া প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ। খবর বিবিসির।

পরিকল্পনায় একটি "ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাবিলাইজেশন ফোর্স" (আইএসএফ) নামে একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠনের প্রস্তাব রয়েছে, যেখানে একাধিক নামহীন দেশ অবদান রাখার আগ্রহ দেখিয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও সোমালিয়াসহ পরিষদের ১৩টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। কোনো দেশই বিরোধিতা করেনি। রাশিয়া ও চীন ভোটদানে বিরত ছিলষ।

জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র বলেন, প্রস্তাব গ্রহণ "যুদ্ধবিরতি সুসংহত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ"।

তবে হামাস প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে জানায়, এটি ফিলিস্তিনিদের অধিকার ও দাবির প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রস্তাব পাস হওয়ার পর টেলিগ্রামে হামাস লিখেছে, পরিকল্পনাটি "গাজা উপত্যকার ওপর একটি আন্তর্জাতিক অভিভাবকত্ব চাপিয়ে দিচ্ছে, যা আমাদের জনগণ এবং তাদের দলগুলো প্রত্যাখ্যান করে"।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "আন্তর্জাতিক বাহিনীকে গাজায় দায়িত্ব পালন করানো, যার মধ্যে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিরস্ত্রীকরণও রয়েছে, তাদের নিরপেক্ষতা নষ্ট করবে এবং দখলদারের স্বার্থে বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

অ্যামেরিকার আদালতে মেটার বড় জয়

পরিচয় ডেস্ক: ২০২০ সালে অ্যামেরিকার ফেডারেল ট্রেড কমিশন মেটার বিরুদ্ধে একটি মামলা করেছিল। সেই মামলায় বলা হয়েছিল, মেটা কোনোরকম প্রতিযোগিতা এড়াতে ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ কিনেছিল। তাদের বিরুদ্ধে সরকার অ্যান্টি ট্রাস্ট কেস বা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে মামলা করেছিল।

মঙ্গলবার ওয়াশিংটনের আদালত সেই মামলা খারিজ করে দিয়েছে। মেটার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছে। কর্পোরেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মেটার জন্য এটি একটি বড় জয়। এই মামলায় হেরে গেলে ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটস্যাপ তাদের গুটিয়ে ফেলতে হতো বলেও মনে করছেন অনেকে।

ভারতের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র বিক্রি করছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ভারতকে জ্যাভেলিন ক্ষেপণাস্ত্র ও এক্সক্যালিবার প্রজেকটাইলস বিক্রি করতে সম্মত হলো যুক্তরাষ্ট্র। ডিফেন্স সিকিউরিটি কোঅপারেশন এজেন্সি(ডিএসসিএ) সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, চার কোটি ৫৭ লাখ ডলার দিয়ে জ্যাভেলিন মিসাইল সিস্টেম এবং চার কোটি ৭১ লাখ ডলার দিয়ে এক্সক্যালিবার প্রজেকটাইলস কিনবে ভারত।

ডিএসসিএ জানিয়েছে, এই প্রস্তাবিত অস্ত্র বিক্রি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও নীতি ও জাতীয় সুরক্ষার লক্ষ্য মেনে করা হচ্ছে। এর ফলে ভারত-মার্কিন কৌশলগত সম্পর্ক শক্তিশালী হবে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অংশীদার দেশের সুরক্ষা উন্নত হবে।

জিএসসিও বলেছে, ভারত একশটি এফজিএম-১৪৮ জ্যাভেলিন রাউন্ড. একটি জ্যাভেলিন এফজিএম-১৪৮ মিসাইল, ২৫টি লাইটওয়েট কম্যান্ড লঞ্চ ইউনিট কিনতে চেয়েছে। এছাড়া ভারত ২১৬টি এম৯৮২এ১ এক্সক্যালিবার ট্যাকটিক্যাল প্রজেক্টাইল কিনতে চেয়েছে। তাদের দাবি, এই অস্ত্র ভারতকে বিক্রি করা হলে ওই অঞ্চলের সামরিক ভারসাম্যে কোনো প্রভাব পড়বে না।

এক্সক্যালিবার হলো জিপিএস গাইডেড অত্যাধুনিক ১৫৫এমএম কামানের গোলা যা নিখুঁত লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত করতে পারে। এটা ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যে আঘাত করতে পারে।

জ্যাভোলিন হলো একজন বহন করতে পারে এমন একটি মাঝারি পাল্লার ট্যাংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র।

শান্তি প্রস্তাব মেনে নিতে ইউক্রেনকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেদের শান্তি প্রস্তাব গ্রহণের জন্য ইউক্রেনকে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছেন। ট্রাম্পের এমন প্রস্তাবে নিজেরা মহাসংকটে পড়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি প্রস্তাব ইউক্রেন সংঘাত সমাধানের ভিত্তি হতে পারে উল্লেখ করে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, কিয়েভ যদি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে রুশ সেনাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

গত শুক্রবার (২১ নভেম্বর) ফক্স নিউজ রেডিওকে ট্রাম্প বলেন, তাঁর মতে প্রস্তাবটি গ্রহণের জন্য কিয়েভের জন্য উপযুক্ত সময় আগামী বৃহস্পতিবার। ট্রাম্পের এই মনোভাব দুটি সূত্র আগেই বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছিল।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, শুক্রবার পরবর্তী সময়ে নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির সঙ্গে হোয়াইট হাউসে বৈঠকের সময় ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘তাঁকে (জেলেনস্কিকে) এটি পছন্দ করতেই হবে। তিনি যদি এটি (শান্তি প্রস্তাব) গ্রহণ না করেন, তাহলে জেনে রাখা ভালোড়

তাঁদের লড়াই চালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি নেই।’ ‘একটা পর্যায়ে তাঁকে (জেলেনস্কিকে) কিছু না কিছু গ্রহণ করতে হবে’ বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প।

গতকাল কিয়েভে নিজের কার্যালয়ের সামনের রাস্তা থেকে জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে জেলেনস্কি বলেন, ‘আমরা এখন ইতিহাসের এক কঠিন মুহূর্ত পার করছি। ইউক্রেনের ওপর চাপ এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। ইউক্রেন এখন এক কঠিন সিদ্ধান্তের মুখোমুখিড়আমাদের হয়তো সম্মান হারাতে হবে, অথবা তাদের (যুক্তরাষ্ট্রের) মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারকে হারাতে হবে।’

জেলেনস্কি বলেন, ‘পরিকল্পনায় যাতে অন্তত দুটি বিষয় নিয়ে কোনো আপস না হয়, তা নিয়ে আমি দিন-রাত লড়াই চালিয়ে যাব। তা হলো, ইউক্রেনের সম্মান ও স্বাধীনতা।’ এর আগে গত বৃহস্পতিবার জেলেনস্কি বলেছিলেন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ থামাতে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে তিনি প্রস্তুত আছেন।

ট্রাম্প প্রশাসনের ২৮ দফার শান্তিচুক্তি অনুসারে, ইউক্রেনকে নিজেদের পূর্ব দিকের দনবাস অঞ্চল বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

ইউক্রেনকে পুতিনের কাছে আত্মসমর্পণ করতেই কি যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রস্তাব -আল-জাজিরার এক্সপ্লেইনার

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক নানা সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া একটি নতুন কাঠামো তৈরি করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই ২৮ দফার পরিকল্পনা অনুযায়ী, কিয়েভকে (ইউক্রেনের রাজধানী) অস্ত্র এবং কিছু ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে হবে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি আজ বৃহস্পতিবার কিয়েভে মার্কিন সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করার ঠিক এক দিন আগে এ খবর প্রকাশিত হলো।

পরিকল্পনা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা জানা গেছে এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কিয়েভকে কী কী ছাড় দিতে হতে পারে, তার কিছু বিবরণ তুলে ধরা হলো।

এই পরিকল্পনা কি সরকারি প্রস্তাব

না, এটি এখন পর্যন্ত কোনো সরকারি প্রস্তাব নয়। যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রস্তাবের বিষয়ে কোনো ঘোষণা দেয়নি। এমনকি রাশিয়াও এমন কোনো শান্তি পরিকল্পনার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে।

তবে একাধিক সংবাদমাধ্যম অজ্ঞাতনামা সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে। মার্কিন ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস এবং যুক্তরাজ্যের ফিন্যান্সিয়াল টাইমস পত্রিকা গত বুধবার প্রথম এই পরিকল্পনার বিবরণ প্রকাশ করে।

রয়টার্স অজ্ঞাতনামা সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র জেলেনস্কিকে ‘ইঙ্গিত’ দিয়েছে, ইউক্রেনকে অবশ্যই এই মার্কিন পরিকল্পনা মেনে নিতে হবে, যার মধ্যে ভূখণ্ড এবং অস্ত্র সমর্পণ অন্তর্ভুক্ত থাকছে। আরেক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিনিময়ে ইউক্রেন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা গ্যারান্টি পাবে।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমস অজ্ঞাতপরিচয় এক কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, প্রস্তাবটি ‘গুরুত্বপূর্ণভাবে রাশিয়ার পক্ষে যাচ্ছে’ এবং প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের জন্য ‘খুবই সুবিধাজনক’। পত্রিকাটি আরও দাবি করেছে, শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কর্মকর্তারাই এর খসড়া তৈরির কাজ করেছেন।

তবে লন্ডনভিত্তিক চিন্তক প্রতিষ্ঠান চ্যাথাম হাউসের রাশিয়ান সামরিকবিশেষজ্ঞ কিয়ের জাইলস আলজাজিরাকে বলেন, এই প্রস্তাব হয়তো যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসেনি। তিনি এ প্রস্তাবের উত্থাপনকে ‘বাস্তবতার ভিত্তি না হয়ে একটি রুশ তথ্যযুদ্ধ’ বলে অভিহিত করেন, যা পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম আবারও সানন্দে গ্রহণ করেছে।

মার্কিন ও ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা কী বলছেন

হোয়াইট হাউস এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ‘এক্স’-এ লিখেছেন, এই যুদ্ধ অবসানের জন্য ‘উভয় পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে সম্ভাব্য ধারণাগুলোর একটি তালিকা তৈরি অব্যাহত থাকবে’ এবং স্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য ‘উভয় পক্ষকেই কঠিন হলেও প্রয়োজনীয় ছাড়ের বিষয়ে সম্মত হতে হবে’।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সঙ্গে আলোচনার সময় জেলেনস্কি কথিত এই প্রস্তাব নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে তিনি টেলিগ্রামে লিখেছেন, ‘রক্তপাত বন্ধ এবং স্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য প্রধান বিষয় হলো আমাদের সব অংশীদারের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা এবং মার্কিন নেতৃত্ব কার্যকর ও শক্তিশালী থাকা।’

পরিকল্পনার শর্তাবলি সম্পর্কে কী জানা গেছে

মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস জানিয়েছে, এই পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট। এতে ২৮টি দফা রয়েছে।

এর ফলে সামগ্রিকভাবে রাশিয়া ২০১৪ সালে দখল করা দক্ষিণ ইউক্রেনের ক্রিমিয়া এবং দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক নিয়ে গঠিত পূর্বাঞ্চলীয় দনবাস অঞ্চলের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পাবে।

ইউক্রেনকে দনবাস থেকে পুরোপুরি সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। এটি একটি সেনামুক্ত অঞ্চলে পরিণত হবে, যেখানে রাশিয়াও সেনা মোতায়েন করতে পারবে না।

এ পরিকল্পনায় ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর আকার এবং দীর্ঘ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা কমানোর ওপরও দীর্ঘমেয়াদি সীমা আরোপের কথা বলা হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

নারী সাংবাদিককে ‘শূকরছানা’ বললেন ট্রাম্প, ব্যাখ্যা দিল হোয়াইট হাউস

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়াত দণ্ডিত যৌন-অপরাধী জেফ্রি এপস্টাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করার সময় একজন নারী প্রতিবেদককে ‘পিগি’ বা ‘শূকরছানা’ বলে সম্বোধন করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ ঘটনার পর বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) হোয়াইট হাউস ট্রাম্পকে সমর্থন করে বলেছে, প্রেসিডেন্টের মন্তব্যওতার স্পষ্টবাদিতা ও স্বচ্ছতার প্রতিফলনą গত সপ্তাহে এয়ার বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়

এমবিএসের সম্মানে ট্রাম্পের নৈশভোজে হাজির মাস্ক, সম্পর্কের বরফ গলছে কি

বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তিত্ব ও টেসলা, স্পেসএক্স এবং স্টারলিংকের মতো উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক গতকাল মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমানের (এমবিএস) সঙ্গে এক নৈশভোজে যোগ দিয়েছিলেন। চলতি বছরের শুরুতে ট্রাম্পের সঙ্গে তীব্র বিরোধের পর এটি তাদের দ্বিতীয় বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের শুল্কারোপের পর যুক্তরাষ্ট্রে কমেছে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি

পরিচয় ডেস্ক: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের (২০২৫-২৬) আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মার্কিন বাজারে তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানি হয়েছে ১.৭৯ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫৩ মিলিয়ন ডলার বা ২.৮৮ শতাংশ কম।

বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানি বাজার যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানি আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে প্রায় ৩ শতাংশ কমেছে। খাত সংশ্লিষ্টরা গত আগস্টে ট্রাম্প প্রশাসন আরোপিত নতুন পাল্টা শুল্ককেই (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) এই পতনের জন্য দায়ী করছেন।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের (২০২৫-২৬) আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মার্কিন বাজারে আরএমজি রপ্তানি হয়েছে ১.৭৯ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫৩ মিলিয়ন ডলার বা ২.৮৮ শতাংশ কম। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সহ-সভাপতি মো. শাহাবুদ্দিন চৌধুরী টিবিএসকে বলেন, “মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি কমার মূল কারণ হলো, আমাদের পণ্যের ওপর নতুন ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক। এর ফলে বাজার সংকুচিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, “আমাদের ধারণা, কম চাহিদার কারণে আগামী মাসগুলোতেও ওই বাজারে রপ্তানি কমতে পারে।” দেশের অন্যতম

শীর্ষস্থানীয় পোশাক রপ্তানিকারক শাহাব আরও যোগ বলেন, “দুই সপ্তাহ আগে আমি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে প্রায় ২০টি ব্র্যান্ডের দোকান পরিদর্শন করেছি। খুব কম ক্রেতা দেখেছি। বিক্রয় কর্মীরাও জানিয়েছেন, বিক্রি কমছে।” তবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে মোট রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ২.৫৯ বিলিয়ন ডলার, যেখানে বিগত অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২.৪৬ বিলিয়ন ডলার; অর্থাৎ ৫.১৪ শতাংশের একটি সামান্য প্রবৃদ্ধি। এই প্রবৃদ্ধি মূলত জুলাই মাসের চালানে শক্তিশালী উল্লম্ফনের কারণে হয়েছে, যা ছিল ১৯ শতাংশ।

শিল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নতুন শুল্ক ৭ আগস্ট কার্যকর হওয়ার আগে অগ্রিম ক্রয়ের কারণেই এ প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে।

বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, “এই উল্লম্ফন মূলত প্রত্যাশিত শুল্কের প্রভাব পড়ার আগে অগ্রিম ক্রয়ের কারণে হয়েছে।” বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জ—যা বাংলাদেশের পোশাক খাতে টেকসই ও উদ্ভাবনী অনুশীলনকে উৎসাহিত করে—এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুবেল আরও বলেন, “পরবর্তী তিন মাসে নেতিবাচক বা দুর্বল প্রবৃদ্ধির যে প্রবণতা দেখা গেছে, তা অন্তর্নিহিত চাহিদা ও নীতিগত অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত দেয়।”

তিনি সতর্ক করে বলেন, “আগামী কয়েকটি প্রান্তিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।” তিনি আরও বলেন, “বাংলাদেশের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ হবে, এই কঠিন শুল্ক পরিবেশকে গভীরতর মূল্য *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১ বিলিয়ন ডলারের সয়াবিন আমদানির চুক্তি বাংলাদেশের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র থেকে বছরে ১ বিলিয়ন ডলারের সয়াবিন বীজ আমদানির লক্ষ্যে সম্প্রতি ইউএস সয়াবিন এক্সপোর্ট কাউন্সিলের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশের মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও ডেল্টা এগ্রো। এর অংশ হিসেবে গত বুধবার ১৯ নভেম্বরনারায়ণগঞ্জে অবস্থিত সোনারগাঁও সিডস ক্রাশিং মিলস লিমিটেড পরিদর্শন করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। কারখানাটি মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের (এমজিআই) অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। মার্কিন রাষ্ট্রদূত কারখানা প্রাঙ্গণে পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানান এমজিআইয়ের পরিচালক তানজিমা মোস্তফা ও *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বৈশ্বিক অংশীদারত্বে ২০ মিলিয়ন ডলারের লাইফলাইন, বেক্সিমকোর বন্ধ ১৫ কারখানা চালু হবে ডিসেম্বরে

পরিচয় ডেস্ক: দীর্ঘ ৯ মাস বন্ধ থাকার পর আবারও চালু হতে যাচ্ছে বেক্সিমকো টেক্সটাইলসভুক্ত ১৫টি কারখানা। এজন্য বেক্সিমকো টেক্সটাইলসের বড় ঋণদাতা রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংক, জাপানী কোম্পানি রিভাইভাল গ্রুপ ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইকোমিলির যৌথ উদ্যোগ এবং বেক্সিমকো গ্রুপের মধ্যে আগামী সপ্তাহে লিজ চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বেক্সিমকো গ্রুপের কর্মকর্তারা জানান, আগামী মঙ্গলবার চুক্তির খসড়া জনতা ব্যাংকের বোর্ডে অনুমোদনের পর এই চুক্তি স্বাক্ষর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আর শ্রম উপদেষ্টা বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি চুক্তিটি অনুমোদনের পর কারখানাগুলো চালু হবে।

প্রাথমিকভাবে রিভাইভাল ২০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে, যার যোগান দেবে ইকোমিলি। কর্মকর্তারা বলছেন, এতে ২৫ হাজারেরও বেশি শ্রমিক তাঁদের কর্মস্থলে ফিরতে পারবেন।

এর আগে বেক্সিমকো টেক্সটাইলের বন্ধ কারখানাগুলো চালু করতে এই তিন পক্ষের মধ্যে গত ৮ অক্টোবর একটি চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করে। এর মধ্যে রিভাইভাল ও ইকোমিলি মূলত প্রবাসী বাংলাদেশিদের কোম্পানি, যাদের বড় অংশই বুয়েট থেকে পাস করে যুক্তরাষ্ট্র, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করছেন।

বন্ধ হওয়ার আগপর্যন্ত জনতা ব্যাংকসহ অন্যান্য ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছে বেক্সিমকো টেক্সটাইলের ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এরমধ্যে শুধু *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ব্যবসা বড় হচ্ছে বিদেশি কোম্পানির

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বাজারে ব্যবসা করা বিদেশি (বহুজাতিক) কোম্পানিগুলো ব্যবসায়িকভাবে আরও বেশি শক্তিশালী হচ্ছে। যেখানে দেশীয় অধিকাংশ কোম্পানি ব্যবসায় হোঁচট খাচ্ছে, সেখানে বিদেশি কোম্পানিগুলোর ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি আসছে। বিশেষ করে দেশের বাজারে ব্যবসা করা বিদেশি বড় কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক পরিধিও বড় হচ্ছে। তবে, বেশ কয়েক বছর ধরে কোম্পানিগুলোকে তাদের করা মুনাফার বড় অংশই নিজ দেশে সরিয়ে নিতে দেখা গেছে। এমনকি লোকসান করা কোম্পানিও বিনিয়োগের অর্থ সরিয়ে নিচ্ছে। এতে বাংলাদেশ থেকে ওইসব বিদেশি কোম্পানির হাত ধরে বড় অঙ্কের অর্থ দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে।

৮৬ হাজার কোটি টাকার প্রভিশন ঘাটতি পূরণে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকের লাগবে ১৪৩ বছর, বলছেন বিশেষজ্ঞরা

পরিচয় ডেস্ক: সম্পদ আকারে দেশের সর্ববৃহৎ ঋণদাতা—ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল)—এখন ব্যালান্সশিটে এক বিশাল গর্তের মুখোমুখি। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকের প্রভিশন বা নিরাপত্তা সঞ্চিতির ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৮৫ হাজার ৮৮৮ কোটি টাকা। ব্যাংকটির ১৫ অক্টোবরের আবেদনের প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে এ ঘাটতি পূরণের জন্য ২০ বছরের ডেফারাল (স্থগিত) সুবিধা দিয়েছে। আবেদনের সঙ্গে আইবিবিএল একটি কর্মপরিকল্পনাও জমা দেয়, যেখানে ঘাটতি মোকাবিলায় তাদের প্রস্তাবিত পদক্ষেপ রয়েছে।

এদিকে প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ এতই বিশাল যে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে—যদি ব্যাংকটির সবচেয়ে বড় *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Queens Bangladesh Society Inc.
নবনির্বাচিত কমিটির
অভিষেক
ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা
সুধী,
আসছে আগামী ২৬শে নভেম্বর ২০২৫ রোজ বুধবার, ডাবলট্রি বাই হিলটনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক ইন্‌ক'র নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনারা সবাই স্বপরিবারে ও স্ববান্ধবে আমন্ত্রিত।
26 November
Wednesday, 2025
Time: 5:30pm
Venue:
DoubleTree by Hilton New York
LaGuardia Airport
104-04 Ditmars Boulevard, East Elmhurst, NY 11369
রেশমী মির্জা, মিমি আলাউদ্দিন ও শাহ মাহবুব
প্রধান অতিথি:
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
গ্রেন্ড স্পন্সর:
দুলাল বেহেদু
সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন
শপথ বাক্য পাঠ করাবেন
আজমল হোসেন কুনু
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
কার্যকরী পরিষদ
২০২৬-২০২৭
কাজী তোফায়েল ইসলাম
সভাপতি
শেখ মোঃ ফারুকুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
মাসুদুল হক ছানু
সিনিয়র সহ-সভাপতি
জে মোল্লা সানী
সহ সভাপতি
আবুল হোসেন
সহ-সাধারণ সম্পাদক
ওয়াহিদ কাজী (এলিন)
কোষাধ্যক্ষ
মো: আলম সরকার
সাংগঠনিক সম্পাদক
জাবেদ আহমেদ
প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক
ইসমত জাহান পলি
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
কয়েছ আহমদ
ক্রিড়া সম্পাদক
মো: আবুল হোসেন
সমাজকল্যাণ ও আপ্যায়ন সম্পাদক
ফারজানা হক
মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা
শামস্ উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য
আজিমুর রহমান (বোরহান)
কার্যকরী সদস্য
মফিজুল ইসলাম ভুঁইয়া (রুমি)
কার্যকরী সদস্য
আবুল ফজল (লিটন)
কার্যকরী সদস্য
সৈয়দ এনায়েত আলী
কার্যকরী সদস্য
তরিকুল হোসাইন বাদল
কার্যকরী সদস্য
মো: নওশাদ হায়দার
কার্যকরী সদস্য
উপদেষ্টামন্ডলী
ডা: মাসুদুর রহমান
প্রধান উপদেষ্টা
শাহ নেওয়াজ
উপদেষ্টা
জামাল আহমেদ জনি
উপদেষ্টা
গিয়াস আহমেদ
উপদেষ্টা
তোফায়েল আহমেদ চৌ:
উপদেষ্টা
মহিউদ্দিন দেওয়ান
উপদেষ্টা
দুলাল বেহেদু
উপদেষ্টা
মজিব উদ্দিন জেন্টু
উপদেষ্টা
আমন্ত্রণে
মফিজুল ইসলাম ভুঁইয়া (রুমি), আহ্বায়ক; জে মোল্লা সানী, প্রধান সমন্বয়কারী; তরিকুল হোসাইন বাদল, সদস্য সচিব; আবুল ফজল লিটন, যুগ্ম আহ্বায়ক; নওশাদ হায়দার, সমন্বয়কারী;
ফারজানা হক, যুগ্ম সদস্য সচিব; শামস্ উদ্দিন, সভাপতি; কাজী তোফায়েল ইসলাম, নব-নির্বাচিত সভাপতি; শেখ ফারুকুল ইসলাম, নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক

মতামত

আইনি আদালতের আগে জনতার আদালতেই পরাজিত শেখ হাসিনা

মাহফুজ আনাম

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) বিচারে শক্তিশালী অংশ বা দুর্বলতা কীড়সেগুলো নিয়ে আইন বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করবেন। আমাদের আলোচনার বিষয় হলো, শেখ হাসিনার রাজনৈতিক পতন এবং জনগণের, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের কাছ থেকে তিনি 'দোষী সাব্যস্ত' হয়েছে অনেক আগেড়২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সেই অভ্যুত্থানের দিনগুলোতেই।

ভবিষ্যৎ সবসময়ই অনিশ্চিত। কিন্তু বর্তমানে তার খ্যাতি ভেঙেচুরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে; তার রাজনৈতিক জীবন দাফন হয়ে গেছে অহংকার, আত্মম্ভরিতা, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও পুলিশ-প্রশাসনকে মাথায় তুলে রাখার সংস্কৃতির নিচে। হাসিনার পতনের কারণ হিসেবে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের যে ব্যাখ্যাই আওয়ামী লীগ দিক, বাস্তবতা হলো আইসিটি ঘোষিত 'মৃত্যুদণ্ড' মূলত তিনি নিজেই ডেকে এনেছিলেন রাজনৈতিক ভিন্নমতকে নিষ্ঠুরভাবে দমন, আইনের অপব্যবহার, দুর্নীতি, দলীয়করণ করে প্রশাসন পরিচালনা, ব্যাংক লুট, অর্থপাচার, স্বাধীন গণমাধ্যমকে দমন ও অনুগতদের দুর্নীতিতে প্রলুব্ধ করা এবং শেষ দিকে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য শিশুসহ অন্তত ১ হাজার ৪০০ নাগরিককে হত্যা করে। বছরের পর বছর গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড তার শাসনামলের পরিচয়চিহ্নে পরিণত হয়েছিল। হ্যাঁ, কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও বেশকিছু সামাজিক সূচকে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু গণতন্ত্র ধ্বংস করা ও অপ্রতিরোধ্য স্বৈরাচারী শাসনের কারণে সেসব কৃতিত্ব সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের কাছে হাসিনার গ্রহণযোগ্যতা একেবারে ধসে পড়ে এবং তার প্রতি ঘৃণা আকাশচুম্বী হয়ে উঠে। সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষকে হত্যা করায় জনগণের আদালতে তার 'মৃত্যুদণ্ড' ঘোষিত হয় বহু আগেই। অনেক স্বৈরশাসক ও একনায়কের তুলনায় তার শাসনামলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এতো অল্প সময়ে এত বিপুলসংখ্যক নিরস্ত্র প্রতিবাদকারীকে হত্যা করার নজির খুব কমই আছে।

হাসিনার কৃতিত্ব হলো, ২১ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকার পর দলকে পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী করতে পেরেছিলেন। প্রথম মেয়াদে বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (যা তিনি নিজেই বাস্তবায়ন করেননি) ও গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি আওয়ামী লীগের জন্য নতুন যুগের সূচনা করেছিল। কিন্তু বছর গড়িয়ে তিনি কার্যত নিজের দলকেই ধ্বংস করেনড়যেভাবে তিনি পুলিশ, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থাকেও ধ্বংস করেছেন। দলকে তিনি রূপান্তরিত করেন এক রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র থেকে চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও সহিংসতার যন্ত্রে। আদর্শের জায়গায় তোষামোদ, নীতির জায়গায় নেতার প্রশস্তি, আর জনগণের সেবা করার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথে ধাবিত হন। প্রতিটি মনোনয়ন বিক্রি করা হয়েছে, দলীয় পদোন্নতি হয়েছে ঘুষের বিনিময়ে এবং সব উন্নয়ন প্রকল্পকে মনে করত নিজেদের সম্পত্তি। আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনটি কীভাবে হত্যায় লিপ্ত এক দলে পরিণত হয়েছিল তার অকাট্য প্রমাণ হলো বুয়েট শিক্ষার্থী আবরারের ওপর ছাত্রলীগের নির্যাতন ও হত্যা।

১৯৯১ ও ২০০১ সালের নির্বাচন দুটিতে আওয়ামী লীগের পরাজয় তিনি মেনে নিতে পারেননি। তার বিশ্বাস, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ কখনোই হারে না; আওয়ামী লীগ তখনই হারে, যখন কারচুপির মাধ্যমে তাদের হারানো হয়। তিনি সেই নির্বাচনগুলোতে 'সূক্ষ্ম কারচুপি' হয়েছে দাবি তুলে ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেন। এখান থেকেই শুরু হয় তার অহংকার ও সংকীর্ণতারড়্যা থেকে তিনি সত্যকে অগ্রাহ্য এবং ভয়াবহ ভুল করতে থাকেন।

২০০৪ সালের আগস্টে প্রাণঘাতী গ্রেনেড হামলা থেকে তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেও ২৪ জন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী নিহত হন। এই হামলার তদন্ত বা বিচারের কোনো বিশ্বাসযোগ্য উদ্যোগ নেয়নি তৎকালীন বিএনপি সরকার। সেখান থেকে হয়তো হাসিনা বিশ্বাস করতে শুরু করেন, বিরোধীদলে থাকলে তিনি সবসময় ঝুঁকিতে থাকবেন এবং একবার ক্ষমতায় যেতে পারলে আর কখনো ছাড়বেন না। আমাদের দৃষ্টিতে, এখান থেকেই বাংলাদেশে গণতন্ত্রের মৃত্যু শুরু।

২০০৮ সালে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে ক্ষমতায় ফিরে ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করেন হাসিনা।

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

হাসিনার সাজার পর আওয়ামী লীগের রাজনীতির ভবিষ্যৎ কী

মহিউদ্দিন আহমদ

একটা দৃশ্যকল্পের কথা ভাবা যায়। একদা নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী প্রবল প্রতাপে দেশ শাসন করেছেন বছরের পর বছর। একটি অভ্যুত্থানে তাঁর পতন হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ ওঠে। তাঁকে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফাঁসির মঞ্চের দিকে। যেতে যেতে তিনি ভাবছেনড়কী তাঁর অপরাধ! তাঁর এই ভাবনার প্রতিফলন দেখি এক ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিংয়ের লেখায়। তাঁর 'দ্য প্যাট্রিয়ট' কবিতাটি একটি বার্তা দেয়ড়একজন দেশপ্রেমিক একদিন প্রশংসিত হলেও পরদিন তার পতন হতে পারে।

কবিতাটির একটি অংশের সরল বাংলা অনুবাদ এ রকম :

'বৃষ্টির জলে ভিজে আমি বধ্যভূমির পথে ধাবিত, শক্ত রশি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দুটো কেটে যাচ্ছে বুঝি, অনুমান করছি বুঝিবা কপাল থেকেও রক্ত ঝরছে, যার ইচ্ছা হচ্ছে সে-ই পাথর ছুড়ে মারছে আমাকে লক্ষ্য করে, এক বছরে এই আমার কর্মফল।

এমনই আমার আগমন আর নির্গমন! এমনই আমার এক বছরের কর্মের পরিণাম।'

নজরুলের একটি গানে আছে তার প্রতিধ্বনিড়'আজিকে যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়, চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।' ইতিহাসে রাজসিক উত্থান আর বিয়োগান্ত পতনের ভূরি ভূরি নজির আছে। ইতিহাস থেকে আমরা কেউ শিক্ষা নিই না।

ঢাকার 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১' সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দিয়েছেন। তিনি দেশে নেই। আছেন নয়াদিল্লিতে। ভারত সরকার তাঁকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছে। দণ্ডাদেশ মাথায় পেতে নিতে তিনি ঢাকায় আসবেন না। তিনি অডিও-ভিডিও বার্তায় বিজয়ীর বেশে ফিরে আসার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি নিজেকে এখনো নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মনে করেন। তিনি আরও মনে করেন, ষড়যন্ত্র করে তাঁকে উৎখাত করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ নামের একটি রাজনৈতিক দলের তিনি প্রধান নেতা। দলটির বয়স ৭৬ পেরিয়েছে। শেখ হাসিনা এই দলের সভাপতি প্রায় ৪৭ বছর ধরে। বিরোধী দলের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিলেন প্রায় ২৭ বছর। রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর ক্ষমতা হারালেও আলোচনার শীর্ষে আছেন এখনো। তাঁকে নিয়ে অনেক সমালোচনা থাকলেও দলের মধ্যে তিনি ঈশ্বরতুল্য। সেখানে তাঁর কোনো শরিক নেই। দেশ থেকে চলে যাওয়া বা পালানোর ১৫ মাস পরও আওয়ামী লীগ বলতে শুধু তাঁকেই বোঝায়। প্রশ্ন হলো, এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ কী?

খাদে পড়ে যাওয়ার পর আবার উঠে দাঁড়ানোর একাধিক উদাহরণ আছে দেশে-বিদেশে। আওয়ামী লীগ কি আবারও রাজনীতির মাঠ দাপিয়ে বেড়াতে পারবে? প্রশ্নটি জাগে এ কারণে যে একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিনির্ভর দলের প্রধান যখন দৃশ্যপটে নেই, তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে দল টিকবে কি না।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে এক ব্যক্তির শাসন কায়েম হয়েছিল। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধান স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান। জনতা ভালোবেসে তাঁকে বলত বঙ্গবন্ধু। জননেতা মুজিব আর শাসক মুজিবকে এক পাল্লায় মাপা যায়নি। আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও তিনি সুশাসন দিতে পারেননি। তিন বছরের মাথায় বদলে গিয়েছিল চালচিত্র। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট এক সেনা অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হলেও তাঁর দল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেনি।

শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগ আবার উঠে দাঁড়িয়েছিল। এর পেছনে তৎকালীন শাসকদের প্রশ্রয় বা অনুকম্পা ছিল। তাঁরা দলটিকে নিষিদ্ধ করেননি। ২০২৫ সালে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বর্তমান শাসকেরা এ দলটির প্রতি ততটা উদার নন, যতটা ছিলেন ১৯৭৫-পরবর্তী শাসকেরা। বিধিনিষেধ না তুলে নিলে আওয়ামী লীগের ফিরে আসার নিশ্চয়তা ক্ষীণ। প্রশ্ন হলো, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় চাপ সৃষ্টি করে দলটি আবার প্রকাশ্য হওয়ার সুযোগ তৈরি করতে পারবে কি না।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

ভাসানীর মজলুম দর্শন: কীর্তন, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার বীজ

রাফসান আহমেদ

ভাসানীর চোখ দুটি তখন দিগন্তের ওপারে দেখল। তিনি দেখছেন রক্ত। তিনি দেখছেন একটি নতুন মানচিত্র, যা জলের রঙে আঁকা। সময় একটি নদী। কিন্তু নদীর নিচের বালিতে আগুন ঘুমিয়ে আছে। মওলানা বললেন, “পূর্ব বাংলা একদিন মুক্ত হবেই। বারো বছরের মধ্যে এই দেয়াল ভাঙবে।”
১৯৫৭ সাল। রাত নামে। কিন্তু আকাশ থেকে মেঘের অশ্রু ঝরে না। কেবল ঝরে শূন্যতা। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী হাঁটছেন। পায়ের নিচে মাটি ভিজে যাচ্ছে, কিন্তু কাদা জমছে না। কাদা জমছে ইতিহাসের স্তরে স্তরে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পাশে সতর্কভাবে চলছেন, তিনি কথা বলছেন না। কেবল বাতাস গায়ে মাখিয়ে নিচ্ছেন। রাতের বাতাস, যা ১৯৫৭ সালের পুরোনো খবর বহন করছে, কিন্তু তার ভেতরেই লুকিয়ে আছে একাত্তর সালের আগুনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ।
সময় যেন একটি জানালা; মওলানা এই জানালার কাঁচের ওপার থেকে ভবিষ্যৎ দেখছেন, আর তারাশঙ্কর দেখছেন অস্তিত্বের ধুলো।
মওলানা থেমে গেলেন। তাঁর আঙুলটি উঠলো, আকাশের দিকে নয়, মাটির দিকে। আঙুলটি দীর্ঘ, যেন একটি গাছের শেকড়। সেই শেকড়টি একটি গ্রাম দেখাল। কিন্তু গ্রামে বাড়ি নেই, আছে কেবল ছায়া। ছায়ার ভেতরে কেবলই শূন্যতা। এই ছায়াগুলো যেন সদ্য চলে যাওয়া মানুষের শূন্যস্থান, যেখানে এখনও উদ্বাস্তুদের শরীরের উষ্ণতা লেগে আছে। মওলানা বললেন, “এইখানে, এইখানে রাতে সুর আসত। প্রতি রাতেই সুর নামত।”
সুরটি কী? তিনি ব্যাখ্যা করলেন না। তিনি শুধু চোখ বন্ধ করে নিলেন।
সুরটি ছিল কমলা রঙের। সুরের সঙ্গে তাল ছিল না, ছিল নৃত্য। খোল বাজত, কিন্তু তার শব্দে কোনো অভিযোগ ছিল না। করতাল হাসত, হাসিটি ছিল কাঁচের চুড়ির মতো স্বচ্ছ। হিন্দু পরিবারগুলো হাসত, তাদের হাসি ছিল জলভরা পুকুরের স্থিরতা। আলো ছিল না, কিন্তু ছিল দীপ্তি। সেই দীপ্তি, যা দুটি জলের ধারাকে এক করে দেয়, আর সেই ধারার নাম ‘কীর্তন’। মওলানা কীর্তনের নাম বললেন, কিন্তু শব্দটি উচ্চারণ করলেন ফিসফিস করে, যেন শব্দটি একটি ভাঙা কাঁচের টুকরো। তিনি নিজে একজন মওলানা। তিনি শোনেন অস্তিত্বের আওয়াজ, কিন্তু দেখেন অন্য চোখে। তিনি দেখলেন, সুর চলে গেছে। কমলা রংটি শুকিয়ে ধূসর হয়েছে। দীপ্তি ম্লান হয়ে এখন কেবল ছায়া।
মওলানা মাথা নাড়লেন। মাথা নাড়ানোটি যেন একটি পুরাতন নদীর স্রোত। “গ্রামগুলো মরে গেছে,” তিনি তারাশঙ্করকে বললেন। “প্রাণ নেই।”
প্রাণহীন একটি গ্রামের অর্থ কী? এর অর্থ হলো, মাটির গভীরে শেকড় শুকিয়ে যাওয়া। শেকড় শুকিয়ে গেলে গাছটিকে যতই সবুজ রং দেওয়া হোক না কেন, তার ভেতরে কেবল ফাঁপা কাঠ। একটি সুর যখন চলে যায়, তখন কেবল একটি সুর হারায় না; হারায় দুটি ভিন্ন বিশ্বাসের, দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেকার নীরব ভাষা। মওলানা দেখলেন, একটি সম্প্রদায় চলে গেছে। কিন্তু তাদের শূন্যতা পূরণ করেছে একটি সবুজ বিষ। সেই বিষ হলো সাম্প্রদায়িক বিভেদ, যা পাকিস্তান নামের এক ভুল স্বপ্ন বুনেছিল। এই স্বপ্ন ছিল কাঁচের মতো ভঙ্গুর, কিন্তু তার ধার ছিল খুব বেশি। মওলানা দেখলেন, কীর্তনের সুর না থাকা মানেই সাংস্কৃতিক রক্তক্ষরণ। এই রক্তক্ষরণ সরাসরি রাজনৈতিক দুর্বলতা। ঐক্য ভেঙে গেছে। শোষণ এখন আরও সহজ। শোষক জানে, মানুষের কাঁধে কাঁধ মেলা বন্ধ হলে তার কাজ সহজ হয়ে যায়। তিনি দেখলেন, পশ্চিমের শাসক শ্রেণি কেবল অর্থনীতি নয়, তারা বাংলার আত্মা চুরি করতে এসেছিল।
বাতাসে একটি ছেঁড়া কাগজ ওড়ে। সেটি কোনো রাজনৈতিক ইশতেহার নয়। সেটি হলো একটি মানুষের হাসি। হাসিটি ভাসানীর।
ভাসানীর চোখ দুটি তখন দিগন্তের ওপারে দেখল। তিনি দেখছেন রক্ত। তিনি দেখছেন একটি নতুন মানচিত্র, যা জলের রঙে আঁকা। সময় একটি নদী। কিন্তু নদীর নিচের বালিতে আগুন ঘুমিয়ে আছে। মওলানা বললেন, “পূর্ব বাংলা একদিন মুক্ত হবেই। বারো বছরের মধ্যে এই দেয়াল ভাঙবে।”
এই কথাটি তিনি বাতাসের খোলা খামে লিখে দিলেন। এবং, তারাশঙ্করের চোখের গভীরে। এই ভবিষ্যদ্বাণী কোনো দৈববাণী ছিল না; এটি ছিল তৎকালীন শোষণের চুলচেরা বিশ্লেষণ। তিনি দেখলেন, ব্রিটিশ খেদানোর পর পাকিস্তান হলো একটি চোর। যে এক হাতে অস্ত্র *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশি ডায়াস্পোরার রাজনৈতিক ভূমিকা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার

বিশ্বরাজনীতিতে ‘ডায়াস্পোরা’ অর্থাৎ প্রবাসী জনগোষ্ঠী এখন একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি। শব্দটির উৎপত্তি প্রাচীন গ্রিক ‘ডিএসপাইরেইন’ থেকে, যার অর্থ ছড়িয়ে যাওয়া বা বিচ্ছুরণ; কিন্তু এই ছড়িয়ে যাওয়া শুধু ভৌগোলিক নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে স্মৃতি, আবেগ, পরিচয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণড়রাজনৈতিক প্রভাব।
সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম সাফরান তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘ডিএসপোরাস ইন মডার্ন সোসাইটিস’এ বলেন, ডায়াস্পোরা হলো এমন জনগোষ্ঠী, যারা দেশের বাইরে থাকলেও ‘হোমল্যান্ড’ বা মাতৃভূমিকে মন থেকে কখনো আলাদা করতে পারে না। তাদের অনুভূতি, ভয়আশঙ্কা, রাজনৈতিক মূল্যবোধড়সবই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে।
এই ধারণা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় ইহুদি ডায়াস্পোরার ইতিহাসে। হাজার বছরের যাত্রায় ইহুদিরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু বিংশ শতকে ইউরোপের বহু ইহুদি, যাদের বলা হয় ‘আশকেনাজি’ড়আধুনিক প্যালেস্টাইনে এসে বসতি স্থাপন করলে নতুন এক রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি হয়।
ইতিহাসবিদ শ্লোমো স্যান্ড তাঁর আলোচিত বই দি ইনভেনশন অব টি জুইশ পিপলএ দেখান যে ইউরোপের এই ইহুদিদের একটি বড় অংশ ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে সময়ের ধারায় ধর্মান্তরিত হওয়া বা সাংস্কৃতিকভাবে পুনর্গঠিত কমিউনিটি (সম্প্রদায়)। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের স্থানীয় ইহুদি, যাদের বলা হয় ‘মিজরাহি’, তারা শত শত বছর মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সহাবস্থানে বাস করত।
ফলে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর দেখা দেয় ‘পুরোনো বনাম নতুন ইহুদি’ দ্বন্দ্ব। এই বিভাজন নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করেছেন গবেষক এলা শোহাত তাঁর প্রবন্ধ ‘দি ইনভেনশন অব দ্য মিজরাহিম’এ। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে ইউরোপীয় ইহুদিরা রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতাকেন্দ্র হয়ে ওঠে আর স্থানীয় ইহুদিরা সাংস্কৃতিকরাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক হয়ে পড়ে।
এই ভেতরের বিভাজন শুধু সামাজিক মতবিরোধ নয়; এটি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, সামরিক সিদ্ধান্ত, পররাষ্ট্রনীতিড়সবকিছুতে প্রভাব ফেলে। রাশিদ খালিদি তাঁর দ্য হানড্রেড ইয়ার্স’ ওয়ার অন প্যালেস্টিন বইয়ে দেখান, কীভাবে ইউরোপীয় ডায়াস্পোরার রাজনৈতিক ভয়আশঙ্কা ও যুদ্ধমনোভাব ইসরাইল রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।
এই উদাহরণগুলো একটি সাধারণ সত্য দেখায়, ডায়াস্পোরা কোনো রাষ্ট্রের জন্য সম্পদও হতে পারে, আবার ভুল ব্যবহারে তা রাষ্ট্রের ভেতরে গভীর বিভাজন, দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার উৎসও হতে পারে। কারণ, ডায়াস্পোরার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও মানসিকতা অনেক সময় দেশের ভেতরের বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় না।

ডায়াস্পোরার রাজনৈতিক প্রভাবের উদাহরণ

ইহুদি ডায়াস্পোরার উদাহরণ দেখায় যে দূরবর্তী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্মৃতি স্থানীয় বাস্তবতাকে ছাপিয়ে যেতে পারে। এই একই প্রশ্ন আরও তীব্রভাবে দেখা যায় আফ্রিকার বহু দেশে। ডায়াস্পোরাকে অনেক সময় উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়ড়রেমিট্যান্স, সামাজিক বিনিয়োগ, শিক্ষা বা মানবিক সহায়তার মাধ্যমে। কিন্তু গবেষণা দেখায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ডায়াস্পোরা-অর্থায়ন উল্টোভাবে সংঘাতকে দীর্ঘায়িত করেছে। পল কলিয়ার তাঁর বহুল আলোচিত বই দ্য বটম বিলিয়নএ দেখিয়েছেন, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া বা কঙ্গোর মতো দেশেবিদেশে থাকা ডায়াস্পোরা বিভিন্ন চ্যারিটি, কালচারাল ইভেন্ট বা ‘হোমটাউন অ্যাসোসিয়েশন’-এর মাধ্যমে তহবিল পাঠালেও সেই অর্থের একটি অংশ সশস্ত্র গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। কলিয়ারের ভাষায়, ‘ডায়াস্পোরা অ্যাক্টস অ্যাজ আ সোর্স অব ফাইন্যান্স ফর রেবেলিয়ন’ অর্থাৎ বিদেশে থাকা লোকেরা আবেগ, প্রতিশোধ বা জাতিগত পরিচয়ের টানে যে অর্থ পাঠায়, তা কখনো কখনো ঘরোয়া রাজনীতিকে আরও সহিংস করে তোলে।
এই একই যুক্তি পাওয়া যায় ইভ দে ওল্ডারের সম্পাদিত বই রেমিট্যান্স অ্যান্ড কনফ্লিক্ট এ। গবেষণা বলছে, আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে ডায়াস্পোরার পাঠানো অর্থ স্থানীয় বাস্তবতা থেকে অনেক দূরের ‘কল্পিত রাজনীতি’ (ইমাজিনেড পলিটিকস)এর ওপর ভিত্তি করে ব্যয় হয়, যেখানে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047

M AZIZ

CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlem Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-564-2061

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

KARNAFULLY HOME CARE LLC

KARNAFULLY HOME CARE

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

সকালে উঠে গরম পানি পান করলে যেসব উপকার পাওয়া যায়

পরিচয় ডেস্ক: শরীরের ব্যথা কমাতে গরম পানি শরীরের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। গরম পানির উষ্ণতা শরীরের ব্যথা স্থানে রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে দেয়। ফলে সেখানে ব্যথা কমাতে এবং সেই স্থান ঠিক হতে সাহায্য করে। এছাড়া, হাড়ের গাঁটে ব্যথা কমাতেও গরম পানি ব্যবহার হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন, শরীরকে তরতাজা রাখতে ঈষদুষ্ণ গরম পানি খাওয়ার জুড়ি মেলা ভার। ঠাণ্ডায় গলা সুস্থ রাখতে, কিংবা হজমের গোলমাল বা উচ্চরক্তচাপের ক্ষেত্রেও কার্যকরী ঈষদুষ্ণ গরম পানি।

সকালে খালি পেটে ঈষদুষ্ণ গরম পানি খাওয়ার একাধিক উপকারিতা রয়েছে। সেগুলো দেখে নেওয়া যাক। একাধিক উপকারিতা থাকার ফলে গরম পানি খাওয়ার অভ্যাসকে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস হিসাবেই ধরা হয়।

চুলের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে : চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও গরম পানি উপকারী। গরম পানি চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে দেয়। ফলে চুল উৎপাদন করতে এবং চুলের স্বাস্থ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

দাঁতের স্বাস্থ্য ভালো রাখে : দাঁতের স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও গরম পানি পান করা অত্যন্ত উপকারী। দাঁতের যন্ত্রণায় গরম পানি পান করলে সাময়িক আরাম পাওয়া যায়। এছাড়া, দাঁতের ওপরে জমা নোংরা পরিষ্কার করতে এবং দাঁতের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে গরম পানি।

ঘুম ভালো হয় : ঘুমানোর আগে গরম পানি পান করলে ঘুম ভালো হয়। এছাড়া, শরীরের সর্দি-কাশি সারাতেও সাহায্য করে।

বদহজমে কার্যকরী : বদহজমে গরম পানি পান ভীষণ কার্যকরী। গরম পানি শরীরের গ্যাসের সমস্যা এবং অন্যান্য পেটের গোলমালে দারুণ কার্যকর।

প্রতিদিন একটি কমলা খেলে যে উপকার

পরিচয় ডেস্ক: কমলায় রয়েছে পুষ্টির ভাণ্ডার। বিজ্ঞান নিশ্চিত করেছে যে কমলা শরীরের প্রায় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপকার করতে পারে। প্রতিদিন একটি কমলা খাওয়ার মতো সহজ অভ্যাস আমাদের স্বাস্থ্যের অনেক দিককে স্পর্শ করতে পারে। সামগ্রিক স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ঘুম এবং ব্যায়ামের সঙ্গে এই অভ্যাস বজায় রাখলে পুষ্টির একটি শক্তিশালী প্যাকেজ পাওয়া যেতে পারে। প্রতিদিন একটি করে কমলা খাওয়ার কিছু উপকারিতা সম্পর্কে চলুন জেনে নেওয়া যাক:

উজ্জ্বল এবং সুস্থ ত্বক

গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা বেশি ভিটামিন সি গ্রহণ করেন তাদের ক্ষেত্রে যারা কম খান তাদের তুলনায় বলিরেখা এবং শুষ্কতা কম থাকে। কমলায় ভরপুর থাকে ভিটামিন সি, যা ত্বকের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মধ্যে একটি। মাত্র একটি মাঝারি মাপের কমলায় দৈনিক ভিটামিন সি চাহিদার ৯০% এরও বেশি সরবরাহ করে। এই ভিটামিন কোলাজেন গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা ত্বককে দৃঢ়, মসৃণ এবং স্থিতিস্থাপক রাখে। এছাড়াও এই ফল ক্যারোটিনয়েড সমৃদ্ধ। যে কারণে নিয়মিত কমলা খেলে তা ত্বকের উজ্জ্বলতা উন্নত করে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

উন্নত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং নিরাময়

শ্বেত রক্তকণিকা উৎপাদনের জন্য ভিটামিন সি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোষগুলোর কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য, রোগজীবাণু সনাক্ত করতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সময় সুস্থ টিস্যুকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য ভিটামিন সি-এর উপর নির্ভর করে। ঘওঐ-এর গবেষণায় দেখা গেছে যে, ভিটামিন সি রোগ

শীতকালে ফুসফুস ভালো রাখবে যে পানীয়

পরিচয় ডেস্ক: শীতকাল এলেই দূষণের পরিমাণ বেড়ে যায়। সূক্ষ্ম কণা (চগ২.৫) এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে, যা কাশি, শ্বাসকষ্ট এবং দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসযন্ত্রের ক্ষতির কারণ হয়। এই পরিবেশগত সংকটের মধ্যে অনেকেই ঐতিহ্যবাহী অনুশীলনগুলো ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন, যা একসময় ফুসফুসের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে বেছে নেওয়া হতো। এরকম একটি সহজ এবং সহজলভ্য প্রতিকার হলো গরম পানিতে গুড় মিশিয়ে খাওয়া। এই পানীয় শরীরের পরিষ্কারক প্রক্রিয়াগুলোকে প্রাকৃতিকভাবে সহায়তা করে।

গুড় কেন ফুসফুসের জন্য উপকারী

গুড় হলো আখের রস থেকে উৎপাদিত অপরিশোধিত চিনি। এটি আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ট্রেস অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মতো বিভিন্ন খনিজ পদার্থ ধরে রাখে যা বিপাক এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সমর্থনে ভূমিকা পালন করে। রক্ত পরিশোধন, গলার জ্বালা কমানো এবং শ্বাস নালী থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেওয়ার জন্য গুড় দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হালকা গরম পানির সঙ্গে মিশিয়ে খেলে এটি হালকা কফনাশক হিসেবে কাজ করে, শ্বাসনালী থেকে শ্লেষ্মা আলগা এবং নির্গমনে সহায়তা করে, বিশেষ করে দূষণ বা ধোঁয়ার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের জন্য উপকারী। তাই নিয়মিত এই পানীয় পান করলে উপকারিতা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

আধুনিক পুষ্টি গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, গুড় শরীরের মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়া হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্বাসযন্ত্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা ফুসফুস থেকে দূষণকারী, ধুলো এবং অ্যালার্জেন আটকে রাখতে এবং অপসারণ করতে সহায়তা করে। শ্লেষ্মা গঠন বৃদ্ধি করে এবং লিম্ফ্যাটিক চলাচলে সহায়তা করে, গুড় শ্বাস-প্রশ্বাসের জ্বালা দূর করার জন্য শরীরের ক্ষমতা বাড়ায়।

অনন্য স্বাদে টইটুম্বুর স্ট্রবেরি, রয়েছে ৬ স্বাস্থ্যগুণ

পরিচয় ডেস্ক: স্ট্রবেরি শুধু স্বাদেই নয়, পুষ্টিগুণ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ হওয়ায় স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। ২০১৯ সালে নিউট্রিয়েন্টস জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বলা হয়, তাজা ও হিমায়িত
দু'ধরনেই স্ট্রবেরি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি চাহিদাসম্পন্ন। স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট ইটিং ওয়েলড়এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে স্ট্রবেরির উপকারিতা, প্রতিদিন খেলে শরীরে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে এবং সম্ভাব্য কিছু ঝুঁকি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রদাহ কমাতে সহায়ক : স্ট্রবেরিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিনসি, যা প্রাকৃতিকভাবে প্রদাহ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। ২০২১ সালে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় দেখা যায়, স্ট্রবেরির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রদাহজনিত রোগড়যেমন হৃদ্‌রোগ ও ডায়াবেটিসড় প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে। পুষ্টিবিদ ব্রিটানি লুবেক জানান, স্ট্রবেরিতে ভিটামিনসি, ফ্ল্যাভোনয়েড ও ফেনোলিক অ্যাসিডসহ উচ্চমাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা শরীরে মোট অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মাত্রা বাড়াতে সহায়তা করে।

হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে : স্ট্রবেরিতে থাকা অ্যান্থোসায়ানিনসহ বিভিন্ন হৃদ্‌স্বাস্থ্যবান্ধব উপাদান রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। ড. লুবেক জানান, গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে যে নিয়মিত স্ট্রবেরি খাওয়া রক্তের লিপিড ও সিস্টোলিক প্রেসার কমাতে সহায়তা করতে পারে, যা হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি হ্রাস করে।

মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়ক : ২০২২ সালে সায়েন্টিফিক রিপোর্টসুএ প্রকাশিত এক পর্যালোচনায় বলা হয়, স্ট্রবেরিতে থাকা পলিফেনলস মস্তিষ্কের কোষকে সুরক্ষা দেয়, বয়স বাড়ার সাথে সাথে জ্ঞানীয় ক্ষমতা ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং মানসিক সতর্কতা বাড়ায়।

হজমশক্তি উন্নত করে : স্ট্রবেরিতে থাকা উচ্চমাত্রার খাদ্যআঁশ হজম প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে এবং অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এই তথ্য ২০২০ সালে নিউট্রিয়েন্টসড়এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়।

রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা : বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, স্ট্রবেরি ইনসুলিন প্রতিক্রিয়া কমাতে এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স উন্নত করতে পারে।
এর আঁশ শর্করার শোষণ ধীর করে, ফলে রক্তে গ্লুকোজ দ্রুত বেড়ে যায় না। ড. লুবেক জানান, স্ট্রবেরির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম, তাই এটি রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বাড়ায় না।

যেসব সবজি খেলে নিয়ন্ত্রণে থাকবে কোলেস্টেরল

পরিচয় ডেস্ক: কোলেস্টেরল বাড়লে রক্ষা নেই। কারণ কোলেস্টেরল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে নানা জটিল রোগ। আর এ থেকেই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে কোলেস্টেরল ধরা পড়লেই ভেঙে পড়ার কিছু নেই। কারণ কোনো ওষুধ ছাড়াই আপনি স্বাভাবিক খাবারের মাধ্যমে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন।

আর সেটি কার্যকরী ভূমিকা রাখে কিছু বিশেষ সবজি। যে সবজিগুলো ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ফাইটোস্টেরল, ভিটামিন ও খনিজড় কোলেস্টেরল শরীর থেকে বের করতে সাহায্য করে। খারাপ কোলেস্টেরল কমিয়ে ভালো কোলেস্টেরল বাড়ায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোন কোন সবজি খেলে আপনার কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকবেড়

পালংশাক : আপনার শরীরের জন্য শাকের মধ্যে পালংশাকই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখে। কারণ পালংশাকে রয়েছে লুটেইন, ফাইবার, ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'সি' ও ভিটামিন 'কে', যা এলডিএল কমাতে সাহায্য করে। আর পালংশাকে আছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা রক্তনালিকে পরিষ্কার করে এবং প্লাক জমতে দেয় না। সালাদ, স্যুপ বা ভাজাড়সবরকম ভাবেই খাওয়া যায় পালংশাক।

টমেটো : টমেটো কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। কারণ টমেটোতে রয়েছে লাইকোপিন নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে বিশেষ কার্যকর। প্রতিদিন টমেটো সালাদ বা রান্না করা অবস্থায় খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে থাকে ।

বাঁধাকপি : বাঁধাকপি একটি ক্রুসিফেরাস সবজি। এতে রয়েছে সালফার যৌগ, ফাইবার ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এসব কোলেস্টেরল শোষণ রোধ করে তা শরীর থেকে বের করে দেয়। কম তেলে রান্না বা সালাদে কাঁচা খেলে আরও বেশি উপকার পাওয়া যায়।

প্রতিদিন হাঁটার অভ্যাস করলে শরীরে যে পরিবর্তন ঘটে

পরিচয় ডেস্ক: ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকতে নিয়ম মানা বেশ কঠিন হয়ে যায়। অনেকে তাই নিয়মিত হাঁটেন, আবার স্মার্টওয়াচ বা অ্যাপ ব্যবহার করে প্রতিদিন ১০ হাজার কদম হাঁটার লক্ষ্যও ঠিক করে নেন। কিন্তু সত্যিই কি ১০ হাজার কদম বাধ্যতামূলক? বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে হাঁটার ভূমিকা কতটাড়এ প্রশ্ন অনেকেরই। বিশ্বজুড়ে উচ্চ রক্তচাপ এখন নীরব ঘাতকে পরিণত হয়েছে। ওষুধের পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনের ছোট পরিবর্তনেই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বড় সুফল পাওয়া যায়, আর এই পরিবর্তনের সবচেয়ে সহজ ধাপ হলো প্রতিদিন একটু সময় হাঁটা।

কার্ডিওলজিস্টদের মতে, আপনি ৩ হাজার বা ১০ হাজারড়যত কদমই হাঁটুন না কেন, মূল বিষয় হলো হাঁটার অভ্যাস বজায় রাখা। হাঁটা হৃদযন্ত্রকে মজবুত করে, রক্তনালিকে নমনীয় রাখে, মানসিক চাপ কমায়, ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এখন দেখা যাক, প্রতিদিন হাঁটা কীভাবে রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

হাঁটা রক্তচাপ কমাতে কেন উপকারী?

১. হৃদযন্ত্রকে শক্তিশালী করে : হাঁটা একটি উৎকৃষ্ট অ্যারোবিক ব্যায়াম, যা হার্টের পেশি শক্তিশালী করে এবং কম পরিশ্রমে বেশি রক্ত পাম্প করতে সহায়তা করে। এতে ধমনির ওপর চাপ কম পড়ে এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। ডা. রায়ান ক্যাপলের মতে, হৃদযন্ত্র যত দক্ষভাবে কাজ করবে, রক্তচাপ তত কমবে।

২. রক্তনালির স্বাস্থ্যের উন্নতি : নিয়মিত হাঁটার ফলে রক্তনালিতে নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা বাড়ে, যা ধমনিকে শিথিল করে। এর ফলে রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক থাকে এবং রক্তচাপ কমে। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, হাঁটা ধমনির শক্তভাব কমিয়ে দেয় এবং সেগুলো আরও নমনীয় হয়।

রান্নাবান্না

আইড় মাছ ভুনা

পরিচয় ডেস্ক: গরম ভাতের সঙ্গে মাছের কোনো পদ হলে জমে বেশ। আর তা যদি হয় সুস্বাদু আইড় মাছ, তাহলে তো কথাই নেই। আইড় মাছ দিয়ে ঝোল কিংবা কালিয়া তৈরি করে খেতে পছন্দ করেন অনেকে। তবে এর ভুনাও কিন্তু খেতে বেশ সুস্বাদু। আবার এটি রান্না করাও বেশ সহজ।

তৈরি করতে যা লাগবে: আইড় মাছ- ১ কেজি, পেঁয়াজ কুচি- ১ কাপ, রসুন বাটা- ১ টেবিল চামচ, জিরা, গুঁড়া- ১ চা চামচ, ধনিয়া পাতা- পরিমাণমতো, কাঁচা মরিচ- ৫-৬টি, হলুদের গুঁড়া- ১ চা চামচ, মরিচের গুঁড়া- ২ চা চামচ বা স্বাদ অনুযায়ী, তেল- পরিমাণমতো, লবণ- লবণ স্বাদমতো, পানি- প্রয়োজন অনুযায়ী।

যেভাবে তৈরি করবেন: মাছ ভেজে তুলে রাখুন। পেঁয়াজ কুচি ভেজে তাতে একে একে রসুন, জিরা, হলুদ, মরিচের গুঁড়া দিয়ে কষিয়ে নিন। অল্প পানি দিয়ে কষিয়ে মাছ দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন। এরপর পানি দিয়ে ঢেকে দিন এবং ঝোল কমে এলে তাতে ধনিয়া পাতা দিয়ে নামিয়ে নিন। এবার গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

বিফ কিমা আলু

পরিচয় ডেস্ক: গরুর মাংসের কিমা দিয়ে তৈরি করা যায় অনেক ধরনের খাবার। বিশেষ করে বিভিন্ন পদের কাবাব তৈরিতে ব্যবহার করা হয় মাংসের কিমা। আবার আপনি চাইলে বিফ কিমা আর আলু দিয়েও রান্না করে নিতে পারেন দুর্দান্ত স্বাদের এক পদ। নাম তার বিফ কিমা আলু। এটি রান্না করাও বেশ সহজ।

তৈরি করতে যা লাগবে: বিফ কিমা- ২৫০ গ্রাম, কিউব করে কাটা আলু- ২টি, কিউব করে কাটা টমেটো- ১টি, পেঁয়াজ কুচি- ২টি, গরম মসলা গুঁড়া- ১ চা চামচ, লবণ- পরিমাণমতো, হলুদ- ১ চা চামচ, মরিচের গুঁড়া- ১ চা চামচ, জিরা গুঁড়া- ১ চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া- ২ চামচ, তেজপাতা- ২টি, টমেটো সস- ১ চা চামচ, চিলি সস- ১ চা চামচ, সয়াবিন তেল- পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন: প্রেসার কুকার চুলায় বসিয়ে তাতে সয়াবিন তেল গরম করে নিন। এবার তাতে পেঁয়াজ কুচি ও তেজপাতা দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। এবার তাতে কিমা দিয়ে সব মসলা দিয়ে দিন। ভালো করে কষিয়ে নিয়ে অল্প পানি দিয়ে একটি সিটি দিয়ে নিন। এরপর ঢাকনা খুলে তাতে আলু দিয়ে ভালো আবার ও কষিয়ে নিয়ে টমেটো কুচি ও হট টমেটো সস, কাঁচা মরিচ এর সস ও গরম মসলা গুঁড়া দিন। ভালো করে কষিয়ে নিয়ে পানি দিয়ে অপেক্ষা করুন সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে গরম ভাত, পোলও, রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

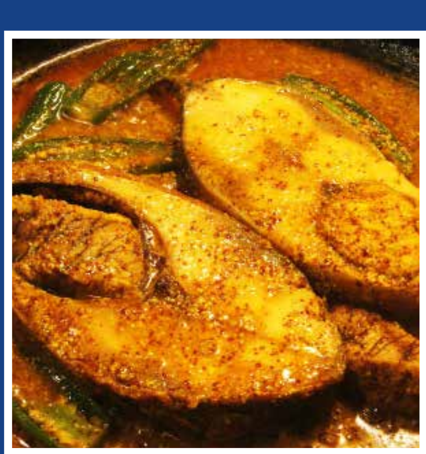

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

কই মাছের কালিয়া

পরিচয় ডেস্ক: গরম ভাতের সঙ্গে কই মাছ হলে আর কী চাই! খুব সহজ উপায়ে অল্প সময়েই রাঁধতে পারবেন কই মাছের কালিয়া। এটি পরিবেশন করা যাবে পোলাও কিংবা খিচুড়ির সঙ্গেও। বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এলে আপ্যায়নের জন্য ঝটপট রাঁধতে পারেন এই পদ।

তৈরি করতে যা লাগবে: মাছ- ৭-৮টি শুকনা মরিচ গুঁড়া- আধা চা চামচ, হলুদ গুঁড়া- ১ চা চামচ, টক দই- ১ টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়া- আধা চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা- ১ টেবিল চামচ, গরম মশলা গুঁড়া- সামান্য, ঘি- আধা চামচ, সয়াবিন তেল- ৪ টেবিল চামচ, লবণ- স্বাদমতো, আস্ত কাঁচা মরিচ ৪-৫টি।

যেভাবে তৈরি করবেন : কই মাছ কেটে ভালো করে ধুয়ে নিন। এরপর তাতে হলুদ ও লবণ মাখিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে তাতে মাছগুলো হালকা ভেজে নিন। এবার মাছ তুলে রাখুন। কড়াইতে তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভেজে নিন। পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধ দূর হলে তাতে গরম মসলা বাদে বাকি সব মসলা দিয়ে দিন। কষানো হয়ে গেলে পরিমাণমতো পানি দিয়ে ফুটতে দিন। ফুটে উঠলে তাতে ভাজা মাছগুলো দিয়ে দিন। ঝোল টেনে মাছ সেদ্ধ হয়ে গেলে উপরে গরম মসলা ও ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

শোল মাছের দোপেঁয়াজা

পরিচয় ডেস্ক: দেশি মাছগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শোল মাছ। বিশেষ করে শীতের সময়ে এই মাছ বেশি খাওয়া হয়। শোল মাছের ঝোল কিংবা লাউ দিয়ে শোল মাছ খেতে পছন্দ করেন অনেকে। তবে আপনি চাইলে রাঁধতে পারেন শোল মাছের দোপেঁয়াজা। গরম ভাতের সঙ্গে এই পদ হলে জমবে বেশ।

তৈরি করতে যা লাগবে : শোল মাছের টুকরা- আধা কেজি, পেঁয়াজ মোটা করে কাটা- ১ কাপ, তেজপাতা- ১টি, লবণ- স্বাদ অনুযায়ী, আদা বাটা- আধা চা চামচ, রসুন বাটা- ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া- ২ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া- ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ- ৭-৮টি ফালি করা, তেল ও পানি- পরিমাণমতো, ধনেপাতা কুচি- ২ টেবিল চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন : প্রথমে মাছ কুটে নিন। এরপর ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। পানি ঝরিয়ে রাখুন। মাছের সঙ্গে অর্ধেক বাটা ও গুঁড়া মসলা এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ মাখিয়ে মিনিট দশেক রাখুন। তেল গরম করে মাছগুলো ভেজে নিন। কড়াইয়ে বাকি তেল গরম করে পেঁয়াজ, তেজপাতা এবং কাঁচা মরিচ দিয়ে ভাজতে থাকুন। পেঁয়াজ ভাজা হলে তাতে বাকি সব বাটা, গুঁড়া মসলা, স্বাদ অনুযায়ী লবণ এবং পরিমাণমতো পানি দিয়ে মসলা ভালো করে কষিয়ে নিন। পানি শুকিয়ে তেল ওপরে উঠলে মাছ দিন। অল্প পানি এবং কাঁচামরিচ ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। মাছ বেশ ভাজা ভাজা হলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

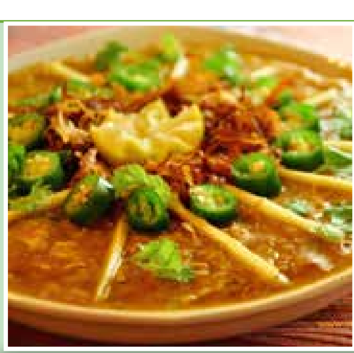
ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

G HALAL
Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE
Grade 7
SHSAT
UP TO
$200 OFF
KHAN'S SIGNATURE SHSAT
Sale ends Sunday November 16th, 2025
Digital & In-Person At 8 Locations!
SHSAT Group Class
• Saturdays or Sundays
• Fundamentals
Specialized HS Test
• Stuyvesant
• Bronx Science
• Brooklyn Tech
4,862+
Students Accepted Over 30 Years!
Stuyvesant HS
Bronx Science
Brooklyn Tech
Affordable. Proven. Trusted.
Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

বৈশ্বিক অংশীদারত্বে ২০ মিলিয়ন

১২ পৃষ্ঠার পর

জনতা ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকা। সব ঋণ এখনো শ্রেণিকৃত ঋণ হিসেবে রয়েছে।

চূড়ান্ত চুক্তির খসড়া অনুযায়ী, বেক্সিমকো টেক্সটাইলের ১৫টি কারখানার বকেয়া ঋণের কোন দায়ভার নেবে না রিভাইভাল। আর কারখানাগুলো চালু করতে নতুন করে কোন ঋণ সুবিধা দেবে না জনতা ব্যাংক। বন্ধ কারখানা চালু করতে যে পরিমাণ চলতি মূলধন লাগবে, তার জোগান দেবে রিভাইভাল এবং কারখানাগুলোতে উৎপাদিত পোশাক ও ফেব্রিক রপ্তানি আয়ের ১.৫% থেকে ২.৫% সার্ভিজ চার্জ হিসেবে নেবে কোম্পানিটি।

প্রাথমিকভাবে ২ বছর ৪ মাসের জন্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে পক্ষগুলো, পরবর্তীতে এর মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ থাকছে চুক্তিতে।

রপ্তানি আয়ের বাকি অংশ থেকে শ্রমিকদের মজুরি, ট্যাক্সসহ সব ধরণের পরিচালন ব্যয় মেটানোর পর যে নিট মুনাফা হবে, তা পাবে জনতা ব্যাংক। ব্যাংকটি এই অর্থ দিয়ে বেক্সিমকো টেক্সটাইলের কাছে পুরনো ঋণ সমন্বয় করার পাশাপাশি কারখানাগুলো বন্ধ করার সময় তাদের দেনা-পাওনা পরিশোধ করতে সরকার যে ৫৮৫ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে, তাও পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করবে জনতা ব্যাংক।

কারখানা চালুর পর রপ্তানি থেকে যে মুনাফা হবে, সেখান থেকে কোন টাকা পাবে না বেক্সিমকো গ্রুপ। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষবিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন টিবিএসকে বলেন, বেক্সিমকো টেক্সটাইলসভুক্ত কারখানাগুলো চালুর বিষয়ে মূলত কাজ করেছে শ্রম মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক। রিভাইভালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা হুদা মোহাম্মদ ফয়সাল বলেন,ওএটা শুধু কারখানা চালু করা নয়ড়হাজারো পরিবারের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ। প্রতিটি ফিরে আসা চাকরি নতুন করে আস্থা এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলবেঽ

ইকোমিলির প্রেসিডেন্ট ড. ফারহান এস. করিম বলেন,ওএটি ব্রেইন ড্রেইনের গল্প নয়ড়এটি ব্রেইন গেইনের গল্প। প্রবাসীদের দক্ষতা কীভাবে দেশের শিল্পখাতকে শক্তিশালী করে এটি তারও উদাহরণ। আমরা একসঙ্গে মানুষের জীবিকা ফেরানোর পাশাপাশি দেশের শিল্পখাতকে নতুন প্রাণ দিতে চাইঽ

বেক্সিমকো লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওসমান কায়সার চৌধুরী বলেন,ওসরকারের নির্দেশে বন্ধ হওয়ার আগপর্যন্ত আমাদের টেক্সটাইল বিভাগ সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ চালিয়ে গেছে। ৪২ হাজার কর্মী ও কর্মকর্তার চাকরি ও রপ্তানি রক্ষা করা ছিল আমাদের প্রধান দায়িত্ব। আর্থিক সংকটের মধ্যেও আমরা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিগুলো সচল রেখেছি যাতে যেকোনো মুহূর্তে কারখানা চালু করা যায়। রিভাইভালের উদ্যোগে সেটি এখন সম্ভব হচ্ছেঽ

৫ আগস্টের পর বেক্সিমকোর সংকট

গত বছরের ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর অক্টোবর থেকেই বেতন-ভাতা বকেয়া পরে বেক্সিমকো টেক্সটাইলসের কারখানাগুলোর। অন্তর্বর্তী সরকারও ব্যাপক আইনি পদক্ষেপ নেয়ড়যার মধ্যে ছিল ব্যাংক হিসাব জব্দ, সম্পদ বাজেয়াপ্ত, অর্থপাচার ও ঋণ খেলাপি মামলার কার্যক্রম। শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে গত ফেব্রুয়ারিতে শ্রমিকদের দেনা-পাওনা সরকারের পক্ষ থেকে পরিশোধ করে দিয়ে কারখানাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওই সময় অর্থ মন্ত্রণালয় ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের তহবিল থেকে বেক্সিমকোর নামে ৫৮৫ কোটি টাকা সুদবিহীন ঋণ দেয় সরকার। বেক্সিমকো টেক্সটাইলসভুক্ত মোট কারখানার সংখ্যা ৩১টি। এর মধ্যে বেক্সিমকো লিমিটেড পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত। বন্ধ হওয়ার আগে ১৫টি কারাখানা চালু ছিল বলে জানিয়েছেন বেক্সিমকোর কর্মকর্তারা। নতুন চুক্তিটি চুক্তিটি স্বাক্ষরের পর এসব কারখানা আবারো চালু করা হবে।

বেক্সিমকো লিমিটেডের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৮৯৮.২৮ কোটি টাকা। এই কোম্পানিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারিখাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের মোট শেয়ারের হার ৭.৮৯ শতাংশ। বেক্সিমকো লিমিটেড বাদে অন্য ১৪টি কারখানার মধ্যে শুধু ইন্টারন্যাশনাল নিটওয়্যার এন্ড অ্যাপারেলস লিমিটেডে সালমান এফ রহমানের মালিকানা রয়েছে বলে জানা গেছে। অন্য কোন কারখানায় তার কোন মালিকানা নেই বলে নিশ্চিত করেছেন বেক্সিমকো টেক্সটাইলসের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

ও২০২৫ সালের ডিসেম্বরেই পুনরায় উৎপাদন শুরুর লক্ষ্যঽ

শ্রম মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে টিবিএসকে বলেন, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, প্রথম ধাপে রিভাইভাল ও ইকোমিলি ২০ মিলিয়ন ডলার ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সহায়তা দেবে এবং প্রয়োজনে তা ১০০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বাড়ানো হবে। রিভাইভাল ও ইকোমিলির শীর্ষ কর্মকর্তারা নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকায় এসে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে উৎপাদন শুরু হলে বেক্সিমকো টেক্সটাইলের কারখানাগুলোতে ২৫ হাজারের বেশি শ্রমিক আবার কাজে ফিরতে পারবে বলে জানান তিনি। রিভাইভাল আশা করছে, ২০২৭ সালের মধ্যে বছরে ৫০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে পারবে, যা বকেয়া ঋণ পরিশোধ এবং শিল্পটির দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

তিনি জানান, বেক্সিমকোর পুরোনো কোনো ঋণের দায়ভার নেবে না রিভাইভাল। বেক্সিমকোর ঋণ আপাতত ব্লক অ্যাকাউন্টে রাখবে জনতা ব্যাংক, যাতে আর বাড়তি সুদ যুক্ত না হয়। মঙ্গলবার জনতা ব্যাংকের বোর্ডে একই সঙ্গে চুক্তির খসড়া ও বেক্সিমকো ঋণ ব্লক অ্যাকাউন্টে রাখার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হবে।

ওই কর্মকর্তা বলেন,ওবেক্সিমকো টেক্সটাইল চালু করার কথা সরকার বিবেচনা করেছে, কারণ এই গ্রুপটির কারখানাগুলোতে উন্নতমানের মেশিন রয়েছে। পাশাপাশি তাদের রয়েছে বৈশ্বিক ক্রেতাও। ফলে কর্মসংস্থান ধরে রাখতে সরকার তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি চালু করার উদ্যোগ নেয়। তারই অংশ হিসেবে জাপানি কোম্পানি রিভাইভালের সাথে আলোচনা করা হয়।

ওলিজ চুক্তির মাধ্যমে বেক্সিমকো টেক্সটাইলের কারখানাগুলো পুনরায় চালু করার বিষয়টি সমন্বয় করছে শ্রম মন্ত্রণালয়, যা গত ২২ জুলাই শ্রম মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় অনুমোদন করা হয়। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), রিভাইভাল প্রজেক্ট লিমিটেড ও বেক্সিমকো টেক্সটাইলের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন্‌- তিনি যোগ করেন।

বেক্সিমকো গ্রুপের একজন ঊধর্বতন কর্মকর্তা টিবিএসকে জানান, গত ফেব্রুয়ারিতে কারখানাগুলো বন্ধ হওয়ার আগে বেক্সিমকো যেসব বিদেশি ক্রেতার কাছে পোশাক রপ্তানি করতো, সেসব ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কাছে রপ্তানি করা হলে রিভাইভাল সার্ভিজ চার্জ হিসেবে মোট রপ্তানি মূল্যের ১.৫ শতাংশ কমিশন পাবে। তবে রিভাইভাল নতুন কোন ব্রান্ডের কাছে রপ্তানি করতে পারলে, সেক্ষেত্রে তাদের সার্ভিস চার্জের পরিমাণ বেড়ে ২.৫ শতাংশ হবে।

শ্রম মন্ত্রণালয় হিসাব করে দেখেছে যে, পোশাক বা টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর-ভ্যাট, ঋণের সুদসহ সব ধরণের পরিচালন ব্যয় বাদ দিয়ে ৪.৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ নিট মুনাফা করে থাকে।

কারখানা চালুর পাশাপাশি রিভাইভাল বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও ফ্যাশন খাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন আনতে চায় রিভাইভাল। তারা বেক্সিমকোর আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে আবার সংযোগ স্থাপন করবে এবং নতুন বৈশ্বিক অংশীদারও যুক্ত করবে। শুধু কম খরচে পোশাক উৎপাদন নয়, বরং বাংলাদেশকে সৃজনশীলতা ও ব্র্যান্ড উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই তাদের লক্ষ্য।

রিভাইভালের দর্শনড়ওস্থানীয় ডিজাইন, বৈশ্বিক বাজারঽ (লোকালি ডিজাইন, সেল গ্লোবালি)ড়বাংলাদেশি পণ্যে নতুন উচ্চমান যুক্ত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছে। - টিবিএস

সেনাকুঞ্জে খালেদা জিয়া, প্রধান

৯ পৃষ্ঠার পর

মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে প্রধান উপদেষ্টা বিএনপি চেয়ারপারসনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তারা কয়েক মিনিট কথা বলেন। সন্ধ্যা ৫টা ২৭ মিনিটের দিকে চেয়ারপারসনকে বিদায় জানান সেনাপ্রধান।

সেনাকুঞ্জে অনুষ্ঠিত আয়োজনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ স্থায়ী কমিটির অন্য সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

৮৬ হাজার কোটি টাকার প্রভিশন

১২ পৃষ্ঠার পর

ঋণগ্রহীতা, বিশেষ করে এস আলম গ্রুপ থেকে আদায় সম্ভব না হয়, তাহলে এই গর্ত থেকে বের হতে কত বছর লাগবে?

ঋণের অর্থ পুনরুদ্ধারে প্রতিকূলতার ইঙ্গিত ইতোমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক এস আলম গ্রুপের বেশকিছু সম্পত্তি জব্দ করলেও নিলামে ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে নাড়্যা সামনে অপেক্ষমাণ কঠিন বাস্তবতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এবার আসুন হিসাবটা করা যাক।

গত কয়েক বছর ধরে ইসলামী ব্যাংক সামান্য হলেও মুনাফা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে ব্যাংকের নিট মুনাফা ছিল ৬১৬ কোটি টাকা, ২০২৩ সালে ৬৩৫ কোটি টাকা। মহামারির আগে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে মুনাফা বছরে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার কাছাকাছিই ছিল।

এখন ধরুন, ইসলামী ব্যাংক যদি তার সব লাভের টাকা প্রভিশন ঘাটতি পূরণে ব্যয় করেড়কোনো ডিভিডেন্ড না লভ্যাংশ না দিয়ে, প্রবৃদ্ধিতে পুনঃবিনিয়োগ না করে বা কোনো ধরনের লিকেজ ছাড়াইতাহলে কী দাঁড়াচ্ছে?

তাহলেও, গড় ৬০০ কোটি টাকা বার্ষিক মুনাফার প্রবণতা ধরে এগোলে, ব্যাংকের এই ঘাটতি পূরণ করে নিতে লাগবে ১৪৩ বছর। যা এক মানবজীবনের চেয়েও বেশি, এমনকি প্রথম প্রজন্মের এই ব্যাংকের সম্পূর্ণ অস্তিত্বকালেরও তিন গুণ।

আর যদি ধরা হয় চলতি বছরের পারফরম্যান্সই ভবিষ্যতের ভিত্তি, তবে চিত্র আরও হতাশাজনক। তৃতীয় প্রান্তিকে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানো সত্ত্বেও, ৯ মাসে ইসলামী ব্যাংকের সমন্বিত নিট মুনাফা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯৯.৭৭ কোটি টাকা। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে পুরো বছরের সম্ভাব্য নিট মুনাফা দাঁড়াতে পারে প্রায় ১৩৩ কোটি টাকা।

এই গতিতে ঘাটতি পূরণে সময় লাগবে ৬৪৫ বছরড়্যা যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অকল্পনীয়, বিশেষ করে যেখানে দূরদর্শিতা ও আস্থাই ব্যবসার প্রধান ভিত্তি।

আবার অত্যন্ত আশাবাদী হিসাবও যদি ধরা হয়ড়যেমন ২০২৫ সাল থেকে ব্যাংকের নিট মুনাফা প্রতি বছর ১৫ শতাংশ কম্পাউন্ড বা যৌগিক হারেও বাড়েড়তবুও প্রভিশন ঘাটতি পূরণে লাগবে প্রায় ৩৫ বছর। তবে এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে, আর কোনো ধাক্কা আসবে না বা নতুন করে প্রভিশন ঘাটতি সৃষ্টি হবে না।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) সাবেক মহাপরিচালক তৌফিক আহমদ চৌধুরী বলেন, “এখানে কোনো ম্যাজিকের ব্যাপার নেইড়মুনাফা অর্জন করে ইসলামী ব্যাংকের এই ঘাটতি পূরণ করা অসম্ভব।চ

তিনি বলেন, ব্যাংকটিকে বাঁচানোর উপায় মাত্র দুটিড়হয় যেসব ঋণের নামে টাকা বেরিয়ে গেছে তা পুনরুদ্ধার করা, অথবা নতুন তহবিল ঢোকানো, যা স্পনসরদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। “তাই সরকারকে এগিয়ে এসে বাজেট থেকে এই ব্যাংকের জন্য অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে,চ বলেন তিনি।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, প্রভিশনের এ ঘাটতি শুধু একটি সংখ্যা নয়ড়এটি বছরের পর বছর ধরে ইসলামী ব্যাংকে চলা অব্যবস্থাপনা, ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ বিতরণ এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের দুর্বলতার প্রতিচ্ছবি, যা দেশে একসময় সবচেয়ে বড় ব্যালান্সশিটের ব্যাংকের প্রতি আস্থার ক্ষয় করেছে।

তিনি বলেন, “এই ৮৬ হাজার কোটি টাকার শর্টফল (ঘাটতি) অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ব্যাংকটিতে নীতিগত হস্তক্ষেপ এবং স্পনসরদের থেকে নতুন মূলধন এখন জরুরি।চ

তবে সরকারি তহবিল দিয়ে ব্যাংকটিকে পুনঃমূলধনীকরণের বিষয়ে সতর্ক করে তিনি বলেন, “আমাদের এরকম রিক্যাপিটালাইজেশনের অতীত অভিজ্ঞতা ভালো নয়। এতে কোনো ভালো ফলও আসেনি।চ

আইবিবিএলের সম্ভাব্য ১৫ শতাংশ যৌগিক মুনাফা বৃদ্ধির প্রশ্নে তিনি বলেন, এত দ্রুত প্রবৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখা কঠিন। “ধরুন, ব্যাংক কোনোভাবে তা পারলড়তাও প্রভিশনিংয়ের ঘাটতি পুষিয়ে উঠতে ৩৫ বছর লাগবে,চ বলেন তিনি।

এখন প্রশ্নড়এত বড় ফাঁক সত্ত্বেও কেন ইসলামী ব্যাংকে আমানতকারীদের ওপর সেইসব সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়নিড় যেগুলো প্রয়োগ হয়েছে একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ দুর্বল ব্যাংকের ক্ষেত্রে?

ইসলামী ব্যাংকের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, “এই বছরের জানুয়ারিসেপ্টেম্বর সময়কালে আমরা নেট আমানত পেয়েছি ১৯ হাজার কোটি টাকা। কোনো তারল্য ঘাটতি নেই, এবং কোনো আমানতকারীকে টাকা দিতেও অপারগতা জানাতে হয়নি।চ

তিনি বলেন, এত বেশি আমানত আসছে যে ব্যাংককে সুদহার কমাতে হয়েছে; আমাদের ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স আসাও বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, “সরকারি সহায়তা না পাওয়া গেলে ব্যাংকের টিকে থাকা কঠিন হবে। আমরা জামানত বিক্রি করে ঋণ সমন্বয়ের চেষ্টা করছি, কিন্তু এতে সব ঘাটতি পূরণ সম্ভব নয়।চ

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রভিশন ঘাটতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একটি ব্যাংকের ব্যালান্সশিট বা স্থিতিপত্রের প্রকৃত দুর্বলতা উন্মোচন করে। মন্দ ঋণ থেকে সম্ভাব্য ক্ষতি সামাল দিতে যে অর্থ সংরক্ষণ করা হয় সেটিই হলো প্রভিশন; কোনো ব্যাংক পর্যাপ্ত প্রভিশন রাখতে ব্যর্থ হলে এর মানে হলো সম্ভাব্য ক্ষতিগুলো স্বীকৃতই হচ্ছে না। এর ফলে কাগজেকলমে মুনাফা ফুলেফেঁপে ওঠে, সম্পদের মানের অবনতি আড়ালে পড়ে যায়, এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও আমানতকারীরা ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার ভুল চিত্র পান। বড় ধরনের প্রভিশন ঘাটতি মূলধন ক্ষয় করে, ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার সক্ষমতা দুর্বল করে, এবং দেউলিয়াত্বের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

আইবিবিএলএর ব্যবস্থাপনা পরিচালক যা বলছেন

ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ওমর ফারুক খান স্বীকার করেন, শুধুমাত্র মুনাফা দিয়ে এত বড় ঘাটতি পূরণ সম্ভব নয়। তিনি বলেন, “আমাদের প্রভিশন রিকয়্যারমেন্ট কমাতে হবে।চ

তিনি জানান, ব্যাংকের প্রায় অর্ধেক বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বর্তমানে শ্রেণিকৃত। এটিকে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

“আমরা আমাদের নন-পারফর্মিং লোন (খেলাপি বা মন্দ ঋণ) পুনরুদ্ধারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছি,চ বলেন তিনি।

ওমর ফারুক আরও জানান, এই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে নিলামে ক্রেতা না পাওয়ায় ইসলামী ব্যাংক ইতোমধ্যে এস আলম গ্রুপের প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি জব্দ করেছে। “আমরা বিদ্যমান গ্রাহকদের রেটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যা প্রভিশনের প্রয়োজন কমাতে সাহায্য করবে। আমরা আত্মবিশ্বাসীড়২০ বছরের মধ্যেই আমরা এই ঘাটতি সামলে উঠতে করতে পারব।চ

আইবিবিএল ও একীভূত হতে যাওয়া ৫ ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি

আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ব্যাংকের সম্মিলিত প্রভিশন ঘাটতি হিসাব করা হয়েছে ১ লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ব্যাংকভিত্তিক ঘাটতিড় ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের ৫৩,৮৯০ কোটি টাকা; এরপরেই সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের ২৪,৮৪৫ কোটি টাকা; ইউনিয়ন ব্যাংকের ২৩,৮১১ কোটি টাকা; এক্সিম ব্যাংকের ২০,৫৫৮ কোটি টাকা এবং গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি ১২,১২৪ কোটি টাকা।

এদিকে ইসলামী ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি এ বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫,৮৮৮ কোটি টাকাড়এর মধ্যে বিনিয়োগের জন্য ৮২,১৮৬ কোটি, অফব্যালান্স শিট আইটেমের জন্য ৩,৭০২ কোটি।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় সেপ্টেম্বর ২০২৫এ প্রভিশনের প্রয়োজনীয়তা আরও ১৬,১২৫ কোটি টাকা বেড়েছেড়অর্থাৎ মাত্র ৯ মাসে এ বিশাল অঙ্ক যুক্ত হয়েছে বলে জানাচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের তৃতীয় প্রান্তিকের প্রতিবেদন।

২০ বছরে ঘাটতি পূরণের আবেদন করেছিল আইবিবিএল

ইসলামী ব্যাংকের পরিচালন আয়ের ৯০ শতাংশ ইতোমধ্যেই পরিচালন ব্যয়ে চলে যাচ্ছেড়্যা স্পষ্টই বলে দেয় ঘাটতি পূরণে বিপুল অর্থ প্রভিশনে রাখা ব্যাংকটির পক্ষে সম্ভব নয়।

২০২৫ সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়কালে, ব্যাংকের মোট পরিচালন ব্যয় ছিল ২ হাজার ৭৯৪ কোটি টাকা, আর পরিচালন আয় ৩ হাজার ৭৩ কোটি টাকা।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

► আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

► আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

► আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ট্রাম্পের শুল্কারোপের পর যুক্তরাষ্ট্রে কমেছে বাংলাদেশের

১২ পৃষ্ঠার পর

সংযোজন, বাজার বৈচিত্র্যকরণ এবং শক্তিশালী বাণিজ্য কূটনীতির মাধ্যমে সুযোগে পরিণত করতে পারা যায় কি না, তা নির্ধারণ করা। গত আগস্ট থেকে ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা বেশিরভাগ পণ্যের ওপর উল্লেখযোগ্য শুল্ক আরোপ করেছে। নতুন শুল্ক কাঠামোর আওতায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে অতিরিক্ত ২০ শতাংশ শুল্কের আওতায় পড়েছে।

শুধু বাংলাদেশ নয়, চীন, ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়াসহ প্রায় সব প্রতিযোগী দেশই এই নতুন শুল্কের আওতায় এসেছে। তাদের মধ্যে চীন ও ভারতের ওপর আরোপিত শুল্ক বাংলাদেশের তুলনায় আরও বেশি।

এর ফলে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের প্রত্যাশা ছিল, মার্কিন ক্রেতারা চীন ও ভারত থেকে অর্ডার সরিয়ে বাংলাদেশে আনবে। কিন্তু বাস্তবে তেমনটি ঘটেনি। নতুন শুল্ক আরোপের পর চীন, ভারত বা অন্যান্য দেশ থেকে রপ্তানি কমেছে কি নাড়এ ব্যাপারে এখনো কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য মেলেনি। মার্কিন বাণিজ্য বিভাগের একটি শাখা অফিস অফ টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেল (ওটিইএক্সএ) গত জুলাই থেকে তাদের পোশাক আমদানি-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেনি। ফলে অন্যান্য দেশের যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি বেড়েছে নাকি কমেছে, তা স্পষ্ট নয়। এদিকে ভারতীয় গণমাধ্যমে জানানো হয়েছে, নতুন শুল্ক আরোপের পর আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রে দেশটির বস্ত্র রপ্তানি কমেছে।

ভাসানীর মজলুম দর্শন: কীর্তন, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার

১৬ পৃষ্ঠার পর

ধরে আছে, অন্য হাতে ধরে আছে অর্থনৈতিক ছুরি। তিনি জানতেন, যখন শাসক গোষ্ঠী জনগণের মুখের ভাষা কেড়ে নেয়, তাদের অর্থনৈতিক রক্ত শুষে নেয়, তখন সেই সম্পর্ক কেবল একটি আলগা ফসকা গেরোর দড়ির মতো ঝুলে থাকে। দড়িটি ছিঁড়তে হবেই। সেই দড়ি ছেঁড়ার প্রথম টানেই জন্ম নেবে স্বাধীনতা।

কাগমারী সম্মেলন ছিল সেই দড়ি ছেঁড়ার প্রথম স্বপ্ন-রঙের মঞ্চ। সম্মেলনটি একটি সবুজ ময়দান ছিল। কিন্তু ময়দানের উপর উড়ছিল প্রতিবাদের লাল পতাকা। মওলানা একটি শব্দ ব্যবহার করলেন। শীতল তবে, ধারালো শব্দ। 'আসসালামু আলাইকুম'।

এটি কেবল সালাম নয়। এটি হলো বিদায়। শাসকের হাত ধরে থাকার বিদায়। তিনি জানেন, এই বিদায়ের ভাষা কেবল রাইফেল বা কামান নয়, এটি হলো জনগণের দীর্ঘশ্বাস। এটি সেই মজলুমের দীর্ঘশ্বাস, যারা কীর্তন হারিয়েছে, হারিয়েছে সহজিয়া জীবনবোধের শিকড় এবং এখন স্বাধীনতা খুঁজছে। মওলানা যেন সেই মুহূর্তেই বাংলার মানুষকে একটি ঘুমন্ত ড্রাগনের সাথে পরিচিত করালেনড্ড্রাগনটি হলো মুক্তি আকাঙ্ক্ষার দৈত্য।

মওলানা মজলুমের নেতা। তিনি দেখেন, শোষণের কেবল-ই এক বর্ণের মুখ নেই। মুখটি সাদা চামড়ার হতে পারে, খাকি পোশাকের হতে পারে, অথবা সোনালী বর্ণের হতে পারে। শোষক মূলত শোষকই। ব্রিটিশ ছিল, এখন পাকিস্তান। ভবিষ্যতে অন্য কেউ আসতে পারে। মওলানা তাঁর মজলুম দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এই চেতনার উপর। তাই তাঁর আদর্শ লেনিন, মাও এবং ইসলামের প্রগতিশীল চেতনাকে মেশাতে দ্বিধা করেনি। কারণ সকল আদর্শই, যদি তা সততার সঙ্গে প্রযুক্ত হয়, তবে শোষিতের মুক্তি চায়।

কীর্তন এবং স্বাধীনতার স্বপ্নড়এই দুটি ভাবনা তাঁর কাছে একই গাছের দুটি ডাল। একটি হলো সাংস্কৃতিক শেকড়, অন্যটি হলো রাজনৈতিক ফল। শেকড় দুর্বল হলে ফল টক হবে, বিষাক্ত হবে। কীর্তন চলে যাওয়ায় শেকড় দুর্বল হয়েছে। এই দুর্বলতাকে শক্তি দিতে হলে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেই হবে। স্বাধীনতাই পারবে সেই পুরোনো সুর ফিরিয়ে আনতে, অথবা একটি নতুন সুর তৈরি করতে, যেখানে শঙ্খ এবং আজান একসঙ্গে মিশে গিয়ে এক নতুন ঐক্যের মন্ত্র তৈরি করবে।

মওলানা ভাসানী চোখ বন্ধ করলেন। তিনি দেখলেন একটি সাদা ঘোড়া দৌড়ে যাচ্ছে। ঘোড়াটির নাম 'বিপ্লব'। বিপ্লবের গায়ে রক্ত নেই, আছে কেবল ঘাম এবং সদ্য কাটা ধানের গন্ধ। এই বিপ্লব আকাঙ্ক্ষা কোনো রাজপ্রাসাদ থেকে আসেনি। এসেছে একটি ধানক্ষেতের আলপথ থেকে। এই বিপ্লব হলো মজলুমের ঐক্য। এই বিপ্লব হলো সেই সুর, যা একসময় গ্রাম থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। এই বিপ্লব হলো সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা, যখন এই জনপদের জনগোষ্ঠী তার নিজের পায়ের নিচে মাটি অনুভব করবে।

ভাসানীর সাথে হাঁটতে হাঁটতে তারাশঙ্কর তাকিয়ে রইলেন। তিনি জানলেন, এই মানুষটি কেবল একজন রাজনীতিবিদ নন। ইনি হলেন এ জনপদের মাটির অবচেতন মনের কণ্ঠস্বর। এই কণ্ঠস্বর ভবিষ্যতেও বাঁচবে, যতদিন না সকল শোষণ দূর হয়। যখন তিনি ফিরে গেলেন, তখন তাঁর পকেটে কোনো ইশতেহার ছিল না। ছিল কেবল একটি সুরের অনুরণন। সেই কীর্তনের সুর, যা মওলানা ভাসানীর স্বপ্ন ছিল। সেই সুর, যা স্বাধীনতা ছাড়া বাঁচতে পারে না।

একাত্তর থেকে জুলাই অভ্যুত্থান জনতার এক অনন্ত সংগ্রাম - এ যেন এক সুরের হাহাকার। লেখক: নৃবিজ্ঞানী, দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গবেষক, চলচ্চিত্রকার।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

বাংলাদেশি ডায়াস্পোরার রাজনৈতিক ভূমিকা কতটা

১৬ পৃষ্ঠার পর

প্রবাসীরা মনে করেন, তারা এখনো স্থানীয় ক্ষমতার লড়াইয়ের অংশ।

ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা সশস্ত্র গোষ্ঠী প্রায়ই ডায়াস্পোরার আবেগকে ব্যবহার করে; 'দেশকে বাঁচাতে সাহায্য করুন', 'জাতিকে রক্ষা করুন'ড়এ ধরনের প্রচারণা চালিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে। বাস্তবে এই অর্থ যুদ্ধকে লম্বা করে, প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বাড়ায় এবং সাধারণ মানুষের জীবনে ভয়াবহ অস্থিতিশীলতা তৈরি করে।

এই উদাহরণগুলো দেখায় যে ডায়াস্পোরাঅর্থায়ন সব সময় উন্নয়ন বা স্থিতিশীলতা আনে না; বরং দূরবর্তী দেশ থেকে পাঠানো অর্থ আবেগ এবং রাজনৈতিক কল্পনা স্থানীয় সমাজের বাস্তবতা থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন সেগুলো সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সংঘাত, বিভাজন এবং নতুন ক্ষমতার কেন্দ্র গঠনে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। ডায়াস্পোরা তখন আর শুধু প্রবাসী জনগোষ্ঠী থাকে না, তারা পরিণত হয় একটি 'এক্সটার্নাল পলিটিক্যাল অ্যাক্টর'-এ, যারা অনেক সময় নিজের দেশের বাস্তবতা না দেখেও রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে শুরু করে।

মামদানির রাজনীতির প্রজ্ঞাশীল বাস্তববাদ ও পরাবাস্তব

৪৬ পৃষ্ঠার পর

মহলের থেকেও উষ্ণ অভ্যর্থনা দিয়েছেন। একজন বামপন্থী সমাজতন্ত্রবাদী মেয়র এবং একজন ব্যাপক প্রতিক্রিয়াশীল ডানপন্থী প্রেসিডেন্টের মধ্যে এই অভাবনীয় সাক্ষাৎ মার্কিন রাজনীতির একটি পরাবাস্তব অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছে। ট্রাম্প, যিনি নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র পদে নির্বাচনী প্রচারণার সময় মামদানিকে একজন 'শতভাগ উন্মাদ কমিউনিস্ট' বলে অভিহিত করেছিলেন, এবং তার বিরুদ্ধে ন্যাশনাল গার্ড পাঠানোর হুমকি দিয়েছিলেন, তিনি তীব্র নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে শহরের নতুন নির্বাচিত মেয়রের প্রতি শতভাগ সমর্থন জানিয়েছেন। এটি মামদানীর তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং প্রয়োজনে তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও মোহিত করার ক্ষমতার একটি সফল উদাহরণ। রেলগাড়ির পরিবর্তে বিমানে চড়ে ওয়াশিংটনে যাওয়ার মামদানির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে ট্রাম্প মামদানীকে একজন কযুক্তিবাদী ব্যক্তিক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি তাকে বলেন,কআমি আপনার পাশে থাকব। ট্রাম্প আরও বলেন, আমাদের একটি সাক্ষাৎ হয়েছে যা আসলে আমাকে অবাক করেছে। আমি তাকে সাহায্য করার আশা করি, তাকে আঘাত করার নয়। একটি বড় সাহায্য, কারণ আমি চাই নিউ ইয়র্ক শহরটি যেন দুর্দান্ত হয়।'

৩৪ বছর বয়সী মামদানি হতবাক প্রশাসনকে আরও একটি চমক উপহার দিয়েছেন: রাজনৈতিক কৌশল এবং বাস্তববাদের এক প্রাণবন্ত প্রদর্শন। নির্বাচনের পরের দিন, মামদানি শহরবাসীকে বলেছিলেন যে তার ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থাপনা মূলত পূর্ববর্তী প্রশাসনের অভিজ্ঞদের দ্বারা পূর্ণ হবে। তার নিয়োগপ্রাপ্ত পাঁচজনের মধ্যে চারজনই অন্যান্য মেয়রদের জন্য কাজ করেছেন।

মামদানি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্তদের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল তারা বহিরাগত নন। তাদের কট্টর সমাজতন্ত্রবাদী ডেমোক্র্যাট নন। বরং, তারা এমন ব্যক্তি যাদের নিউ ইয়র্কের রাজনীতিতে সন্তরণ করার বা শহরের আমলাতন্ত্রকে যত্ন সহকারে পরিচালনা করার উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা রয়েছে। ২০১৩ সালের মেয়র ডি ব্লাসিওর ক্ষমতা হস্তান্তর দলের নেতৃত্ব থাকা জেনিফার জোন্স অস্টিন বলেছেন, 'যা গুরুত্বপূর্ণ হবে, তা হল রূপান্তরমূলক নেতৃত্ব এবং লেনদেনমূলক নেতৃত্বের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য নিশ্চিত করা।'

মামদানির দলে ভিন্ন মত ও ভিন্ন রাজনৈতিক দলপন্থী জেষ্ঠদের পাশাপাশি তারুণ্যের বৈচিত্রও অনেক ডেমোক্র্যাট কৌশলবিদদের চিরাচরিত ব্যবস্থাপনাকেও ধাক্কা দিচ্ছে, যারা বহু আগেই ৫০ বছরের বেশি বয়সী প্রার্থী এবং জেষ্ঠ্য সহকারীদের সাথে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মামদানির ক্ষমতা হস্তান্তর দলের মুখপাত্র ৩৬ বছর বয়সী মনিকা ক্লেইন তাদের সামাল দিতে যেয়ে বলেন, 'দিন অতিবাহিত করার জন্য আমার একটি জেন জি অভিধান প্রয়োজন।'

ক্লেইন বলেছেন, ৪ নভেম্বরের নির্বাচনের পর থেকে এখন পর্যন্ত ৬২হাজারেরও বেশি মানুষ মামদানির প্রশাসনে কাজ করার জন্য আবেদন করেছিলেন যাদের গড় বয়স ২৮ বছর। এটি শুধুমাত্র মামদানির প্রতি তাদের আগ্রহের লক্ষণই নয়, বরং প্রতিকূলতার সম্মুখীন ভোটারদের মামদানির প্রতি প্রত্যাশা, যেখানে বেকারত্বের হার ৯ শতাংশের বেশি। - সংবাদসুত্র দি নিউ ইয়র্ক টাইমস

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES

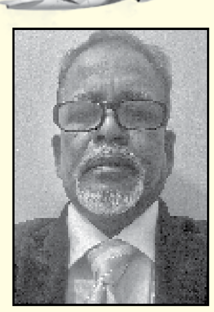

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO

Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

ইউক্রেনকে পুতিনের কাছে

১১ পৃষ্ঠার পর

কৃষ্ণসাগরসংলগ্ন জাপোরিঝঝিয়া ও খেরসন অঞ্চলে বিদ্যমান যুদ্ধরেখাগুলো স্থিতাবস্থা করে দেওয়া হবে। এই এলাকার কোনো অংশ ইউক্রেনকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে কি না, তা পরবর্তী আলোচনার ওপর নির্ভর করবে।

ইউক্রেনের জন্য এটি কতটা ভালো

বিশ্লেষকদের মতে, প্রাথমিকভাবে এই পরিকল্পনা কোনোভাবেই ইউক্রেনের পক্ষে নয়। লন্ডন কিংস কলেজের প্রতিরক্ষা গবেষণা বিভাগের পোস্টডক্টরাল গবেষক মারিনা মিরন বলেন, এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ইউক্রেনকে তার সামরিক বাহিনীর আকার ৬০ শতাংশ কমাতে হবে (৪ লাখের বেশি সৈন্য রাখা যাবে না)।

মিরন আরও বলেন, ইউক্রেনের এমন কোনো দূরপাল্লার সক্ষমতা থাকবে না, যা রাশিয়ায় আঘাত করতে পারে এবং রাশিয়ার দখলে থাকা অঞ্চলগুলো ও ক্রিমিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

সামরিক বিশেষজ্ঞ কিয়ের জাইলস এ পরিকল্পনাকে 'ইউরোপীয় নিরাপত্তার জন্য বিপর্যয়কর' বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, সেনাবাহিনীর আকার হ্রাস এবং অস্ত্রের সীমাবদ্ধতা ইউক্রেনকে ভবিষ্যতে রুশ আক্রমণের সামনে খুব ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে।

মিরন বলেন, এই পরিকল্পনা স্পষ্টতই রাশিয়ার পক্ষে যায়। এখন দেখার বিষয়, ইউক্রেন ও জেলেনস্কিকে এটি মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করতে পারে কি না।

ট্রাম্পের বারবার অবস্থান বদল

ট্রাম্প এই বছর কয়েকবার ইউক্রেনের ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করেছেন।

গত মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনের যুদ্ধকে বর্তমান যুদ্ধরেখায় স্থগিত করার পরামর্শ দেন, যা রাশিয়া প্রত্যাখ্যান করেছিল। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প বলেছিলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর সহায়তায় ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুতে হারানো সব অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে পারে।

এরও আগে গত আগস্টে ট্রাম্প বলেছিলেন, যুদ্ধ শেষ করতে রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয়কেই ভূখণ্ড ছাড় দিতে হবে, যা জেলেনস্কি তখন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এরপর কী হতে পারে

মারিনা মিরন বিশ্বাস করেন, এই পরিকল্পনা যদি উপস্থাপন করা হয়, তবে রাশিয়াকে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার কারণে ইউক্রেন ও ইউরোপ তা প্রত্যাখ্যান করবে।

মিরন মনে করেন, এতে 'পরিকল্পনাটি নতুন করে লেখার আরেকটি চক্র শুরু হবে। এতে ইউক্রেন ও ইউরোপ তাদের নিজস্ব দাবি পেশ করবে। মিরন আরও বলেন, রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে যদি এসব প্রতিবেদন সত্য হয়, তবে এই পরিকল্পনা সম্ভবত একটি 'কূটনৈতিক খেলার' জন্ম দেবে।

ইউক্রেনীয় ও ইউরোপীয়রা এটি প্রত্যাখ্যান করলে ট্রাম্প বলতে পারবেন, 'আমরা তোমাদের জন্য একটি পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলাম, আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছ। সুতরাং, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি অর্জনের পথে তোমরাই বাধা।'

মিরন বলেন, ইউরোপ, ইউক্রেন ও রুশর্ড়তিন পক্ষই আসলে একটা খেলায় মেতে আছে। তারা আগেই জানে, তারা প্রত্যেকে এমন প্রস্তাব দিচ্ছে, যা অন্য পক্ষ অবশ্যই ফিরিয়ে দেবে। ফলে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব গিয়ে পড়বে ইউরোপ ও ইউক্রেনের ওপর।

এপস্টেইনের ফাইল প্রকাশের বিলে স্বাক্ষর ট্রাম্পের

১০ পৃষ্ঠার পর

সংবাদপত্রের শিরোনামে এসেছে, তার অনুগামীরা ফাইল প্রকাশের দাবি করেছেন।

অ্যাটর্নি জেনারেল প্যাম বনডি বুধবার জানিয়েছেন, ৩০ দিনের মধ্যে বিচার বিভাগ এই ফাইল প্রকাশ করবে। আমরা আইন মেনে স্বচ্ছতার সঙ্গে এই কাজ করব ট্রাম্প একাধিক ডেমোক্র্যাট নেতার নাম করে দাবি করেছেন, তাদের সঙ্গে এপস্টেইনের সম্পর্ক ছিল। - এএফপি, রয়টার্স

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Bangladesh Society, Inc.

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সদস্যপদ গ্রহণ ও গঠনতন্ত্র সংশোধনী আহ্বান

শেষ তারিখ : ৩০ নভেম্বর , রোববার ২০২৫

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনকের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। যে সকল প্রবাসীরা এই সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী, অথচ এখনও আজীবন সদস্য হননি অথবা ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এখন পর্যন্ত সাধারণ সদস্যপদ নবায়ন করেননি, তাদেরকে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে আজীবন বা সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সাধারণ সভার নিয়মিত কার্যসূচির পাশাপাশি সংগঠনের গঠনতন্ত্রকে আরও আধুনিক, বাস্তবসম্মত এবং প্রজন্ম-উপযোগী রূপে রূপান্তর করার লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র সংশোধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে একটি বিশেষজ্ঞ উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। আমরা সকল আজীবন ও সাধারণ সদস্যের কাছে আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত আপনাদের মতামত, প্রস্তাব ও পরামর্শ আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে লিখিতভাবে গঠিত কমিটির নিকট অথবা বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের যে কোনো কর্মকর্তার নিকট জমা দেন।

চাইলে সংগঠনের ই-মেইল (info@bangladeshsocietyinc.com) ঠিকানায়ও লিখিত মতামত ও পরামর্শ পাঠাতে পারেন। কমিটি শুধুমাত্র ৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত লিখিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করবে এবং সেগুলোর আলোকে সংশোধনের খসড়া সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে।

উল্লেখ্য, সাধারণ সভার দিন কোনো মৌখিক বা লিখিত নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না।

অনুরোধক্রমে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ হোসেন খান
চেয়ারম্যান, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৫১৬-৩৪৩-৯৪৫৬

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মঞ্জুর আহমদ চৌধুরী
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৯১৭-৫৮৪-৭৮০৮

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৯১৭-৫৭৬-৬৩২৩

সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ)
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৬৪৬-৩৫০-৯৮৭০

এম আর খান সেলিম
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৬৪৬-২৮৬-৯২৫৬

মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪

রিজু মোহাম্মদ
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ**, *প্রচার সম্পাদক*

আইনি আদালতের আগে জনতার

১৪ পৃষ্ঠার পর

এরপর কারচুপির মাধ্যমে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনের ফল নিজের মতো করে নেন। প্রতিবার কারচুপির পর তার আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকে এবং তিনি মনে করতে থাকেন যে রাজনৈতিক মিত্ররা তার ঘুঁটি, প্রতিপক্ষ সহজেই নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং ভিন্নমত খুব সহজেই দমন করা সম্ভব। তিনি ভুল স্বীকার না করার মানসিকতায় আটকে যান এবং সীমাহীন অহংকারী হয়ে উঠেন।

২০১৩ সালে সম্পাদকদের এক বৈঠকে তাকে বলতে শুনেছিলাম, 'আমাকে হত্যার এত চেষ্টা সত্ত্বেও আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তার ইচ্ছা পূরণের জন্য। কাজেই আপনারা যা খুশি লিখুন, আমি পরোয়া করি না।' তিনি মনে করতেন, স্রষ্টাই তাকে পথ দেখাচ্ছেন, তাই চিন্তার কিছু নেই। এভাবে তিনি একদিকে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, অপরদিকে হয়ে ওঠেন আরও অসহিষ্ণু। ফলে, তিনি জনগণ ও নিজ দলের কাছ থেকে দূরে সরে যান।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করতে সংবিধান পরিবর্তন করার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হলো যে হাসিনা জাতীয় নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিজের হাতে তুলে নিতে যাচ্ছেন। ২০১৪ সালের নির্বাচনে প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কারচুপি করা হয় এবং সেটা ছিল সবার সামনে একেবারে স্পষ্ট। আমরা আগেও লিখেছি, কিন্তু আবার উল্লেখ করা প্রয়োজনড়৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে ১৫৩ আসনে একক প্রার্থী ছিলেন, কারণ বাকিরা 'স্বেচ্ছায়' সরে দাঁড়ান। ফলে নির্বাচন কমিশন সেই একক প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করে, যারা সবাই আওয়ামী লীগের। অর্থাৎ ২০১৪ সালের নির্বাচনে একটি ভোটও না পড়ার আগেই সরকার গঠনের জন্য সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় আওয়ামী লীগ। এটি ছিল নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেপরোয়া, অগণতান্ত্রিক ও অনৈতিক হস্তক্ষেপ। ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধানের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছাড়া এটা কি সম্ভব?

হাসিনা সরকার এ ধরনের নির্বাচনী জালিয়াতি করে পার পেয়ে যাওয়ায়ড় যেখানে বিএনপির কার্যকর প্রতিবাদ না করার ব্যর্থতাও রয়েছেড়তিনি ও তার তোষামোদকারীরা বিপজ্জনক কিন্তু ভ্রান্ত আত্মবিশ্বাসে চাঙ্গা হয়ে যায়। এই আত্মবিশ্বাসই ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে আবারও কারচুপি করতে তাদের প্ররোচিত করে এবং শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই নিজেদের খোঁড়া গর্তে পড়ে যায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে।

২০২০-২০২২ সাল পর্যন্ত করোনা মহামারির সময় তিনি দল ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজকর্ম একটি অচিন্তনীয় রীতিতে পরিণত হয়েছিল। এর মধ্যেই ২০২০ সালে আসে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের জাঁকজমকপূর্ণ এবং নিদারুণ অপচয়পূর্ণ আয়োজন। সচেতন নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের মনে এই আয়োজন গভীর আঘাত দেয়। সেখান থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে জনগণের জরুরি প্রয়োজনগুলো প্রধানমন্ত্রীর চিন্তায় জায়গা পায়নি। বরং তার সরকারের সব মনোযোগ ও সম্পদ ব্যয় হয়েছে ব্যক্তিপূজার সংস্কৃতিতে।

জাতির মনস্তত্ত্ব ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে, কিন্তু হাসিনা উল্টো পথে হেঁটেছেন। অসংখ্য অখ্যাত লেখক হাজার হাজার বই লিখলেন, আর সরকার অস্বাভাবিক উচ্চ দামে সেগুলো কিনলো। এগুলোই হয়ে ওঠে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কথিত পেশাজীবীদের কাছে সরকারি অর্থ লুটের নতুন পথ। তারা সবাই যেন প্রতিযোগিতায় নামলো আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের তোষামোদ করে নিজেরাও কিছু অর্থ উপার্জনে।

জন্মশতবার্ষিকীর এত বড় আয়োজনে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নেতা সম্পর্কে একটি ভালো ও গবেষণানির্ভর বর্ণনাও উঠে আসেনি। বরং স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে দেওয়া হয় নিম্নমানের প্রকাশনা, যেগুলোর মূল্য কাগজের সমানও না। বঙ্গবন্ধুর শত শত ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছে, যেগুলো তার সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞান বাড়ানোর বদলে উল্টো সুনাম ক্ষুণ্ন করেছে। সরকারিবিরোধী আন্দোলন শুরু হলে সেই ভাস্কর্যগুলোই সবার আগে হয়ে ওঠে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু।

ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কাছে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটা প্রথমবার দেখেই আমার মনে ভেসে উঠেছিল সাদ্দাম হোসেনের মূর্তি ভেঙে টেনে নেওয়ার সেই দৃশ্য। অন্তর্দৃষ্টি বলছিল, সুযোগ পেলেই এ দেশের মানুষ এগুলো ছুঁড়ে ফেলবে।

এরপর আসে ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির উদযাপন। হাসিনা এই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনটিও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের ধারাবাহিকতা হিসেবে উদযাপন করেন। মুক্তিযোদ্ধারা স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে কত সামান্য; তাদের ত্যাগ, বীরত্ব ও দেশপ্রেমের গল্পগুলো হয়েছে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। সশস্ত্র বাহিনীর যে বিদ্রোহী সদস্যরা তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে কার্যকর যুদ্ধশক্তিতে রূপান্তরিত করতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন, তাদেরও তেমন কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় ভূমিকাও আলোচনার বাইরে রয়ে যায়। সবকিছু আবারও এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে দাঁড়ায়। জীবিত মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধে নিহতদের পরিবার অপমানিত বোধ করেন।

দম্ভ আর দূরদৃষ্টিহীনতার আরেকটি উদাহরণ হলোড়হাসিনা প্রত্যেক সরকারি অফিস, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও, ব্যাংক, বিমানবন্দরসহ সব জায়গায় 'মুজিব কর্নার' চালু করতে বাধ্য করেন। সেখানে বঙ্গবন্ধুর ছবি ও বই রাখা হয়, যেসব বইয়ের অধিকাংশই নিম্নমানের। অথচ এর বদলে যদি তিনি 'মুক্তিযোদ্ধা কর্নার' চালুর নির্দেশ দিতেন এবং সেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে সব ধরনের বই রাখা হতো, তাহলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম আমাদের জীবনের সেই গৌরবময় অধ্যায় সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন ও শিক্ষিত হতে পারত।

বাস্তবতা হলোড়১৫ বছরের শাসনামলে হাসিনা সরকার জনগণের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে কার্যত কিছুই করেনি। উল্টো এটাকে পরিণত করেছিল 'মুজিব পূজা'য়, যা দিনশেষে মানুষের মনে ঘৃণা ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে।

২০২২ সালের মধ্যে হাসিনার দম্ভ চরমে পৌঁছায়। 'আমি সব জানি', 'সমালোচক মানেই শত্রু', 'আমি যা করি সেটাই বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে ভালো' এবং একই ধরনের বক্তব্য রাজনৈতিক আলোচনায় প্রাধান্য পেতে থাকে। তোষামোদ এমন অযৌক্তিকতায় পৌঁছে যায় যে দলীয় নেতাকর্মীরা সত্যিই বিশ্বাস করতে শুরু করেন, এমন কোনো সমস্যা নেই যা তাদের নেত্রী সমাধান করতে পারেন না, এমন কোনো চ্যালেঞ্জ নেই যা তিনি মোকাবিলা করতে পারবেন না। এই পরিবেশে দলীয় সুযোগসন্ধানীরা একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে থাকে নেত্রীর তোষামোদে। এভাবেই হাসিনা ও তার আশপাশের লোকজন বাস করতে থাকেন নিজেদের তৈরি এক অযৌক্তিক বুদবুদে।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে হাসিনা ও তার সরকারের আচরণ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে তার দল ও সরকার কতটা অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। একপর্যায়ে তিনি হঠাৎ ঘোষণা দেন, সব কোটা বাতিল। অথচ, এই সিদ্ধান্ত প্রতিবন্ধী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি, জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য চাকরির কোটায় সাংবিধানিক নিশ্চয়তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল। ফলে উচ্চ আদালত তা বাতিল করে দেন। এভাবে কোটা সংস্কারের দাবি ঝুলে থাকে।

এই পর্যায়ে তিনি চাইলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলাপ করে বিষয়টি সমাধান করতে পারতেন। কিন্তু ২০২৪ সালের জুলাইয়ে পরিস্থিতি সহিংস হয়ে ওঠে এবং ১৬ জুলাই থেকে রাস্তায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। দ্য ডেইলি স্টারের সাংবাদিকরা সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মরদেহের সংখ্যা গুনেছেন। ২০২৪ সালের ১ আগস্ট পর্যন্ত তারা ২০১টি মরদেহ গণনা করেছেন এবং প্রিয়জন হারানো শত শত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। আমরা প্রতিদিন যাচাই করা মৃত্যুর সংখ্যা দিয়ে দিনের প্রধান প্রতিবেদন ও শিরোনাম করেছি।

অসংখ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও হাসিনা দাবি করেছেন, তিনি আন্দোলনকারীদের ওপর গুলির নির্দেশ দেননি। যদি তিনি সত্যিই এই নির্দেশ না দিয়ে থাকেন, তাহলে গুলি চালানো শুরু হলে সেটা বন্ধের নির্দেশ দেননি কেন? গণঅভ্যুত্থানের সময় প্রতিদিন পত্রিকা খুললেই দেখা যাচ্ছিল আগের দিন কতজনের মৃত্যু হয়েছে। যদি তিনি সত্যিই হত্যার নির্দেশ না দিয়ে থাকেন, তাহলে কেন তাৎক্ষণিকভাবে এই হত্যাকাণ্ড বন্ধের নির্দেশ দেননি? কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন রাস্তায় গুলি চলছে, সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, অথচ প্রধানমন্ত্রী সেটা জানেন নাড়এটা কেউ কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারবে না, এটা বিশ্বাস করার কোনো সুযোগই নেই। তিনি জানতেন এবং তিনিই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই এ নৃশংস অপরাধগুলোর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততা এবং গুলি চালানোর 'হুকুম' দেওয়ায় তিনিই দায়ী।

আইনি দিকটি একপাশে রেখে বিবেচনা করলেও যারা সেই ভয়াবহ দিনগুলো স্বচক্ষে দেখেছেন, ঘটনাগুলো নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করেছেন, সেগুলো নিয়ে লিখেছেন, সরকারকে সতর্ক করেছেনড়তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সরকারপ্রধান হিসেবে হাসিনা নিজ জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছেন। মাহফুজ আনাম, সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার

ডায়াস্পোরা যখন উন্নয়নের শক্তি হয়ে ওঠে

ডায়াস্পোরাঅর্থায়ন বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ যদিও অনেক দেশের জন্য সমস্যা তৈরি করেছে, তবু পৃথিবীর কিছু দেশ সম্পূর্ণ বিপরীত অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে। বিশেষ করে চীন ও ভারতড়দুটি দেশই দেখিয়েছে যে ডায়াস্পোরা কমিউনিটিকে যদি রাজনীতির বদলে উন্নয়ন, প্রযুক্তি ও দক্ষতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সে ডায়াস্পোরা জাতির জন্য বিশাল সম্পদে পরিণত হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে ভারতের উদাহরণ সবচেয়ে বেশি আলোচিত। ব্যাঙ্গালুরুর 'ইন্ডিয়ান সিলিকন ভ্যালি' গঠনের পেছনে মূল ভূমিকা ছিল বিদেশে থাকা ভারতীয় ডায়াস্পোরার। যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটি, স্টানফোর্ড বা সিলিকন ভ্যালিতে গড়ে ওঠা ভারতীয় প্রকৌশলীরা ১৯৯০ সালের পর দেশে ফিরে 'ব্রেন গেইন' তৈরি করেন।

দেবেশ কাপুর তাঁর ডায়াস্পোরা, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডেমোক্রেসি বইয়ে এই প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখান যে ভারত তার ডায়াস্পোরাকে খুব কৌশলগতভাবে ব্যবহার করেছে; তাদের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে আনা হয়নি; বরং অর্থনীতি, উদ্যোক্তাসংস্কৃতি, আইসিটি, ফিন্যান্স এবং উচ্চশিক্ষায় সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ভারত সরকার ডায়াস্পোরাকে 'ওভারসিস সিটিজেনস অব ইন্ডিয়া' (ওসিআই) স্ট্যাটাস দিয়েছে, যা তাদের বিশেষ অর্থনৈতিক সুযোগ দেয়; কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা বা ভোটাধিকার দেয় না। অর্থাৎ ডায়াস্পোরার সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী করা হয়েছে, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তাদের প্রবেশ সীমিত রাখা হয়েছে।

চীনের অভিজ্ঞতাও একই রকম। ১৯৮৯ সালের তিয়েনআনমেন স্কয়ার ঘটনার পর বহু চীনা ছাত্র পশ্চিমা দেশগুলোতে চলে যায়। সেখানেই তারা উচ্চশিক্ষা, প্রযুক্তি ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হয়। রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও তারা পরবর্তী সময়ে চীনে ফিরে এসে অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও গবেষণাকে বদলে দেয়।

লিউ হং এবং এলস ভ্যান ডংগেন তাঁদের গবেষণা চায়না'স ডায়স্পোরা পলিসিস অ্যাজ অ্যা নিউ মুড অব ট্রানজিশনাল গভর্ন্যান্স এ দেখান যে চীনও ভারতের মতো ডায়াস্পোরাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে; কিন্তু তাদের রাজনীতির বাইরে রেখেছে। ডায়াস্পোরা চীনে বিনিয়োগ, প্রযুক্তি স্থানান্তর, উদ্যোক্তা নেটওয়ার্ক এবং বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণায় বিপুল ভূমিকা রাখলেও তারা কখনো জাতীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। চীনা সরকারের নীতিটি স্পষ্ট ছিলড় ডায়াস্পোরা হবে উন্নয়নের সঙ্গী, রাজনীতির খেলোয়াড় নয়।

বাংলাদেশে ডায়াস্পোরার নতুন ভূমিকা

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বতী সরকারের একটি প্রবণতা দেখা গেছে; সেটি হলো রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোতে বিদেশে বসবাসকারী বা দ্বৈত নাগরিকত্বধারী বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্তি। এর ফলে সরকারের প্রায় সব ক্ষেত্রেই ডায়াস্পোরার প্রভাব দৃশ্যমানভাবে বেড়েছে।

ভারত ও চীনের মতো প্রবাসীরা উন্নয়ন ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলে সেটি ইতিবাচক হিসেবেই বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে; কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিতর্ক দেখা দিয়েছে তখন, যখন ডায়াস্পোরার ভূমিকা উন্নয়নপরামর্শের বাইরে চলে গিয়ে রাষ্ট্রের সবচেয়ে সংবেদনশীল

বাংলাদেশ ভুল ও বিভ্রান্তিমূলক

৮ পৃষ্ঠার পর

অপরাধের হুমকি আমাদের সকল দেশের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। তাই বাংলাদেশে সাইবার নিরাপত্তাকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।"

অন্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "আঞ্চলিক নিরাপত্তার জটিলতা মোকাবিলায়, আসুন আমরা পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্মান, স্বার্থের পারস্পরিকতা এবং সুবিধা ভাগাভাগির নীতিগুলো বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করি।" স্বাগতিক দেশ ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল সম্মেলনের শুরুতে বক্তৃতা করেন। বাংলাদেশে ডয়চে ভেলের কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলো প্রতিবেদন অনুযায়ী অজিত দোভাল বলেন, "মহাসাগর আমাদের সবচেয়ে বড় ঐতিহ্য। এটি আমাদের অর্থনীতির চালিকা শক্তি। সদস্য রাষ্ট্রগুলো অভিন্ন সামুদ্রিক মানচিত্র ভাগাভাগি করে বলেই আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের একটি উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সামুদ্রিক এলাকা বিকাশের স্বার্থে আমাদের একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে হবে।"

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১ বিলিয়ন ডলারের সয়াবিন আমদানির

১২ পৃষ্ঠার পর

ব্যারিস্টার তাসনিম মোস্তফা, নির্বাহী পরিচালক ও হেড অব এক্সপোর্ট সামিরা রহমানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। পরিদর্শন শেষে ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি আমদানি করা সয়াবিন বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে, যা শুধু মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তায় নয়, পশুপালন ও মাছ চাষসহ কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

তিনি আরো বলেন, 'নভেম্বরের শুরুতে মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও ডেল্টা এগ্রোর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সয়াবিন আমদানি এক লাফে ১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা দেড় বছর আগেও কল্পনাতীত ছিল। তখন আমদানি ছিল ৩৫০ মিলিয়ন ডলার, সেখান থেকে চলতি বছর ৫০০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এখন ১ বিলিয়ন ডলারের পথে যাত্রা, এটি সত্যি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।'

এ সময় এমজিআই পরিচালক তানজিমা মোস্তফা বলেন, 'আমাদের চেয়ারম্যান সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে বিপুল পরিমাণ সয়াবিন আমদানির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এর অংশ হিসেবে আমরা এরই মধ্যে সাত লাখ টনের বেশি সয়াবিন এনেছি, যা যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিন আমদানির ইতিহাসের সর্বোচ্চ। আমাদের লক্ষ্য বছরে এক মিলিয়ন টন আমদানি করা।'

উল্লেখ্য, এমজিআইয়ের মালিকানাধীন মেঘনা সিডস ক্রাশিং মিলস লিমিটেড ও সোনারগাঁও সিডস ক্রাশিং মিলস লিমিটেডের দৈনিক ক্রাশিং সক্ষমতা সাড়ে সাত হাজার টন, যা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ। সংবাদসূত্র দৈনিক বণিকবার্তা

হাসিনার সাজার পর আওয়ামী

১৪ পৃষ্ঠার পর

করার দাবি শুরুতে ছিল না। দাবি ছিল 'মানবতাবিরোধী অপরাধের' বিচারের। হঠাৎ করেই পরিস্থিতি বদলে যায়। নতুন তৈরি হওয়া এনসিপির একদল কর্মী-সমর্থক রাস্তা অবরোধ করে এবং প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার দিকে অগ্রসর হলে সরকার নির্বাহী আদেশে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। নির্বাচন কমিশন যেহেতু চলে সরকারের ইশারায়, কমিশন কালবিলম্ব না করে আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত করে এবং নির্বাচনী প্রতীকের তালিকা থেকে আওয়ামী লীগের 'নৌকা' বাদ দেয়। এখন অন্য অনেক দলও একই সুরে কথা বলছে। আওয়ামী লীগের প্রকাশ্যে রাজনীতি করার পক্ষে দাঁড়ানোর ঝুঁকি নিচ্ছেন না কেউ। তবে তাঁরা কেউ কেউ বাহাত্তরের সংবিধান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অফিসের দেয়ালে শেখ মুজিবের ছবি টাঙানোড়মিহি সুরে এ কথাগুলো বলছেন।

একটি দল যদি মনে করে তারা একটি ডকট্রিন অনুসরণ করে, তাহলে সে দলটি নির্মূল করা কঠিন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো জামায়াতে ইসলামী। পাকিস্তানে দুবার এবং বাংলাদেশে দুবারড়মোট চারবার দলটি নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে আহমদিয়াবিরোধী দাঙ্গা উসকে দেওয়ার অভিযোগে জামায়াতের আমির মাওলানা মওদুদীর ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন একটি ট্রাইব্যুনাল। তাতে কোনো কাজ হয়নি। জামায়াত আছে বহালতবিয়তে। একটি দল যদি প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ না পায় কিংবা প্রকাশ্যে কাজ করা খুব ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে, তখন সে দলটি আত্মগোপনে গিয়ে নানা তৎপরতা চালায়, চোরাগোপ্তা হামলা করে, এখানে-সেখানে বোমা ফেলে, আগুন দেয়। আমরা পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি এবং জাসদ সৃষ্ট বিপ্লবী গণবাহিনীর কথা ভুলিনি। সেই পথ ধরে আওয়ামী লীগের লোকেরা এখন বিভিন্ন জায়গায় একই ধরনের তৎপরতা চালাচ্ছে, লকডাউন ঘোষণা করে জনজীবন ব্যাহত করছে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ হলো তারা মনেই করে না তাদের কোনো ভুলভ্রান্তি আছে। তাদের মধ্যে মনস্তাপ নেই, অনুশোচনা নেই। ফলে তাদের বিরুদ্ধে সমাজের একটা বড় অংশের ক্ষোভ বাড়ছে। এটাও ঠিক যে এ দেশের কোনো রাজনৈতিক দলই সরকারে গিয়ে ভুলভ্রান্তি করে থাকলে তা স্বীকার করার সৎসাহস দেখায়নি। তারা সবাই নিজেদের অভ্রান্ত মনে করে।

পঁচাত্তরের আগস্ট-পরবর্তী সময়ে দেখেছি, আওয়ামী লীগের অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, অনেকেই গিয়েছিলেন আত্মগোপনে, ভারতে চলে গিয়েছিলেন কেউ কেউ। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ভারতে চলে যাওয়ার উদাহরণ তৈরি করেছিলেন আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, সিপিবি সমন্বয়ে গঠিত বাকশালের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাদের সিদ্দিকী, শামীম ওসমান, শেখ সেলিম, মোস্তফা মহসীন মন্টু, নুরুল ইসলাম নাহিদ, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মোনায়েম সরকার, এস এম ইউসুফ, ওবায়দুল কাদের প্রমুখ। এবারও দেখা গেছে, অনেকেই ভারতে চলে গেছেন। ভারতকেই তাঁরা নিরাপদ আশ্রয় মনে করেন। ভারতের সঙ্গে আওয়ামী লীগের এটা দীর্ঘদিনের রসায়ন। ভারতে সরকার বদল হলেও এই সমীকরণ পাল্টায় না।

আওয়ামী লীগ কি চিরদিন ভারতনির্ভর একটি দল হয়ে থাকবে? এটি অবশ্য অস্বাভাবিক মনে হয় না। এ দেশে যদি চীনপন্থী, রুশপন্থী, পাকিস্তানপন্থী দল থাকতে পারে, তাহলে ভারতপন্থী নয় কেন? এটা ঠিক যে আওয়ামী লীগের পক্ষে ভারতের দূতিয়ালি বেশ জোরালো। আওয়ামী লীগ শিগগিরই রাজনীতিতে প্রকাশ্য হতে পারবে কি না, তা অনেকটাই নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক চাপ, বিশেষ করে ভারত ও তার আন্তর্জাতিক মিত্রদের ইচ্ছার ওপর। এ ক্ষেত্রে একটি 'অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের' দাবিতে আওয়ামী লীগের পক্ষে ন্যায্যতা তৈরি হবে। মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো-র সৌজন্যে

এক নারীকে ICE এজেন্ট সেজে

৩৮ পৃষ্ঠার পর

আদালত ভবন থেকে বের হওয়ার সময় সাংবাদিকরা যখন জানতে চান কেন তিনি নিজেকে ওঈঊ কর্মকর্তা পরিচয় দিয়েছিলেন, তখন তিনি কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।

অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারিত হয়েছে ৬ জানুয়ারি ২০২৬। এই মামলা এখন নিউ ইয়র্ক শহরের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, ফেডারেল কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশি কমিউনিটি সবার নজরে। বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আগামী মাসগুলোতে এই ঘটনার ভবিষ্যৎ পরিণতি নির্ধারিত হবে এবং সামনে আরও তথ্য প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। - নজরুল ইসলাম মিন্টু কানাডা থেকে সম্প্রচারিত দেশেবিদেশে টিভির প্রধান নির্বাহী

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI & BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

জাতিসংঘে ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা

১০ পৃষ্ঠার পর

সংঘাতের পক্ষ হিসেবে দাঁড় করাবে।

প্রস্তাব অনুযায়ী, আইএসএফ ইসরায়েল ও মিশরের পাশাপাশি একটি নতুন প্রশিক্ষিত ও পরীক্ষিত ফিলিস্তিনি পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে কাজ করবে। এর লক্ষ্য, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং হামাসসহ অ-রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে স্থায়ীভাবে নিরস্ত্র করার প্রক্রিয়া গতিশীল করা।

এখন পর্যন্ত ওই এলাকার পুলিশ বাহিনী হামাসের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে।

জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ জানান, আইএসএফকে এলাকা সুরক্ষিত করা, গাজার নিরস্ত্রীকরণে সহায়তা করা, সন্ত্রাসী অবকাঠামো ভেঙে ফেলা, অস্ত্র অপসারণ করা এবং ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হবে।

এছাড়া, নিরাপত্তা পরিষদ বোর্ড অফ পিস (বিওপি) নামে একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসন কাঠামো গঠনের অনুমোদন দেয়। এটি একটি ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাটিক, অরাজনৈতিক কমিটির তত্ত্বাবধানে গাজার পুনর্গঠন ও মানবিক সহায়তা তদারকি করবে।

প্রস্তাব অনুযায়ী, দুই বছরের যুদ্ধের পর গাজার পুনর্গঠনের অর্থায়ন বিশ্বব্যাংকের সমর্থিত একটি ট্রাস্ট ফান্ড থেকে আসবে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, আইএসএফ এবং বিওপি উভয়ই একটি ফিলিস্তিনি কমিটি ও পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি কাজ করবে।

নিরাপত্তা পরিষদের এই ভোটকে ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি বলেন, এটি বিওপি-কে স্বীকৃতি ও সমর্থন দেওয়ার একটি উপায়। এর চূড়ান্ত সদস্যদের নাম শিগগিরই ঘোষণা করা হবে এবং তিনিই এর সভাপতিত্ব করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ট্রুথ সোশ্যালএ তিনি লিখেছেন এটি জাতিসংঘের ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম অনুমোদন হিসেবে স্থান পাবে, যা সারা বিশ্বে আরও শান্তি আনবে এবং এটি একটি সত্যিকারের ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

আগের খসড়াগুলোর তুলনায় এ প্রস্তাবে ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রত্বের একটি বিশ্বাসযোগ্য পথের উল্লেখ রয়েছে, যা পরিষদের বেশ কয়েকজন সদস্য চেয়েছিলেন।

ইসরায়েল দীর্ঘদিন ধরে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে আসছে, যা ভবিষ্যতের রাষ্ট্রগঠনের পথে বড় বাধা। অন্যদিকে, প্রধান আরব রাষ্ট্রগুলো খসড়া প্রস্তুতকারীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে চাপ দেয়।

জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র বলেন, প্রস্তাবটিকে মাঠ পর্যায়ে নির্দিষ্ট এবং জরুরিভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ... হিসেবে অনুবাদ করতে হবে এবং এটি দুই-রাষ্ট্র সমাধান অর্জনের জন্য একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দিকে নিতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ) এবং মিশর, সৌদি আরব ও তুরস্কসহ বেশ কয়েকটি আরব ও মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ দ্রুত প্রস্তাবটি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। পিএ বলেছে, শর্তগুলো জরুরিভাবে এবং অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

রাশিয়া ও চীন ভেটো না দিলেও ভোটদানে বিরত থাকে। মূলত পিএসহ আরও আটটি আরব ও মুসলিম দেশের সমর্থনের কারণে তারা প্রস্তাব আটকে দেয়নি।

তবে মস্কো ও বেইজিং উভয়ই প্রস্তাবের সমালোচনা করেছে। তাদের মতে, মূল প্রক্রিয়াগুলোর কাঠামো অস্পষ্ট, এতে জাতিসংঘের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত নয় এবং দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের অঙ্গীকারও যথেষ্টভাবে পুনর্ব্যক্ত করা হয়নি।

পরিকল্পনার প্রাথমিক ধাপ ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি-বন্দী বিনিময় ১০ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়েছে। রাষ্ট্রদূত ওয়াল্টজ একে ভঙ্গুর, ভঙ্গুর প্রথম পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছেন।

ট্রাম্পের পরিকল্পনা কার্যত ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ স্থগিত করেছে। সংঘাতটি শুরু হয়েছিল ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর, যেখানে প্রায় ১,২০০ জন ইসরায়েলি নিহত এবং ২৫১ জন জিম্মি হন।

হামাস-পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, এরপর থেকে গাজায় ইসরায়েলি অভিযানে ৬৯,৪৮৩ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

শান্তি প্রস্তাব মেনে নিতে ইউক্রেনকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে

১১ পৃষ্ঠার পর

রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এ অঞ্চল যেসব এলাকার নিয়ন্ত্রণ এখনো কিয়েভের সেনাদের হাতে আছে ,তা-ও মস্কোর কাছে ছাড়তে হবে। বিনিময়ে অন্য অঞ্চলে দখলে নেওয়া ইউক্রেনের কিছু অঞ্চল ছাড়বে রাশিয়া।

প্রস্তাবের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইউক্রেনকে নিজেদের সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা কমিয়ে ছয় লাখে নিয়ে আসতে হবে। আর ইউক্রেন কখনো ন্যাটোর সদস্য হতে পারবে না।

গতকাল পুতিন নিজেদের নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বলেন, ‘আমার বিশ্বাস, এটা (যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব) চূড়ান্ত সমঝোতার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।’

পুতিন বলেন, ‘কিয়েভ যদি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে না চায় এবং তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাঁরা এবং ইউরোপীয় যুদ্ধংদেহী শক্তিগুলোকে বুঝতে হবে, (সম্প্রতি) কুপিয়ানস্কে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি রণক্ষেত্রের অন্যান্য অংশেও অপরিহার্যভাবে পুনরাবৃত্তি হবে।’ পুতিন এখানে চলতি মাসের শুরুর দিকে রুশ সেনাদের ইউক্রেনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কুপিয়ানস্ক শহর দখলে নেওয়ার প্রসঙ্গ টেনেছেন।

পুতিন জানান, গত আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের আগে এই শান্তি প্রস্তাব নিয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে মস্কোর আলোচনা হয়েছে। ওয়াশিংটনের অনুরোধে মস্কো কিছু ছাড়ও দিয়েছে।

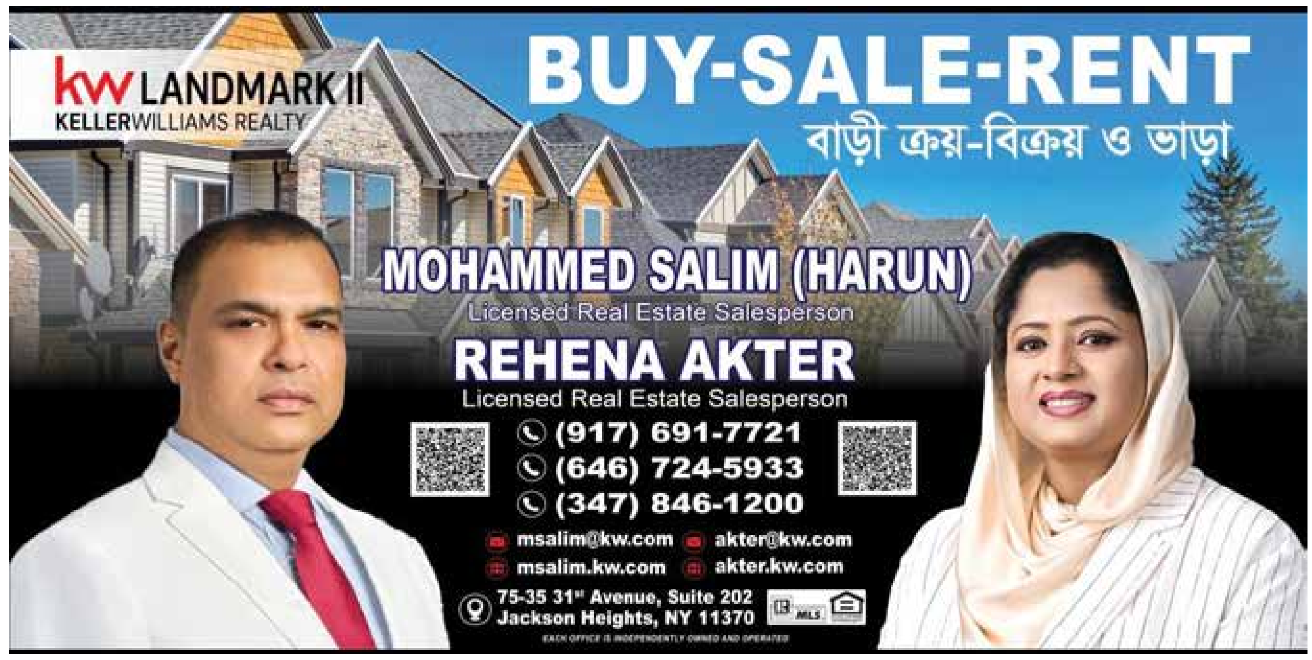

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

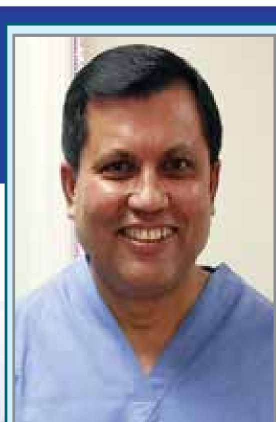

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ট্রাম্প-মামদানির বিস্ময়কর বৈঠকে

৪ পৃষ্ঠার পর

মামদানি যে ইস্যুতে সফল হয়েছেন; সেই জীবনযাত্রার খরচেই ট্রাম্প এখন সবচেয়ে চাপে রয়েছেন।

মামদানির শৃঙ্খলাবদ্ধ বার্তা দেওয়ার ক্ষমতা জানার পর হয়তো ট্রাম্প তাঁকে নিয়ে ঝামেলায় যেতে চাননি।

রিপাবলিকান কৌশলের বড় ধরনের ক্ষতি

এ বন্ধুত্বপূর্ণ দৃশ্য রাজনৈতিকভাবে রিপাবলিকানদের জন্য সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাঁরা যেভাবে ঘটনা তুলে ধরছিলেন, তা ঘটল সম্পূর্ণ উল্টো; আর অনেকে এটি আশাও করেননি।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ক্যারোলাইন লেভিট গত বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, এটা অনেক কিছু বলে দেয় যে আগামীকাল (গতকাল শুক্রবার) হোয়াইট হাউসে একজন কমিউনিস্ট আসছেন। কেননা, দেশের সবচেয়ে বড় শহরের মেয়র হিসেবে ডেমোক্র্যাটরা তাঁকে বেছে নিয়েছেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স মজা করে বলেন, 'মামদানির সঙ্গে দেখা এড়াতে তাঁর হয়তো ''পেটের সমস্যা'' হবে।'

গতকাল দুপুরে ফ্লোরিডার রিপাবলিকান সিনেটর রিক স্কট মামদানিকে 'আক্ষরিক অর্থেই একজন কমিউনিস্ট' উল্লেখ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে 'তিনি হোয়াইট হাউসে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে রাজনৈতিক শিক্ষা নিতে।'

কিন্তু সত্য হলো এমন কিছুই ঘটেনি। রিপাবলিকানদের জন্য এটি শুধু বিস্ময়কর নয়; বরং খানিকটা সমস্যারও।

কারণ, রিপাবলিকানরা বেশ কয়েক সপ্তাহ, এমনকি কয়েক মাস ধরে বলে আসছেন যে ডেমোক্রেটিক পার্টির অনেক নেতাকে তাঁরা মামদানির রাজনীতির (বাম ধারার) সঙ্গে যুক্ত করবেন। ডেমোক্র্যাটরাও এটি ভয় পাচ্ছিলেন। এ জন্য তাঁদের কেউ কেউ মামদানিকে সমর্থন দিতেও দ্বিধায় ছিলেন। কারণ, সমর্থন দিলে রিপাবলিকানরা তাঁদেরও মামদানির মতো 'উগ্র বাম' বলে আক্রমণ করতে পারতেন।

ট্রাম্পের নীতি আর ডেমোক্র্যাটদের কথিত 'কমিউনিজম'-এর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখানোর জন্য এ বৈঠক ছিল রিপাবলিকানদের প্রথম বড় সুযোগ। কিন্তু ট্রাম্প সেই কৌশলকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দিলেন।

এর মানে এ নয় যে রিপাবলিকানরা তাঁদের কৌশল থেকে সরে আসবেন। তবে কাজটি কঠিন হয়ে গেল। কারণ, এখন ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ট্রাম্প নিজেই মামদানির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের মিলের জায়গাগুলো তুলে ধরছেন এবং বলছেন, রক্ষণশীলরাও মামদানিকে দেখে অবাক হতে পারেন।

এমনকি মামদানিকে 'জিহাদি' বলা; রিপাবলিকানদের সেই সাধারণ অভিযোগও ট্রাম্প প্রত্যাখ্যান করেন। নিউইয়র্কের রিপাবলিকান গভর্নর পদপ্রার্থী এলিস স্টেফানিক তাঁকে এ কথা বলেছিলেন কি না, জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, 'না, আমি তা মনে করি না।'

ট্রাম্প আরও বলেন, 'তিনি (এলিস স্টেফানিক) এখন প্রচার চালাচ্ছেন, আর প্রচারে অনেক কিছু বলা হয়ে থাকে।' এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট, মামদানিকে নিয়ে রিপাবলিকানদের আক্রমণকে ট্রাম্প খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাননি।

এখন সবচেয়ে মজার প্রশ্ন হলো এই 'কমিউনিস্ট জিহাদি'কে (রিপাবলিকানদের ভাষায়) পুরোপুরি ছাড় দেওয়ার জন্য ট্রাম্পকে নিজেদের দল থেকে কেউ কি সমালোচনা করবেন? সংবাদসূত্র সিএনএন

নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি

৪৬ পৃষ্ঠার পর

জানানোর পর মামদানি তার এই অবস্থান জানালেন। মেয়র নির্বাচনে জয়ের আগেও তিনি একই অবস্থান জানিয়েছিলেন।

এবিসি৭এর এক লাইভ অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ককে 'আন্তর্জাতিক আইনের শহর' হিসেবে উল্লেখ করেন মামদানি।

তিনি বলেন, নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানাসহ আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান দেখাবে। ওই পরোয়ানায় নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা এবং যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ক্ষুধাকে ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়।

মামদানি বলেন, "আমি বারবার বলেছি, আমি বিশ্বাস করি এটি আন্তর্জাতিক আইনের শহর। আর আন্তর্জাতিক আইনের শহর হওয়া মানে আন্তর্জাতিক আইনকে বজায় রাখা। এর অর্থ হলো- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের পরোয়ানাগুলোকে সম্মান জানানো, তা বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হন বা ভ্লাদিমির পুতিন।"

"আমরা একটি বৈশ্বিক শহর, কিন্তু নিউইয়র্কবাসী আমাদের মূল্যবোধ নিয়ে কথা ও কাজে ধারাবাহিকতা দেখতে চান। তাই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের এই পরোয়ানাগুলো বাস্তবায়নের জন্য আইনি সম্ভাবনাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করা জরুরি", তিনি যোগ করেন।

নির্বাচনের আগে গত অক্টোবরে ফক্স নিউজের 'দ্য স্টোরি' অনুষ্ঠানে মামদানি বলেছিলেন, আইনগতভাবে সম্ভব হলে তিনি নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তার করবেন। তার ভাষায়, নিউইয়র্ক "এসব নীতি ধরে রাখতে ও সমুন্নত রাখতে" চায়।

মামদানি জানান, তিনি নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তার নিশ্চিত করতে নতুন কোনো আইন করার উদ্যোগ নেবেন না। একই সঙ্গে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পেরও সমালোচনা করেন।

"ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো নই আমি। আমি বিদ্যমান আইন-কানুনের মধ্যে থেকেই কাজ করি। তাই আমি নতুন আইন তৈরি করব না; বরং যেসব আইনি সুযোগ আছে, সেগুলোই সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগাব।"

সম্প্রতি নেতানিয়াহুর সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন এরিক অ্যাডামস। ইসরায়েল হায়োমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অ্যাডামস বলেন, "আমার বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রীকে (নেতানিয়াহু) শহরটি সফর করা উচিত। তিনি মামদানির শপথ অনুষ্ঠানে সিটি কাউন্সিলের উপস্থিতিতে যোগ দেওয়ার মাধ্যমেই (সফর) শুরু করতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সবচেয়ে বড় ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি এটি হবে একটি শক্তিশালী বার্তা যে তিনি নিউইয়র্কে সফর অব্যাহত রাখবেন।"

এবিসি৭এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে মামদানি নিউইয়র্কের ইহুদি সম্প্রদায়কে সুরক্ষা ও সহায়তার অঙ্গীকারও পুনর্ব্যক্ত করেন।

আগামী ১ জানুয়ারি অ্যাডামসের মেয়াদ শেষ হলে মামদানি হবেন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শহরের প্রথম মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত মেয়র।

এইচ-১বি ভিসা বাতিলের পথে

৪৬ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে সঙ্গে অভিবাসীদের দেশে ফিরে যেতে বাধ্য করা হবে। এ ছাড়া গ্রিনকার্ড ও পরবর্তী সময় নাগরিকত্ব পাওয়ার পথও বন্ধ হয়ে যাবে।

ফিউচারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও রাঘব গুপ্তা বলেন, নতুন নীতির ফলে শুধু গভীর প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞরাই বিবেচনায় আসবেন। তিনি বলেন, 'এইচ১বি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর অবস্থান বৈশ্বিক টেক নিয়োগকে বিশেষ দক্ষতার দিকে সরিয়ে দিচ্ছে। এআই, ডেটা, ক্লাউড ও সাইবার সিকিউরিটির মতো ক্ষেত্রেই বেশি সুযোগ তৈরি হবে। সাধারণ ক্যাপাসিটিভিত্তিক ভূমিকা আর যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হবে না। দূরবর্তী ও হাইব্রিড বৈশ্বিক ভূমিকার চাহিদা বাড়বে এবং যেসব দেশ দক্ষ কর্মশক্তি প্রস্তুতিতে বিনিয়োগ করবে, তারাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে।'

কোম্পানিগুলোয় অফশোর মডেল শক্তিশালী হচ্ছে

ম্যাভেরিক সিস্টেমস লিমিটেডের সিওও সুব্রামানিয়ান এন এন মনে করেন, নীতি পরিবর্তনে বৈশ্বিক টেক কোম্পানিগুলোর নিয়োগ পরিকল্পনায় তেমন বড় পরিবর্তন না-ও আসতে পারে।

সুব্রামানিয়ান জানান, 'কোম্পানিগুলো এরই মধ্যে অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং হাব ও অফশোর সেন্টার প্রসারিত করছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় টেক ট্যালেন্ট তৈরিতে বিনিয়োগ বাড়ানো হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে আমাদের প্রতিষ্ঠানে এইচ১বি নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।'

দ্রুত বাড়বে স্কিলফার্স্ট গ্লোবাল টিম

নিউটন স্কুলের সহপ্রতিষ্ঠাতা নিশান্ত চন্দ্রা বলেন, প্রস্তাবিত এক লাখ ডলারের এইচ১বি ফি প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত ভিসানির্ভর নিয়োগ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তাঁর বিশ্লেষণ, ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় অফশোর ও হাইব্রিড টিম আরও বড় হবে। কারণ, খরচ কম এবং দক্ষ জনশক্তির জোগান বাড়ছে। এআই, ডেটা সায়েন্স ও সাইবার সিকিউরিটিতে আঞ্চলিক আপস্কিলিংয়ে বিনিয়োগ বাড়বে, যা ভারতকে শুধু ট্যালেন্ট এক্সপোর্টার নয়; বরং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কেন্দ্রেও পরিণত করবে।

ভারতসহ এশিয়ায় টেক উদ্ভাবন বাড়ার সম্ভাবনা

বিশ্লেষকদের মতে, নীতি পরিবর্তন বৈশ্বিক কর্মসংস্থানের ধরন বদলে দেবে। ফলে ভিসানির্ভর নিয়োগ কমবে, স্কিলফার্স্ট, ডিস্ট্রিবিউটেড টেক টিম বাড়বে এবং ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অফশোর হাবের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে।

এশীয় দেশগুলোয় অপারেশনাল খরচ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের তুলনায় ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ কম। কর্মী হ্রাস ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কম হওয়ায় টেক কোম্পানিগুলো সেখানে বড় টিম গড়তে উৎসাহী হবে।

ট্রাম্প প্রশাসন কি নমনীয় হচ্ছে?

অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে জানান, নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশি প্রতিভা প্রয়োজন। তাঁর মতে, জটিল ও সংবেদনশীল খাতে, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা খাতে দীর্ঘদিন বেকার থাকা মার্কিন নাগরিকদের অল্প সময়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করা সম্ভব নয়, তাই দক্ষ অভিবাসীর প্রয়োজন রয়ে গেছে।

কংগ্রেস ছাড়ছেন রিপাবলিকান টেলর

৪৬ পৃষ্ঠার পর

পদত্যাগ করবেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রকাশ্যে বিরোধে জড়ানোর কয়েকদিন পর মার্কিন রাজনীতির প্রভাবশালী এই রিপাবলিকান অপ্রত্যাশিতভাবে পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন।

গ্রিন শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় জানান, তিনি ৬ জানুয়ারি ২০২৬ সালে কংগ্রেস ছাড়ছেন।

রিপাবলিকান এই নারী রাজনীতিবিদ কংগ্রেসে ট্রাম্পের অন্যতম কট্টর সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু শিশু যৌন নিপীড়ক প্রয়াত জেফ্রি এপস্টাইন সম্পর্কিত ফাইল প্রকাশের জন্য তার অবিরাম দাবি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিক্ত বিরোধের সৃষ্টি করে। ট্রাম্প তখন থেকেই তাকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে আখ্যা দিয়ে আসছেন।

ভিডিও বিবৃতিতে গ্রিন বলেন, "আমি 'নিপীড়িত স্ত্রী'র মতো হতে রাজি নই, আশা করি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে এবং ভালো হয়ে যাবে।"

মধ্যবর্তী নির্বাচনে গ্রিনকে হারাতে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমর্থন দেওয়ার হুমকি দেওয়া ট্রাম্প, এবিসি নিউজকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে গ্রিনের পদত্যাগের ঘোষণাকে 'দেশের জন্য দুর্দান্ত খবর' বলে অভিহিত করেছেন।

গ্রিন ঘোষণায় বলেন, "আমি চাই না আমার প্রিয় জেলাটি আমার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টের বেদনাদায়ক ও বিদ্বেষপূর্ণ প্রাইমারি (দলীয় প্রার্থী নির্বাচনের ভোট) দেখুক, তাও সেই প্রেসিডেন্ট যার জন্য আমরা সবাই লড়েছি।"

তিনি আরো বলেন, "নির্বাচনে আমি (হয়তো) লড়াই করে জিতব, কিন্তু রিপাবলিকানরা সম্ভবত মধ্যবর্তী নির্বাচনে হারতে যাচ্ছে।"

সম্পর্ক খারাপ হওয়ার আগ পর্যন্ত ট্রাম্প ও গ্রিন ছিলেন দীর্ঘদিনের মিত্র; জর্জিয়ার এ প্রতিনিধি ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' এজেন্ডাকে সামনে এগিয়ে নিতে ব্যাপক পরিশ্রমও করেছেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে গ্রিন এপস্টাইন সম্পর্কিত ফাইল প্রকাশের দাবিতে সোচ্চার হলে দুজনের সম্পর্কে ফাটল ধরে।

ট্রাম্প কয়েক মাস ধরে দাবি করে আসছিলেন যে, এপস্টাইন ইস্যুটি তার রাজনৈতিক বিরোধীদের দ্বারা তৈরি একটি বিভ্রান্তি, যা তার প্রশাসনের সাফল্য থেকে মনোযোগ সরানোর অপচেষ্টা।

গ্রিন তার পদত্যাগপত্রে ট্রাম্পের সমালোচনা করে বলেন, "১৪ বছর বয়সে ধর্ষিত, ধনী ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের দ্বারা পাচার ও ভোগের শিকার আমেরিকান নারীদের পক্ষে দাঁড়ানোর ফলে আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলা উচিত নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট যার জন্য আমি লড়াই করেছি, তার আমাকে হুমকি দেওয়া উচিত নয়।"

গ্রিন গত কয়েক মাসে অনেক টক-শোতে গিয়ে ট্রাম্প ও তার সহকর্মী রিপাবলিকানদের সমালোচনা করেন। তিনি ভোটারদের জন্য খরচ কমাতে প্রেসিডেন্টের যথেষ্ট পদক্ষেপ না নেওয়ার বিষয়ে এবং তার শুল্ক নীতির সমালোচনা করেন। তবে সর্বোপরি, তিনি এপস্টাইন সম্পর্কিত নথি প্রকাশ না করার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করেন।

ট্রাম্প গত সপ্তাহে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক পোস্ট করে এর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। গ্রিনকে 'বিশ্বাসঘাতক' ও 'পাগলাটে' বলে অভিহিত করেছিলেন। ট্রাম্প আরো মন্তব্য করেন যে, গ্রিনকে পদচ্যুত করা উচিত এবং কংগ্রেসে তার জেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমর্থন করা উচিত।

তবে গ্রিনের চেষ্টা বৃথা যায়নি, তার মতো অনেক রিপাবলিকানের মিলিত সহায়তায় মার্কিন কংগ্রেস বিচার মন্ত্রণালয়কে এপস্টাইন সংক্রান্ত সব নথি প্রকাশে বাধ্য করতে পেরেছে। মঙ্গলবার দেশটির পার্লামেন্টে এ সংক্রান্ত বিল পাস হওয়ার পরদিনই ট্রাম্প তাতে স্বাক্ষর করে একে আইনে পরিণত করেছেন।

পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়া ভিডিও বার্তায় গ্রিন তার অর্জনগুলোর তালিকা দেন। পদত্যাগপত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ট্রাম্পের মন্তব্যগুলো 'বেদনাদায়ক'।

এক নারীকে ICE এজেন্ট সেজে

৪৬ পৃষ্ঠার পর

কয়েকটি গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবেদনে বলা হয়, নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সার্জেন্ট আতিকুল ইসলাম (২৯), অনলাইনে পরিচিত এক নারীকে প্রেমের প্রস্তাব দেন এবং ওই নারী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলে ঘটনাটি আকস্মিক মোড় নেয়। প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে ওঈউ এর একজন উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দিয়ে ওই নারীকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেন। বিষয়টি দ্রুতই ফেডারেল অপরাধের পর্যায়ে চলে যায়।

ব্রুকলিনের সার্ভিস এরিয়া থ্রি থেকে কর্মরত সার্জেন্ট আতিকুল ইসলাম তাঁর বাবা ও ভাইয়ের সঙ্গে বসবাস করেন। তদন্তে জানা যায়, তিনি অনলাইনে পরিচিত ওই নারীকে বেশ কিছুদিন ধরে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সম্পর্কের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তিনি নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেন। অভিযোগপত্র অনুসারে, গত মার্চে কর্তব্যের বাইরে তিনি ওই নারীকে ফোন ও বার্তায় জানান যে ওঈউ কর্মকর্তারা তাঁর কুইন্সের বাসায় পৌঁছে যাবে যে কোনো সময়। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেকে ওঈউ এর ফিল্ড ডিরেক্টর বলে পরিচয় দেন এবং দাবি করেন যে ওই নারী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ১৫ এপ্রিল নিউ ইয়র্ক সিটির অফিসে হাজির হতে হবে।

তদন্তকারীরা আরও জানতে পারেন, অনলাইনে আতিকুল ইসলাম নিজেকে জেমস ডব্লিউ অ্যান্ডারসন নামেও পরিচয় দিতেন। বহুরূপী পরিচয়ের এই ব্যবহার তদন্তকারীদের আরও সন্দেহে ফেলেছে। ভুক্তভোগী নারী ভয় পেয়ে ঘটনাটি ঘণচঙ এর ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোতে জানান। অভ্যন্তরীণ তদন্তে নিশ্চিত হয় যে সার্জেন্ট আতিকুল ইসলাম সত্যিই ওঈউ কর্মকর্তার পরিচয় ব্যবহার করেছেন, যা একটি গুরুতর ফেডারেল অপরাধ। পরে ঘণচঙ বিষয়টি অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটিকে জানায়।

ঠিক এই পর্যায়ে ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়ে কমিউনিটিতে এবং শুরু হয় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া। নিউ ইয়র্ক এবং আশপাশের বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যর্থতা কখনোই একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে এমন বিপজ্জনক পথে ঠেলে দিতে পারে না। অভিবাসীদের নিরাপত্তা, আস্থা এবং মানসিক স্থিতির ওপর ওঈউ সম্পর্কিত যেকোনো হুমকি সরাসরি আঘাত করে। তাই বিষয়টি কেউই হালকাভাবে নিচ্ছেন না।

বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গরা বলছেন, নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশিরা দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম, সততা এবং নৈতিকতা দিয়ে নিজেদের একটি পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। একজন ব্যক্তির ভুল সিদ্ধান্ত পুরো সম্প্রদায়ের সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও আলোচনা চলছে যে একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছ থেকে পেশাদারিত্ব প্রত্যাশিত, সেখানে প্রতিশোধপরায়ণতা শুধু হতাশাজনক নয়, বরং কমিউনিটির প্রতি দায়িত্ববোধের ঘাটতিও প্রকাশ করে। অনেকে আশা করছেন যে আইনের সঠিক প্রয়োগ এই ঘটনার মাধ্যমে নিশ্চিত হবে এবং ভবিষ্যতে এমন আচরণ থেকে অন্যরা বিরত থাকবে।

ফেডারেল তদন্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। ভুক্তভোগী নারী কিংবা তাঁর পরিবারের প্রকৃত অভিবাসন অবস্থা পরিষ্কার নয়। তবে এই অনিশ্চয়তাই আতিকুল ইসলামের হুমকিকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছিল।

পরবর্তীতে ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি তাঁর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মকর্তা পরিচয় ভুয়া ব্যবহার করার অভিযোগে এক দফা মামলা দায়ের করে। ১৮ নভেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ব্রুকলিনের ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক ট্যারিন মার্কলের আদালতে হাজির করা হলে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। বিচারক তাঁকে ২৫ হাজার ডলারের ব্যক্তিগত বন্ডে মুক্তি দেন। তবে মুক্তির শর্ত ছিল কঠোর। তাঁকে ভুক্তভোগী নারীর বাসার আশপাশে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয় এবং ভুক্তভোগীর সঙ্গে যেকোনো ধরনের যোগাযোগও নিষিদ্ধ করা হয়।

আদালতে সহকারী যুক্তরাষ্ট্র অ্যাটর্নি রেবেকা শুমান বিচারকের উদ্দেশে বলেন যে আতিকুল ইসলাম ভুক্তভোগীর ঠিকানা জানেন, তাই তাঁর চলাচলে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা প্রয়োজন। আইনজীবীর বক্তব্যে বিষয়টির সংবেদনশীলতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সার্জেন্ট আতিকুল ইসলামের আইনজীবী জন আরলিয়া আদালতে জানান যে ঘণচঙ তাঁর ব্যাজ ও সার্ভিস অস্ত্র জব্দ করেছে এবং তাঁকে বেতনসহ সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, তাঁর মক্কেল অভিযোগগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
LOW INCOME NO PROBLEM
ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
ইন্টারেস্ট রেট কম
রি-ফাইন্যান্সিং
ইনভেস্টমেন্ট
প্রি এপ্রোভাল
ফাস্ট ক্লোজিং
মর্টগেজ পরামর্শ
DIRECT LENDER
এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্টে।
ট্যাক্সি ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম।
যারা হোমকেয়ারে কাজ করেন, তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা।
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ী কিনতে পারবেন।
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799
MOZEZA MONALISA
LOAN PRODUCTION COORDINATOR
(347) 403-6644
139-27 QUEENS BLVD SUITE 2, JAMAICA, NY 11435

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

মানিলন্ডারিং মামলায় সাকিব

৮ পৃষ্ঠার পর

দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/১২০ বি/১০৯ ধারায় মামলাটি করা হয়। দুদক জানায়, মামলার তদন্ত অগ্রগতির অংশ হিসেবে ১৫ জন আসামিকে ধারাবাহিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এ তালিকার ২ নম্বর আসামি সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানকে আগামী ২৬ নভেম্বর সকাল ১০টায় দুদক প্রধান কার্যালয়ে হাজির হয়ে বক্তব্য প্রদান করতে বলা হয়েছে।

এ মামলার প্রধান আসামি সমবায় অধিদপ্তরের উপনিবন্ধক মো. আবুল খায়ের (হিরু)।

দুদকের এজাহার অনুযায়ী, আসামি আবুল খায়ের অবৈধ উদ্দেশ্যে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ এর ১৭ ধারা লঙ্ঘন করে নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিও অ্যাকাউন্টসমূহে অসাধু উপায়ে 'সিরিজ ট্রানজেকশন', প্রতারণামূলক 'অ্যাক্টিভ ট্রেডিং' ও 'গ্যাম্বলিং স্পেকুলেশন'-এর মাধ্যমে বাজার কারসাজি করে শেয়ার দর কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করেন। এতে বিনিয়োগকারীদের মোট ২৫৬ কোটি ৯৭ লাখ ৭০ হাজার ৩০৪ টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে দুদকের অভিযোগ।

অভিযোগে আরও বলা হয়, বাজার কারসাজির মাধ্যমে অর্জিত ২৯ কোটি ৯৪ লাখ ৪২ হাজার ১৮৫ টাকার অপরাধলব্ধ অর্থ আসামি আবুল খায়ের তার স্ত্রী কাজী সাদিয়া হাসানের সহায়তায় বিভিন্ন খাতে স্থানান্তর করে উৎস গোপনের চেষ্টা করেন। এছাড়া আবুল খায়েরের ১৭টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোট ৫৪২ কোটি ৩১ লাখ ৫১ হাজার ৯৮২ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন পাওয়া যায়।

যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয়

৮ পৃষ্ঠার পর

তালিকায় থাকাদের মধ্যে এই সংখ্য সাড়ে সাত শতাংশ। তালিকায় বাংলাদেশের পরে রয়েছেন আফগান (৬৭৮৪ জন) ও ভারতীয়রা (৫০৭৩ জন)।যুক্তরাজ্যের সরকার সম্প্রতি অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। ‘অবৈধ অভিবাসী ও অপরাধীদের’ ফেরত নিতে সহায়তা না করলে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চলতি সপ্তাহে কয়েকটি দেশের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার হুমকি দিয়েছে। আশ্রয়প্রার্থীর হার বেশি এমন দেশগুলোর নাগরিকদের বৈধপথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভিসা প্রদানে কঠোরতা আরোপ করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সবশেষ উপাত্ত অনুযায়ী, দেশটিতে অভিবাসনের জন্য চলতি বছরের জুন পর্যন্ত ১২ মাসে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের মোট আট লাখ ৩৪ হাজার ৯৭৭ টি ভিসা ইস্যু করা হয়েছে। কর্মসংস্থান, পড়াশোনা, পারিবারিক পুনর্মিলন বা মানবিক কারণে এসব ভিসা ইস্যু করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ভিসা পেয়েছেন ভারতের নাগরিকেরা, যার সংখ্যা এক লাখ ৬৫ হাজার ৯৭০টি। ইস্যু করা মোট ভিসার প্রায় ২০ শতাংশ বা প্রতি পাঁচটি ভিসার একটি পেয়েছেন তারা।

এরপরের অবস্থানে রয়েছে চীন। দেশটির নাগরিকদের এক লাখ ১৪ হাজার ১৭৮টি ভিসা প্রদান করা হয়েছে। মোট ভিসার হারে এটি ১৩ দশমিক সাত শতাংশ। যুক্তরাজ্যের ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্তী অবস্থানে আছে পাকিস্তান (৬৯,৫৮০ বা ৮.৩%), নাইজেরিয়া (৪৫,৯৬৬ বা ৫.৫%) এবং যুক্তরাষ্ট্র (৩০,৮৯৮ বা ৩.৭%)।

হাসিনা-কামালকে ফেরাতে

৮ পৃষ্ঠার পর

একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, ‘এই দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ফেরত আনার বিষয়ে আমরা রোমের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে যেতে পারি কি না-তা নিয়ে শিগগিরই একটি বৈঠক করব।’

তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ে, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো জানাতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

আসিফ নজরুল বলেন,“শেখ হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান খান কামালকে প্রত্যর্পণের জন্য সরকার ভারতকেও একটি চিঠি পাঠাবে। তারা দুজনই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ (আইসিটি-১) কর্তৃক মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন”

তিনি বলেন,“মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের প্রত্যর্পণের জন্য আমরা একটি চিঠি পাঠাচ্ছি”

তিনি আরও বলেন,“তারা যেহেতু এখন দোষী সাব্যস্ত এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত, তাই ন্যায়বিচারের স্বার্থে তাদের ফেরত পাঠাতে ভারতের অতিরিক্ত দায়িত্ব রয়েছে বলে আমরা মনে করি। আমরা ভারতকে তাদের প্রত্যর্পণ চুক্তির অধীনে দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এবং সে কারণেই এই চিঠি পাঠানো হচ্ছে”

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

আমি তার সাফল্যে আনন্দিত হব,

৫ পৃষ্ঠার পর

ওভাল অফিসে বৈঠক শেষে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, তিনি (মামদানি) যত ভালো করবেন, আমি তত খুশি হব। আমরা তাকে ভালো কাজ করতে সাহায্য করব।

ট্রাম্প আরও বলেন, তার অনেক ধারণা আমার ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। আমরা অনেক বিষয়ে একমত, যা আগে ভাবিনি।

মামদানি আগামী ১ জানুয়ারি নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের দায়িত্ব নিচ্ছেন। তিনি বলেন, নিউইয়র্ককে আরও সাশ্রয়ী ও বাসযোগ্য করার বিষয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে আছি।

এর আগে ট্রাম্প নির্বাচনি প্রচারণায় মামদানিকে গ্রেফতার ও দেশ থেকে তাড়ানোর হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। অন্যদিকে মামদানিও ট্রাম্পকে ‘স্বৈরশাসকের মতো আচরণ’ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন। ট্রাম্প বারবার তাকে ‘কমিউনিস্ট’ বলেও আক্রমণ করেছিলেন।

তবে হোয়াইট হাউসের বৈঠকে দুই নেতা অতীতের তিক্ততা সরিয়ে রেখে নিউইয়র্কের উন্নয়ন, জনসেবা এবং মানুষের জীবনমান নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

চলতি মাসের শুরুতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে ৩৪ বছর বয়সী ডেমোক্র্যাট নেতা জোহরান মামদানি নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি ১ জানুয়ারি বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামসের কাছ থেকে দায়িত্ব নেবেন। হাতে গোনা মাত্র কয়েক দিন আগেও যে দুই নেতা মুখোমুখি অবস্থানে ছিলেন, তাদের ওভাল অফিসের এই আন্তরিক বৈঠক যেন রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই, তা আরেকবার মনে করিয়ে দেয়। রাজনৈতিকভাবে পরস্পরবিরোধী দুই নেতার মধ্যে এমন ইতিবাচক সাক্ষাৎ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় রাজনীতিতে নতুন বার্তা দিয়েছে। এই বৈঠককে দুই নেতার মধ্যে নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার সূচনা না বলা হলেও আগের সম্পর্কের টানাপোড়েন পেছনে ফেলে তারা যে সামনে এগোতে আগ্রহী তা অনুমান করাই যায়।

বিশ্লেষকদের ধারণা, ট্রাম্প ও মামদানির এ বৈঠক নিউইয়র্কবাসীকে আপাতত কিছুটা হলেও স্বস্তি এনে দেবে।

কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র স্বাধীনতার

৯ পৃষ্ঠার পর

আমাদের জন্য দেশ পুনর্গঠনের একটি নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম ১৯৭১ সালের রণক্ষেত্রে। ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর সেনাবাহিনীর সঙ্গে নৌ ও বিমানবাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিল বলে ২১ নভেম্বরকে মুক্তিযুদ্ধের একটি মাইলফলক হিসেবে গৌরবের সঙ্গে পালন করা হয়।

তবে মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সংগ্রামের সূচনা ঘটে ২৫শে মার্চের রাত থেকেই। আমরা যদি বিজয় অর্জন না করতাম তাহলে এই বীর সেনাদের মত্যুদণ্ড ছিল অনিবার্য। অসহনীয় হয়ে যেত তাঁদের পরিবারের সব সদস্যের জীবন।

তিনি বলেন, মুক্তিকামী সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীরা জীবনের পরোয়া না করে, পরিবারের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারাই এদেশের আপামর জনসাধারণকে সাহস জুগিয়েছেন। মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জল-স্থল ও আকাশপথে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলে দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে এনেছেন। যুদ্ধ বেগবান ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে তখন বাংলাদেশ ফোর্সেস গঠন করা হয়েছিল। যার অধীনে ১১টি সেক্টরে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

তিনি আরো বলেন, এরই চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখি ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সম্মিলিত অভিযানে। পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে এই যৌথ অভিযানই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় এনে দিয়েছিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অবদান বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

জ্যামাইকায় ২য় ভবন ক্রয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক

৪৬ পৃষ্ঠার পর

সহযোগিতা দিতে সম্মত রয়েছে। ভবনটি ক্রয়ের কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব শাহনেওয়াজ, সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, ও কোষাধক্ষ্য মফিজুল ইসলাম ভুইয়া,সহ কার্যকরী পরিষদের আরো কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ভবন ক্রয়ে সোসাইটিকে আগামী ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে তিন মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করতে হবে। বাকি ১.৯ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেবে ভবনের বিক্রেতা, সুদের হার এক বছরের জন্য ৬.৫%।

জনাব শাহ নেওয়াজ জানান, বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হবে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা এক বছরের পরিবর্তে দুই বছর করা হোক। তবে ভবনের মালিক এই বিষয়ে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেননি। তবে বলেছেন, যদি দুই বছরে ভবনের মালিক প্রদত্ত ১.৯ মিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে সুদের হার গিয়ে দাঁড়াবে ২৫% এর উপর। ভবনের আয়ের ব্যাপারে জনাব শাহনেওয়াজ বলেন, বর্তমানে ভবনটির দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা বাজার দরের চাইতে কম মুল্যে মাসে মাত্র১২ হাজার ডলার ভাড়ায় ব্যবহার করছে এক্সিট রিয়েলটি। তাদের লীজের মেয়াদ আরো ৫/৬ বছর বাকি রয়েছে। আরো কিছু ভাড়াটিয়া রয়েছে যাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভাড়া এবং এক্সিট রিয়েলটির ১২,০০০ ডলার যোগ করে মর্টগেজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। ফলে সোসাইটি বিনা ভাড়ায় অফিস ব্যবহার করতে পারবে বলে জানান সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাষ্টি চেয়ারম্যানজনাব শাহনেয়াজ। এছাড়া কিছু বাড়তি আয়ও সম্ভব বেলে জানান তিনি। নিচের তলায় যে পার্কিং লট রয়েছে তার অর্ধেক সোসাইটির ব্যবহারের জন্য বাকি অর্ধেক এক্সিট রিয়েলটির ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে লীজ থাকা পর্যন্ত। সোসাইটি চাইলে নিচের তলার একাংশ কমিউনিটি সেন্টারে রুপান্তরিত করে ভাড়ার মাধ্যমে ভবনের আয় বৃদ্ধি করতে পারে। তিনি আরো বলেন, ভবনটির ক্রয়ে সোসাইটির মূল লক্ষ্য এখন জরুরী ভিত্তিতে তিন মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা, কারণ কোন ব্যাংক কিংবা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে ঋণ পাওয়া খুবই মুশকিলের বিষয়, প্রায় অসম্ভর। ফলে যত বেশি অর্থ সংগ্রহ করা যায় তারই চেষ্টা চলছে বলেও জানান জনাব শাহনেওয়াজ।   শেষ চেষ্টা হিসেবে প্রাইভেট ল্যান্ডিং কিংবা ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তিন মিলিয়ন ডলার পরিশোধের চিন্তাভাবনাও তাঁদের রয়েছে। এই জন্যে তারা কমিউনিটির সর্বাত্মক সহযোগিতা আশা করছেন। সোসাইটির ২য় ভবন ক্রয়ে সহায়তার জন্য বর্তমানে এলমহার্ষ্ট এলাকায় যে ভবনটি রয়েছে সেটি বিক্রয় করার চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা এমন এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব শাহনওয়াজ জানান,   আপাতত তেমন কোন চিন্তা নেই। তবে তার মতে যেহেতু সোসাইটির কার্যক্রম নতুন ভবন থেকেই পরিচালিত হবে তাহলে পুরনো ভবনটি বিক্রি করে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। এ সিদ্ধান্তের জন্য সাধারণ সভায় অনুমোদন প্রয়োজন হবে বলে জানান তিনি।

২য় ভবনটি ক্রয়ে নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেটি মোকাবেলা করার জন্য কমিটির সবার সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মনে করেন জনাব শাহনওয়াজ।

খাশোগি ‘অত্যন্ত বিতর্কিত’, যুবরাজ

১০ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের জবাবে খাশোগির স্ত্রী হানান এলাত্র খাশোগি সিএনএনকে বলেন, ‘সাংবাদিকের অতীত তাকে হত্যার কোনো যৌক্তিকতা হতে পারে না’।

তিনি আরও বলেন, ‘জামাল একজন ভালো, স্বচ্ছ এবং সাহসী মানুষ ছিলেন’।

অবশ্য কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিক কারণে সৌদি আরবের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে ট্রাম্পই প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নন। উভয় দলের প্রেসিডেন্টরাই নির্বাচনী প্রচারণায় সৌদিদের বিরুদ্ধে কঠোর কথা বললেও ক্ষমতায় গিয়ে সুর নরম করেছেন। কিন্তু ট্রাম্পের স্বাতন্ত্র্য হলো, তিনি মানবাধিকারের বিষয়টিকে সমীকরণে রাখার ভানটুকুও করেন না। বরং মঙ্গলবার যুবরাজের সঙ্গে বৈঠকের শুরুতে তিনি বলেন, ‘মানবাধিকার এবং অন্যান্য বিষয়ে তিনি (এমবিএস) যা করেছেন তা অবিশ্বাস্য’।

জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা ট্রাম্পের গত এক দশকে মানবাধিকার নিয়ে এমন অবজ্ঞাসূচক আচরণ একটি ধ্রুব সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিচে তার প্রথম মেয়াদে মানবাধিকার এবং অভিযুক্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের নিয়ে করা কিছু উল্লেখযোগ্য মন্তব্য তুলে ধরা হলো:

২০১৭: ভ্লাদিমির পুতিনের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আচরণের তুলনা

ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের অল্প সময়ের মধ্যেই তৎকালীন ফক্স নিউজ উপস্থাপক বিল ও’রাইলি তাকে বলেন যে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ‘একজন খুনি’।

জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘অনেক খুনিই আছে। আপনি কি মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র খুব নির্দোষ?’

২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর সময় পশ্চিমা নেতারা যখন রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা জানাচ্ছিলেন, তখন ট্রাম্প পুতিনের এই পদক্ষেপকে ‘জিনিয়াস’ এবং ‘চতুর’ বলে প্রশংসা করেছিলেন। (অবশ্য যুদ্ধ চলতে থাকায় ট্রাম্প পরে বলেছিলেন তিনি রুশ নেতার প্রতি ‘খুবই হতাশ’।)

২০১৮: উত্তর কোরিয়ার কিম জং উন সম্পর্কে মন্তব্য

ফক্স নিউজের আরেক উপস্থাপক যখন উল্লেখ করেন যে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন অনেক মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, তখন ট্রাম্প উত্তর দেন, ‘তিনি একজন শক্ত ধাতের মানুষ’।

কিম ‘খুবই খারাপ কিছু কাজ’ করেছেন—এ বিষয়ে চাপ দেওয়া হলে ট্রাম্প বলেন, ‘হ্যাঁ, কিন্তু অন্য অনেকেই অনেক খারাপ কাজ করেছেন। আমি এমন অনেক দেশের নাম বলতে পারি যেখানে অনেক খারাপ কাজ করা হয়েছে। তবে সব মিলিয়ে উত্তর হলো—হ্যাঁ (তিনি করেছেন)’।

২০১৬: বিচারবহির্ভূত হত্যার জন্য সাদ্দাম হোসেনের প্রশংসা

তৎকালীন ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন সম্পর্কে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রার্থী ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘তিনি খারাপ লোক ছিলেন, সত্যিই খুব খারাপ। কিন্তু জানেন তিনি কোন কাজটি ভালো করতেন? তিনি সন্ত্রাসীদের হত্যা করতেন। তিনি সেটা খুব ভালো করতেন। তাদের কোনো অধিকার শোনা হতো না, তারা কথা বলতে পারত না। তারা সন্ত্রাসী ছিল—ব্যাস, শেষ’।

বাস্তবে সাদ্দাম হোসেন কেবল কথিত সন্ত্রাসী নয়, বিনা বিচারে অনেক মানুষকে হত্যা করেছেন। ২০০২ সালের মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সাদ্দাম মনে করতেন কারও রাজনৈতিক বিশ্বাস, ধর্ম, জাতিগত পরিচয় বা পারিবারিক অবস্থান তার ক্ষমতার জন্য হুমকি, তাই তিনি তাদের হত্যা করতেন।

২০১৭: ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তের মাদক যুদ্ধের প্রশংসা

ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তের মাদকবিরোধী যুদ্ধে ব্যাপক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। এ সম্পর্কে মানবাধিকার সংস্থাগুলো ব্যাপকভাবে নিন্দা জানায়। ট্রাম্প এর নিন্দা তো করেনইনি, বরং এক পর্যায়ে দুতার্তের প্রশংসা করেন।

২০১৭ সালের ২৯ এপ্রিল এক ফোনালাপে ট্রাম্প দুতার্তেকে বলেন, ‘আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই কারণ আমি শুনেছি মাদক সমস্যা মোকাবিলায় আপনি অবিশ্বাস্য কাজ করছেন’।

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘অনেক দেশেরই এই সমস্যা আছে, আমাদেরও আছে। কিন্তু আপনি দুর্দান্ত কাজ করছেন এবং আমি ফোন করে আপনাকে সেটাই বলতে চেয়েছিলাম’।

(সে সময় এক জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তা বলেছিলেন, ট্রাম্প মূলত যুক্তরাষ্ট্রের মাদক সমস্যার কথা স্বীকার করছিলেন, মানবাধিকার লঙ্ঘন বা সহিংসতাকে সমর্থন করছিলেন না।)

২০১৯: চীনের উইঘুর ডিটেনশন ক্যাম্পকে সমর্থনের অভিযোগ

ট্রাম্পের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন তার ২০২০ সালের বইয়ে জি-২০ সম্মেলনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। সেখানে ট্রাম্প ও চীনা নেতা শি জিনপিং পশ্চিম চীনে উইঘুর মুসলিমদের জন্য ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

বোল্টন লিখেন, ‘কেবল দোভাষীদের উপস্থিতিতে শি ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন তিনি শিনজিয়াংয়ে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প তৈরি করছেন। ট্রাম্প বলেছিলেন যে শি-এর উচিত ক্যাম্প তৈরির কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং ট্রাম্প মনে করেন এটিই সঠিক কাজ’।

বোল্টন আরও উল্লেখ করেন, ২০১৭ সালে চীন সফরের সময়ও ট্রাম্প একই ধরনের কথা বলেছিলেন বলে তাকে জানিয়েছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের শীর্ষ এশিয়া বিষয়ক কর্মকর্তা ম্যাথিউ পটিংগার।

তবে তৎকালীন ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ রবার্ট লাইটহাইজার এই বর্ণনা অস্বীকার করে একে ‘সম্পূর্ণ অসত্য’ এবং ‘পাগলামি’ বলে অভিহিত করেছিলেন।

২০২৫: বেলারুশের প্রেসিডেন্টের প্রশংসা

গত আগস্টে এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাসেনকোকে ‘অত্যন্ত সম্মানিত প্রেসিডেন্ট’ হিসেবে উল্লেখ করেন।

লুকাসেনকোর বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। পররাষ্ট্রনীতি পর্যবেক্ষকরা তাকে প্রায়ই ‘ইউরোপের শেষ স্বৈরশাসক’ হিসেবে অভিহিত করে থাকেন।

এমবিএসের সম্মানে ট্রাম্পের

১১ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ্য সাক্ষাৎ। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, হোয়াইট হাউসে ইলন মাস্কের উপস্থিতি টেসলার সিইও এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মধ্যকার তিক্ত সম্পর্কের মাঝে আপেক্ষিক মিলনের ইঙ্গিত হতে পারে।

মাস্ক গত বছরের নির্বাচনে ট্রাম্পকে সমর্থন ও অর্থায়ন করেছিলেন এবং চলতি বছরের শুরুতে তাঁর প্রশাসনের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি সরকারি কার্যক্ষমতা বিভাগ (ডিওজিই) পরিচালনা করেছেন এবং ফেডারেল তহবিল ও চাকরিতে কাটছাঁটের তদারকি করেছিলেন।

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের মধ্যে মনোমালিন্য তৈরি হয়। মাস্ক সামাজিক মাধ্যমে ট্রাম্পের ব্যাপক কর ও ব্যয়ের বিলকে অর্থনৈতিকভাবে অসংগত বলে আক্রমণ করেন এবং একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা জানান। ট্রাম্প পাল্টা হুমকি দেন যে, মাস্কের কোম্পানিগুলোকে ফেডারেল সরকার থেকে যে বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি পায় তা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই বিরোধ এবং মাস্কের কট্টর-ডান রাজনৈতিক বক্তৃতা টেসলার ব্র্যান্ড ইমেজ, বিক্রি ও শেয়ার মূল্যের ক্ষতি করেছে। এর পর থেকে মাস্ক ও ট্রাম্প খুব কম প্রকাশ্যে একসঙ্গে দেখা দিয়েছেন। সেপ্টেম্বর মাসে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ কট্টর ডানপন্থী রিপাবলিকান নেতা চার্লি কার্কের স্মরণসভায় মাস্ক শেষবার ট্রাম্পের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা গিয়েছিল।

এদিকে, ট্রাম্প সৌদি আরবের ডিফ্যাক্টো শাসক যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বিন সালমান বিশ্বব্যাপী নিজের ভাবমূর্তি ঠিক করতে এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে চাচ্ছেন। ডিনারে অন্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন পর্তুগালের ফুটবল তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াং এপল কমপিউটারের প্রধান নির্বাহী টিম কুক।

এদিকে, ট্রাম্প ও সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান গত ১৮ নভেম্বর মঙ্গলবার একাধিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। এসব চুক্তি প্রতিরক্ষা থেকে বেসামরিক পারমাণবিক প্রযুক্তি পর্যন্ত দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা সম্পর্ক পর্যন্ত বিস্তৃত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করছে। এ সময় ট্রাম্প সৌদি আরবকে ‘শীর্ষ মানের’ এফ-৩৫ স্টিলথ যুদ্ধবিমান সরবরাহেরও ঘোষণা দিয়েছেন। তবে হোয়াইট হাউস জানায়নি যে কতগুলো যুদ্ধবিমান বিক্রি হবে বা কোন ভেরিয়েন্ট সৌদি আরবকে দেওয়া হবে। তবে তারা স্বীকার করেছে যে এগুলো একটি ‘বড় প্রতিরক্ষা বিক্রয় প্যাকেজের’ অংশ।

হোয়াইট হাউসের ভাষ্য অনুযায়ী, এই প্রতিরক্ষা চুক্তি ‘যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা শিল্পকে শক্তিশালী করবে এবং নিশ্চিত করবে যে সৌদি আরব আমেরিকান পণ্যই কিনতে থাকবে।’ খবরে বলা হয়েছিল, সৌদি আরব দুই ডজন এফ-৩৫ চাইছে। চুক্তির মোট অর্থের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়নি এবং এতে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রতিরক্ষা সামগ্রী তালিকাভুক্ত করা হয়নি।

ট্রাম্প ও বিন সালমান বেসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতার একটি চুক্তিতেও চূড়ান্ত স্বাক্ষর করেছেন, যা দীর্ঘমেয়াদি পারমাণবিক শক্তি অংশীদারত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং ‘যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন কোম্পানিগুলোকে সৌদি আরবের নাগরিক পারমাণবিক সহযোগিতার প্রাধান্যপ্রাপ্ত অংশীদার হিসেবে নিশ্চিত করে।’ চুক্তি আরও বলেছে, ‘সব সহযোগিতা শক্তিশালী স্থিতিস্থাপক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে।’

ব্রাজিলের গরুর মাংস ও কফি থেকে

৪৬ পৃষ্ঠার পর

ও ফলমূল। ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র জায়ার বলসোনারোর বিরুদ্ধে মামলার কারণে গত জুলাইয়ে এ শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। সম্প্রতি আরো কিছু দেশের কৃষিপণ্য থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করে নিয়েছে হোয়াইট হাউজ। যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

২৬ বাংলাদেশি নিয়ে লিবিয়া

৪৬ পৃষ্ঠার পর

টিআরটি ওয়ার্ল্ড। লিবিয়ান রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আল-খুমস উপকূলের কাছে দুটি অভিবাসী নৌকা উল্টে যাওয়ার খবর পেয়েছে তারা। প্রথম নৌকায় বাংলাদেশ থেকে আসা ২৬ জন অভিবাসী ছিলেন, যাদের মধ্যে চারজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় নৌকায় আট শিশুসহ ৬৯ জন যাত্রী ছিলেন, যাদের মধ্যে দুজন মিশরীয় ও ৬৭ জন সুদানি নাগরিক। রেড ক্রিসেন্ট জানায়, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে জীবিতদের উদ্ধার করে। এ ছাড়া মৃতদের লাশ উদ্ধারের পাশাপাশি সবাইকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয় সংস্থাটি। অবৈধভাবে ভূমধ্যসাগর দিয়ে ইউরোপ যাওয়ার জন্য বেশ পরিচিত ও জনপ্রিয় রুট হচ্ছে লিবিয়া।

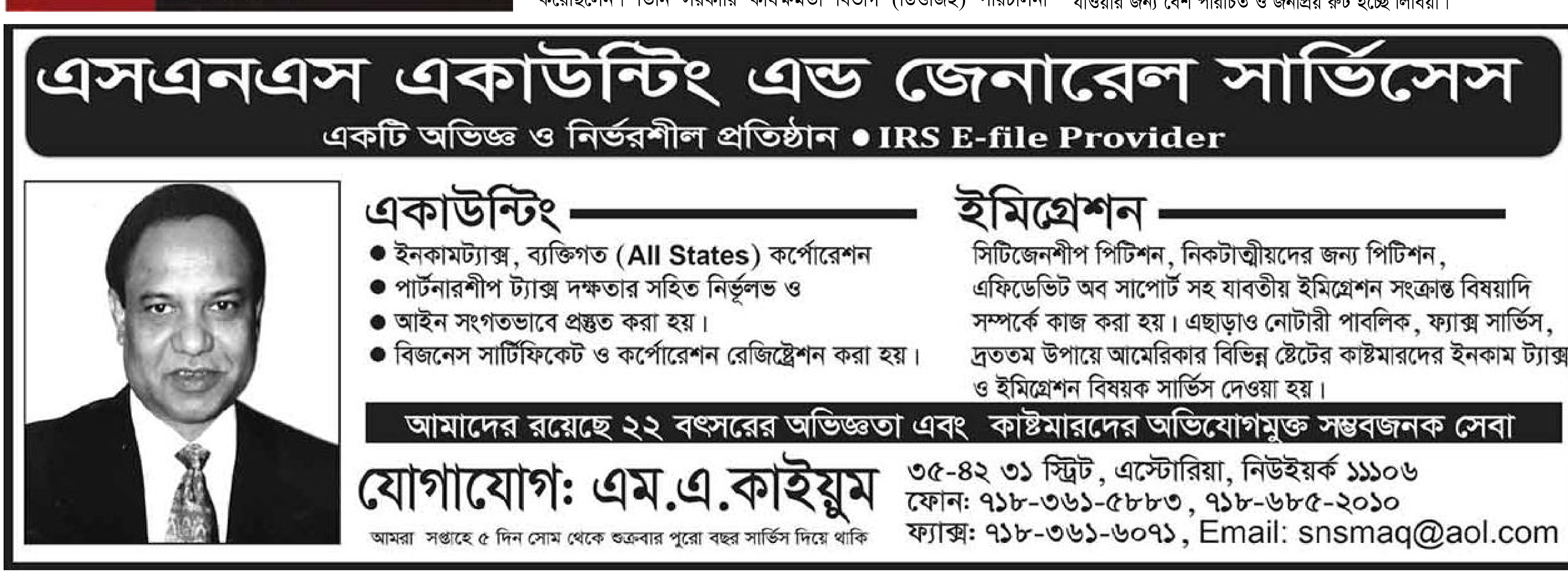

নিউ স্টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননা জানিয়েছে খান'স টিউটোরিয়াল

পরিচয় ডেস্ক : ২০২৫ সালের নিউইয়র্ক স্টেট কমন কোর পরীক্ষায় খান'স টিউটোরিয়াল'র প্রশিক্ষণ নিয়ে পারফেক্ট স্কোর অর্জনকারী বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও তাদের বাবা-মারে সংবর্ধনা জানিয়েছে বাংলাদেশি-আমেরিকান কম্যুনিটির বৃহত্তম টিউটোরিং প্রতিষ্ঠান খানস টিউটোরিয়াল ।

প্রতি বছরের মতো এবারো তাদের কৃতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে খান'স টিউটোরিয়ালের জ্যাকসন হাইটস এবং ব্রঙ্কস শাখায় সম্মাননা বিতরণ, আনন্দ উদযাপন হয়েছে গত শনিবার ১৫ ও ১৬ নভেম্বর।

উভয় স্থানে শিক্ষার্থী, পরিবারের সদস্য, এবং 'খান'স টিউটোরিয়াল'র প্রশিক্ষকরা মিলিত হয়েছিলেন। খান'স টিউটোরিয়াল অ্যাওয়ার্ডসম্যানিয়ার এই আয়োজন জ্যাকসন হাইটস সেন্টারে ১৫ নভেম্বর শনিবার এবং ১৬ নভেম্বর ব্রঙ্কস সেন্টারে রবিবার সম্পন্ন হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের মা-বাবা ও ভাই-বোনদেরও সম্মাননা জানানো হয়।

এর আগে ৯ নভেম্বর রোববার পারসনস বুলেবার্ড সেন্টারের কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননা জানিয়েছে খান'স টিউটোরিয়াল।

অনুষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট ও মেডেল পরিয়ে সম্মাননা জানিয়েছেন খান'স টিউটোরিয়ালের চেয়ারপারসন নাঈমা খান, সিইও ও প্রেসিডেন্ট ডা. ইভান খান, সিওও তাসনিম ইমাম খান।

সার্টিফিকেট গ্রহণ করার পর তাদের অনভুতি তুলে ধরে এবং তারা ভবিষ্যতে কী হতে চায় তা উল্লেখ করে।

অনুষ্ঠানে সফল শিক্ষার্থীদের কয়েকজন পিতা-মাতা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জানান,তাদের ছেলে-মেয়েদের খান'স টিউটোরিয়ালে পাঠিয়ে তারা সন্তুষ্ট। কেউ কেউ বলেছেন,তাদের অন্য ছেলেমেয়েদেরও খান'স টিউটোরিয়ালে পাঠিয়েছিলেন। তারাও ভালো ফলাফল করেছে। খান'স টিউটোরিয়ালের চেয়ারপারসন নাঈমা খান এবং প্রেসিডেন্ট ও সিইও ডা: ইভান খান বলেন,ছাত্র-ছাত্রীদের সাধ্যমত সেরা প্রশিক্ষন প্রদানই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তারা বলেন, আমরা ৩১ বছর ধরে কম্যুনিটির নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় সহায়তা দিয়ে আসছি। বর্তমানে অনেকেই স্বনামধন্য কলেজ ও ইউনিভার্সিটি থেকে লেখাপড়া করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সম্মানের সাথে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। এটা খানস টিউটোরিয়াল পরিবারের সকলের জন্য অত্যন্ত আনন্দের।

নিউইয়র্কে ‘এশিয়ান হেরিটেজ বিজনেস লিডার’ অ্যাওয়ার্ড পেলেন গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার এর শাহ নেওয়াজ

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে ২০২৫ সালের এশিয়ান হেরিটেজ বিজসেন লিডার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও শাহ নেওয়াজ। গত ১১ নভেম্বর নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের অফিসে শাহ নেওয়াজের হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন ডিসি-৩৭ এশিয়ান হেরিটেজ কমিটির চেয়ারম্যান ও অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার-অ্যাসাল’র প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন। এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট রানো নেওয়াজ, অ্যাসালের ন্যাশনাল সেক্রেটারী এম করিম চৌধুরী ও করেসপন্ডিং সেক্রেটারি জেড মাতালোন।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির ৬২টি লোকাল ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত ডিস্ট্রিক্ট (ডিসি)-৩৭। এ সংগঠনে কর্মরত ১৫০০০০ সাধারণ সদস্য এবং অবসরপ্রাপ্ত ৮৬০০০ সদস্য রয়েছেন। সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে বাংলাদেশী শাহ নেওয়াজ সহ মোট ৩ জনকে এবছর এশিয়ান হেরিটেজ বিজনেস লিডার অ্যাওয়ার্ডের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

বাংলাদেশে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে অন্তর্ভুক্তিমূলক, অবাধ, সুষ্ঠু জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদের

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৪ই নভেম্বর শুক্রবার নিউইয়র্ক শহরের ফ্লোরাল পার্কে, গোল্ডেন ইয়ার্স কম্যুনিটি সেন্টারে যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নবেন্দু দত্তের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু গোপের সঞ্চালনায় ১৫০ জনের অধিক সদস্য ওশুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে পাঁচ ঘন্টা স্থায়ী উক্ত সভায় মঞ্চে সভার সভাপতি ছাড়াও উপবিষ্ট ছিলেন সংগঠনের তিন সভাপতি ডা. টমাস দুলু রায়, ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য ও রণবীর বড়ুয়া এবং ট্রাষ্টী বোর্ডের চেয়ারম্যান সুশীল কুমার সাহা।
সংখ্যালঘু বলে নির্যতনে নিহতদের উদ্দেশ্যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের সঙ্গে “দেখ আলায় আলো আকাশ্” গানটি পরিবেশন করে সভা শুরু করা হয়।

এর পরই বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি আগত ভোরের কাগজের সিনিওর রিপোর্টার অভিজিৎ ভট্টাচার্য ও নারায়নগঞ্জের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর প্রদীপ ভৌমিক দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাঁদের বক্তব্য শুরু হলে, ২০২৪ সালের ৪ঠা আগষ্ট থেকে এ’পর্যন্ত সংঘটিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাবলীর সচিত্র বর্ণনা ও পরিসংখ্যান সম্বলিত ছ’পাতার একটি ব্রোশার সভায় অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে বিলি করা হয়, যাতে নিহত- ধর্ষিতাদের সংখ্যা ছাড়াও অভয় নগর, গঙ্গাছড়া, হাজারিগল্লি, পার্বত্য চট্টগ্রামে গোটা বৌদ্ধ পাড়ার ১০০টি বাড়ি ও ক্রিসমাস ঈভে খৃষ্টান পাড়ার ১৭টি বাড়িকে অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করা, ও গুইমারায় নাবলিকা ধর্ষণের প্রতিবাদরত তিন জন মারমা আদিবাসীকে হত্যার বিশদ বর্ণনা ছিল।

তার পর ইউনাইটেড হিন্দুজ অফ ইউ. এস. এ, বাংলাদেশে পূজা সমিতি, শ্রী কৃষ্ণ ভক্ত সংঘ, গীতা সংঘ, রাধামাধম মন্দির, মহামায়া মন্দির, জগন্নাথ হল এলামনাই এসাসিয়েশন, হিন্দু হেরিটেইজ অফ নিউ ইয়র্ক সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ এবং সমতল ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সংখ্যলঘুদের সুরক্ষা প্রদানে ড. ই্উনূস সরকারের ব্যর্থতা ও অনীহার তীব্র নিন্দা করেন এবং গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁদের কয়েকজন দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সামপ্রতিক কালে অত্যাচারের ঘটনাবলী বর্ণনা করা ছাড়াও ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে শুরু করে রামু, নাসির নগর, মুরাদনগর, সাঁথিয়া, নানুয়ার দিঘীর পাড় সহ ভয়াবহ সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাগুলো কারা ঘটিয়েছিল এবং তাতে কোন সরকারের কী ভূমিকা ছিল সে’ ইতিহাসও নতুন প্রজন্মের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শিতাংশু গুহ, ড. জিতেন রায়, ড. সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদার, রূপকুমার ভৌমিক, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তি, প্রদীপ মালাকার, তপন সেন, রীণা সাহা, পার্থ তালুকদার, সুভাষ সাহা, নির্মল পাল, রমেশ নাথ, রণবীর বড়ুয়া, ড. টমাস দুলু রায়, ভজন সরকার, রামদাস ঘরামী, সুশীল সিনহা, নিতাই নাথ, বিশ্বজিৎ সাহা, রাজীব দে, এফ. শাওন দেবনাথ, এডওয়ার্ড হলসানা, অঞ্জন চক্রবর্তি প্রমুখ্। সভায় ২৬জন নবাগত তরুণ-তরুণী সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা, আশা প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করতেও দেয়া হয়। এর পর, সাধারণ সম্পাদক বিগত এক বছরে দেশের বিপন্ন সংখ্যালঘুদের সাহায্য ও সুরক্ষার্থে গৃহীত উদ্যোগের বিবরণী দেন, এবং সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ্ চন্দন সেনগুপ্ত, গত এক বছরের আয় ব্যায়ের হিসাব পেশ করেন, এবং বিপন্ন সংখ্যালঘুদের সাহায্যকারী দাতা ও নবাগত সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

এই পর্যায়ে, সংগঠনের অন্যতম সভাপতি ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য সভার পক্ষ থেকে কয়েকটি প্রস্তাব পড়ে শুনিয়ে উপস্থিত সকলের মতামত জানতে চান, যাতে কারও আপত্তি না থাকায় সেই প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ::

যেহেতু,২০২৪ সালের জুলাই মাস থেকে নিরন্তরভাবে বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বর্বর অত্যাচার সংঘটিত হয়ে চলেছে; যেহেতু, সকল সংখ্যালঘু নাগরিকের নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং আইনের সমান সুরক্ষা একটি গণতান্ত্রিক সমাজের মৌলিক শর্ত; এবং যেহেতু, দেশের সংবিধান এবং জাতিসজ্ঞ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বাংলাদেশ সরকারের সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে;

অতএব, আজকের সভা নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহন করছে:

১/ সভার পক্ষ থেকে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তিনি যেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে নিম্নোক্ত সংখ্যালঘু নির্যাতনের অপরাধে তাদের সদস্যদের অবিলম্বে জাতিসঙ্ঘের শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ গ্রহনের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেন, এবং জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্কের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানকে স্পষ্ট ভাষায় এই মর্মে অবহিত করেন যে, সেই যোগ্যতা ফিরে পেতে তাদের উক্ত অপরাধসমূহের জন্য অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, এবং তারা ভবিষ্যতে সংখ্যালঘু নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। উক্ত অপরাধসমূহ হচ্ছে: (ক) সকলের মধ্য থেকে বাছাই করে হিন্দু সাব-ইন্সপেক্টর সন্তোষ চৌধুরীকে করে জনতার হাতে লিঞ্চিঙের জন্য তুলে দেয়ার মত সাম্প্রদায়িক আচরণ; (খ) হাজারী গল্লিতে সি. সি. টি. ভি. ক্যামেরা ভেঙ্গে ফেলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর বর্বর অত্যাচার চালানো; (গ) গুইমারা, খাগড়াছড়িতে আদিবাসী নাবালিকা ধর্ষণের প্রতিবাদ করায় তিনজন মারমা আদিবাসী তরুণকে গুলিকরে হত্যা করা; (ঘ) মেজেস্ট্রেসি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় উগ্রপন্থী ও জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক সংঘটিত সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রতিহত না করা। এই প্রসঙ্গে, সভার পক্ষ থেকে মহাসচিব গুতেরেসের উদ্দেশ্যে আরও বলা হয় যে, ২০২৪ সালের আগষ্ট মাসে: ফলকার টুর্কের সতর্ক বার্তার মুখে নির্বাচিত সরকারের নির্দেশ উপেক্ষা করে বাংলাদেশে সেনা বাহিনী যেভাবে হাসিনা সরকারের পতন নিশ্চিত করে দিয়েছিল ঠিক তেমনি দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনও চিরতরে বন্ধ করে দিতে তিনি যেন বাংলাদেশে সেনাবাহিনী প্রধানকে পরামর্শ দেন।

২/ সভার পক্ষ থেকে সরকার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয় অস্বীকার করার দু:খজনক অপপ্রয়াস না করে বরং অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে জাতীয় পর্যায়ে শূন্য সহনশীলতার নীতি ঘোষণা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয়;

৩/ সভা ২০২৪ সালের জুলাই মাস থেকে সংঘটিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের অপরাধে অপরাধী সকল মৌলবাদী ও উগ্রপন্থীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, বিচার এবং দণ্ডবিধান নিশ্চিত করে সকল ভুক্তভোগীকে ক্ষয়ক্ষতি এবং ধ্বংসকৃত সম্পত্তির জন্য তাঁদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য ড. ইউনূস সাহেবকে অনুরোধ জানায়।

৪/ সভা ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে এই মর্মে অনুরোধ করে যে, তিনি যেন অবিলম্বে সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব এবং পুলিশের মহাপরিদর্শকদের সম্পৃক্তকরে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের সময় এবং এর পূর্বপর কালে সংখ্যালঘুদের ওপর সম্ভাব্য সহিংসতা প্রতিরোধ কল্পে নজরদারি বৃদ্ধি ও কোন ঘটনা ঘটলে সেটা দ্রুত নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে সংঘটিত ব্যাপক নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। ৫/ সভা রষ্ট্রপ্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে অনুরোধ জানায় যে, তিনি যেন দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে এই মর্মে ঐক্যমত্যে পৌঁছতে রাজি করান যে, তাঁরা নির্বাচনের পর সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংখ্যালঘু সুরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত হেইট ক্রাইম ও স্পীচ আইন, ভারতের মত সংখ্যালঘু কমিশন ও সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় এবং ইসলামী ফাউন্ডেশনের আদলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, “সংখ্যালঘু” ও “আদিবাসী” স্বীকৃতি, এবং সেপারেট ইলেক্টরেট ব্যবস্থা সংযুক্ত করে একটি টেকসই “সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন” প্রণয়ন করবেন, যার সুবিধার্থে যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদ সরকারকে একটি খসড়া সংখ্যালঘু সুরক্ষা বিল দিতে প্রস্তুত রয়েছে। ৬/ সভার পক্ষ থেকে ড. ইউনুসকে আরও অনুরোধ জানানো হয় যে, তিনি যেন অতীতের তত্বাবধায়ক/ অন্তবর্তিকালীন সরকারগুলো দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে একটি সত্যিকার অন্তর্ভুক্তিমূলক, অবাধ, সুষ্ঠু জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন; এই প্রসঙ্গে সভা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, বৈষম্যমূলক আচরন ও সহিংসতার অভিযোগে কেবল একটি বিশেষ দলকে বাদ দিয়ে, অন্যান্য দল যারা ১৯৭১ সালের গণহত্যা, লগাঙে আদিবাসী গণহত্যা, ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বিরোধী দলের ওপর গ্রেনেড হামলা, বা থানা দখল , লুটপাট, মেট্রো রেলে অগ্নি সংযোগ, সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং পুলিশকে জীবন্ত পুড়ে মারা/ লিঞ্চিঙের মত অসংখ্য মানবতা বিরোধী জঘন্য অপরাধে অপরাধী তাদের নিয়ে নির্বাচন করা অযৌক্তিক ও হাস্যকরড় সেটা বিশ্বেরে কাছে মোটেও গ্রহনযোগ্য হবে না।

যুক্তরাষ্ট্র বিয়ানীবাজার সমিতির মামলার পরবর্তী শুনানি ৯ ডিসেম্বর

পরিচয় ডেস্ক: প্রবাসের অন্যতম বৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির নির্বাচন কমিশন ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে ভোটার নিবন্ধনে অনিয়মের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা চলছে। এই মামলার কাগজপত্র সাবমিশনের তারিখ ছিল গত ১৮ নভেম্বর। বাদীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাননীয় আদালত পরবর্তী সাবমিশনের পরবর্তি সুনানির দিন ঠিক করেছেন ৯ ডিসেম্বর।

গত ৬ অক্টোবর সমিতির নির্বাচনে ভোটার নিবন্ধনে অনিয়মের অভিযোগে নেই সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্যের বিরুদ্ধে বোরহান উদ্দিন কপিল, মইনুজ্জামান চৌধুরী, আজিজুর রহমান সাবু, ফয়জুর মিয়া বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছিলেন।

নিউইয়র্কে যাত্রা শুরু করলো ইবরার টিপুর মিউজিক একাডেমি

পরিচয় ডেস্ক: সংগীতের সর্ব অঙ্গনে সমান দখল এমন সংগীত পরিচালকদের নাম নিলে প্রথম সারিতে থাকবে ইবরার টিপুর নাম। তিনি একাধারে সুরকার, সংগীত পরিচালক ও গায়ক। দেশ-দেশের বাইরে অনেকের সঙ্গেই কাজ করেছেন জাতীয় আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত এই গায়ক।

এরই ধারাবাহিকতায় এবার নিউইয়র্কের জামাইকায় নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছেন সংগীতের প্রতিষ্ঠান। যার নাম 'ইবরার টিপু মিউজিক একাডেমি'।

এই একাডেমির উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয় আশা গ্রুপের ভবনে । পুরো আয়োজনটাই ছিল মনোমুগ্ধকর। সঙ্গীত ও মানুষের মধ্যে এ এক মেলবন্ধন। অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাঙালিরা উপস্থিত ছিলেন।

এখানে গিটার, কিবোর্ড, পিয়ানো ও সংগীত শেখানো হবে। ইবরার টিপু মিউজিক একাডেমির ঠিকানা হলো ১৭৬-২০ জামাইকা এভিনিউ, প্রথম ফ্লোর, নিউইয়র্ক ১১৪৩২।

ইবরার বলেন, এখানে রিয়েলিস্টিকভাবে সংগীতের বিভিন্ন বিষয় শেখানো হবে। এই একাডেমী নিয়ে আমাদের আরো অনেক বড় পরিকল্পনা আছে। আমরা চাই বাঙালি সংস্কৃতির সাথে সবাই পরিচিত হোক।

ইবরার টিপু সঙ্গীত ক্যারিয়ারের দুই দশক পার করেছেন। ১৯৯৭ সালে তার সুর করা প্রথম গান কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলেন হাসান আবিদুর রেজা জুয়েল।

ইবরার টিপু বাংলাদেশে সংগীত বিষয়ক রিয়েলিটি শোতে একটি অনন্য পরিবেশনার অংশ হিসেবে তিন দিনে ২০ ঘণ্টারও বেশি সময় পিয়ানো বাজিয়েছেন। - জলি আহমেদ প্রেরিত

নিউইয়র্কে মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসের ফান্ড রেইজিং ডিনার অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসের (মসজিদ নামিরাহ) বার্ষিক ফান্ড রেইজিং ডিনার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১৫ নভেম্বর) মসজিদ মিলনায়তনে এই ফান্ড রেইজিং ডিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নর্থ আমেরিকান হিউম্যানিটারিয়ান এইড এন্ড রিলিফ (নাহার) এর চেয়ারম্যান ডা: আতাউল গনি ওসমানী। প্রধান আলোচক ছিলেন মসজিদে নামিরাহ এর ইমাম ও খতিব মাওলানা অলিউর রহমান সিরাজী।

আল্লাহর ঘর মসজিদ মুসলিম সমাজের মূলকেন্দ্র উল্লেখ করে বক্তাগণ বলেন, মসজিদ নির্মাণ অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু শর্ত হলো, এতে কোনো রকমের অহমিকা, গৌরবের বিষয় অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। মসজিদ নির্মাণ করতে হবে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আমাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ নির্মাণ করা। কারো সেই সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে সহযোগিতা করবে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করবে।

তারা আরো বলেন, রাসুল (সা:) হিজরতের প্রথম দিনই মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভীষণ পছন্দ করেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে বক্তাগণ বলেন, 'তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

সেন্টার পরিচালনা কমিটির সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদারের সভাপতিত্বে এবং সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক কায়কোবাদ কবীরের পরিচলনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, মসজিদ পরিচালনা কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ ফখরুল ইসলাম মাছুম, মসজিদে আবরারের ইমাম হাফিজ রায়হান। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন মাদানী মসজিদের ইমাম মাওলানা ইব্রাহিম, মুনা এস্টোরিয়া চ্যাপ্টারের সভাপতি আব্দুস সবুর প্রমুখ।

প্রায় ৩৫০ মুসল্লির উপস্থিতিতে শুরুতে অর্থসহ কোরআন তেলাওয়াত করেন হামিমুল ইসলাম হামিম ও হাফিজ তাহমীদ। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, প্রফেসর সোলায়মান, আজগর আলী, আব্দুল হাকিম মিয়া, আরাফাত রহমান, আব্দুর রশিদ সানা, আব্দুর রহমান, আবু বকর সিদ্দিক, আহসান খান, আশরাফুল আলম মিলন, নুরুল আমিন ভূইয়া, সাইয়্যেদ আহমেদ, আব্দুর রহমান, ফেরদৌস আলমসহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আরাফাত রহমান ও সৈয়দ আহমেদ।

- বিএনিউজ

নিউইয়র্কে City & State পত্রিকা'র ২০২৫ সালের "অনসাং হিরো" সম্মাননা পেলেন শ্রমিক নেতা টিপু সুলতান

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে City & State পত্রিকা'র ২০২৫ সালের "অনসাং হিরো" সম্মাননা পেলেন শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ টিপু সুলতান। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষায় দীর্ঘদিনের ভূমিকার জন্য এ স্বীকৃতি পেলেন টিপু সুলতান।

নিউইয়র্কের জনপ্রিয় পত্রিকা City & State ঘোষণা করেছে, "The 2025 Unsung Heroes" তালিকা, যেখানে সমাজের পর্দার আড়ালে থেকে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানো হয়েছে। এই বছরের তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নিউইয়র্কের শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ "টিপু" সুলতান, যিনি দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স (NYTWA)-এর একজন সংগঠক হিসেবে কাজ করে আসছেন।

একজন সাবেক ইয়েলো ক্যাব চালক থেকে দক্ষ সংগঠকে পরিণত হয়ে তিনি আজ প্রায় ৩০,০০০ ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে প্রতিদিন সরাসরি কাজ করেন। চালকদের প্রশাসনিক জটিলতা সমাধান, অভিযোগ নিষ্পত্তি ও অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তিনি একজন অগ্রণী নেতা।২০২১ সালে সিটি হলে ট্যাক্সি চালকদের ঐতিহাসিক অনশন ও আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন টিপু সুলতান, যার ফলস্বরূপ চালকরা পেয়েছিলেন নজিরবিহীন ঋণমুক্তি কর্মসূচি। শ্রমজীবী মানুষের জন্য নিরলস পরিশ্রম ও নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ City & State তাঁকে সম্মানিত করেছে ২০২৫ সালের "Unsung Hero" উপাধিতে।

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1656, Saturday, November 22, 2025

জ্যামাইকায় ২য় ভবন ক্রয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক

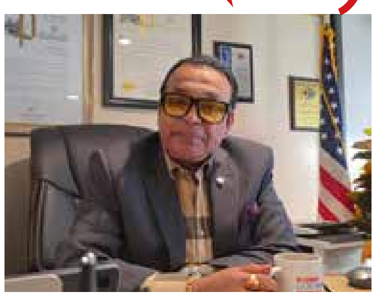

পরিচয় রিপোর্ট: জ্যামাইকায় ২য় ভবন ক্রয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক। সম্প্রতি টেরেস অন দ্য পার্কে অনুষ্ঠিত সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটি তাদের দ্বিতীয় ভবন ক্রয়ে কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষর করার প্রাথমিক ঘোষণা প্রদান করেছিল। জানানো হয়েছিল যে সোসাইটি হিলসাইড এভিনিউর উপর ১৮৮ স্ট্রীট ও ১৮৯ স্ট্রীটের মাঝখানে অবস্থিত একটি দ্বিতল ভবন ৪.৯ মিলিয়ন ডলারে ক্রয়ের কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষর করেছে। ভবনের ক্রয় এবং কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী সোসাইটির বর্তমান বোর্ড অফ ট্রাষ্টির চেয়ারম্যান ও গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার এর স্বত্তাধিকারী জনাব শাহনেওয়াজ পরিচয়-কে জানিয়েছেন, এই ভবন ক্রয় সোসাইটির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ বটে কেননা সোসাইটিকে বিক্রেতার কিছু শর্ত মেনে চলতে হবে। যার মধ্যে রয়েছে : সোসাইটিকে প্রায় দুই বছরের মধ্যে ভবনটির সম্পূর্ণ মূল্য ৪.৯ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হবে। যদিও বিক্রেতাসোসাইটিকে ৬.৫ % সুদের হারে ১.৯ মিলিয়ন ডলার ঋণ বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

এইচ-১বি ভিসা বাতিলের পথে যুক্তরাষ্ট্র, প্রযুক্তি খাতে পরিবর্তনের শঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: এইচ১বি ভিসা হলো এমন একটি কর্ম ভিসা, যা উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশি পেশাজীবীদের যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি ও পরবর্তী সময় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ তৈরি করে। সাম্প্রতিক সময়ে এই ভিসার ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ফি মূলত কম বেতনের এইচ১বি আবেদনকে কঠিন করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে।

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ওম্যান মার্জোরি টেলর গ্রিন শিগগিরই একটি বিল পেশ করতে যাচ্ছেন, যেখানে এইচ১বি ভিসা প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হবে। তাঁর দাবি, এই ভিসা কর্মসূচি 'দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন কর্মীদের স্থানচ্যুত করছে'। বিলটি পাস হলে ভিসা শেষ হওয়ার বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

এক নারীকে ICE এজেন্ট সেজে হুমকি দেওয়ায় নিউ ইয়র্কে NYPD এর বাংলাদেশি সার্জেন্ট আতিকুল ইসলাম গ্রেপ্তার

নজরুল ইসলাম মিন্টু: প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এক নারীকে ওঈঊ এজেন্ট সেজে হুমকি দেওয়ায় নিউ ইয়র্কে NYPD এর বাংলাদেশি সার্জেন্ট আতিকুল ইসলাম গ্রেপ্তার

বছরজুড়ে রাজনীতি, অপরাধ, প্রযুক্তি কিংবা আন্তর্জাতিক উত্তেজনার নানা খবরে সরগরম থাকে যুক্তরাষ্ট্র। তবে কিছু ঘটনা এমনভাবে জনমনে নাড়া দেয় যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে মুহূর্তেই। নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুলিশ সার্জেন্ট আতিকুল ইসলামকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্ক তেমনই এক বিষয়। অনলাইনে পরিচিত এক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে না ওঠায় প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠা একজন পুলিশ কর্মকর্তা, ফেডারেল সংস্থার পরিচয় ভুয়া দাবি করে হুমকি প্রদান এবং তার পরিণতিতে গ্রেপ্তার, আদালতে হাজিরা এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা সব মিলিয়ে এই ঘটনাটি এখন পুরো আমেরিকায় আলোচনার কেন্দ্রে। সংবাদটি প্রথম প্রকাশ করে নিউ ইয়র্ক পোস্ট, যা পরে যুক্তরাষ্ট্রের আরও বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের সঙ্গে বিরোধ কংগ্রেস ছাড়ছেন রিপাবলিকান টেলর গ্রিন

জর্জিয়া থেকে নির্বাচিত যুক্তরাষ্ট্রেরকংগ্রেস সদস্য মারজোরি টেলর গ্রিন জানিয়েছেন, তিনি আগামী জানুয়ারিতে প্রতিনিধি পরিষদ থেকে বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

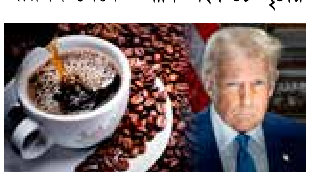

ব্রাজিলের গরুর মাংস ও কফি থেকে শুল্ক প্রত্যাহার ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: ব্রাজিলের খাদ্যপণ্যের ওপর আরোপিত ৪০ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর মধ্যে রয়েছে গরুর মাংস, কফি, কোকোয়া বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

২৬ বাংলাদেশি নিয়ে লিবিয়া উপকূলে নৌকাডুবি, চারজনের মৃত্যু

পরিচয় ডেস্ক: আফ্রিকার দেশ লিবিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় আল-খুমস উপকূলে ২৬ বাংলাদেশি নিয়ে একটি নৌকা ডুবে গেছে। এতে চার বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। একই উপকূলে অর্ধশতাধিক সুদানিসহ পৃথক আরেকটি নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। গত রোববার (১৬ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

মামদানির রাজনীতির প্রজ্ঞাশীল বাস্তববাদ ও পরাবাস্তব সাফল্য

পরিচয় ডেস্ক: শুক্রবার (২১ নভেম্বর) হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে সাক্ষাত করেছেন জোহরান মামদানী। এবং ট্রাম্প তাকে ডেমোক্র্যাট দলের শক্তিশালী বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করলেন মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের সদ্য সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামস নেতানিয়াহুকে মামদানির শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানোর পর মামদানি তার এই অবস্থান জানালেন।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার কথা উল্লেখ করে নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি আবারও বলেছেন, যদি নেতানিয়াহু নিউইয়র্ক শহরে আসেন, তাহলে তিনি আদালতের পরোয়ানার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন। স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিউইয়র্কের সদ্য সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামস নেতানিয়াহুকে মামদানির শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আহ্বান বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়